কথোপকথন-রহস্য।

শ্রীবিহারীলাল মিত্র

প্রণীত।
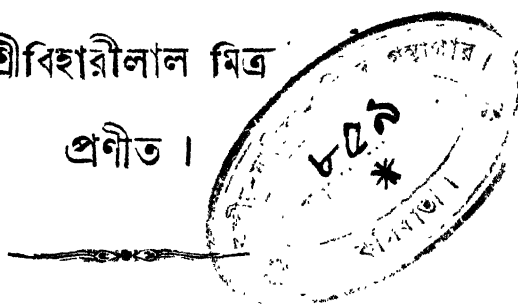
দাশনিকের কথাবার্ত্তা চাষার কানে কোন ফলোদয় হয়না।

বি, মিত্র।

কলিকাতা।

শকাব্দা ১৮২০।

কথোপকথন-রহস্য।

কথার কথা বেঙের মাথা, বল্‌না দূতি কিসের কথা।
চিন্তা প্রেম রহস্য যেথা, কাটা মুণ্ড কয়্‌না কথা ॥
গোবর্‌ মাখা ঢাঁক যেথা, মড়া ঘাস খায়ই সেথা।
কারে কহি রহস্য কথা,
তাই্‌ তাই্‌ হয় যথাতথা ॥

শিষ্য। গুরো! এক কাহাকে বলে?

গুরু। পুত্র। যাহা তুমি জান না।

শিষ্য। আমি না জানিতে পারি, জগৎ তো জানিতে পারে।

গুরু। যাহা তুমি জাননা, তাহা কেহই জানে না। অপরে বিষয় জানিতে পারে, যে বিষয় তুমি জাননা, কিন্তু যেটী বিষয় নয়, সেটী তুমিও জাননা অপরেও জানেনা। তোমায় ও আমায় কিছুই প্রভেদ নাই, তুমিও মনুষ্য, আমিও মনুষ্য, তোমারও লেজ নাই, আমারও লেজ নাই, এমন কি কোন মনুষ্যেরই লেজ নাই। যাহা তোমাতে নাই, তাহা আমাতেও নাই, যাহা তোমাতে আছে, তাহা আমাতেও আছে। কিন্তু যে বিষয়

আমাতে আছে, সে বিষয় তোমাতে নাই, কিম্বা অপর মনুষ্যতে যে বিষয় থাকিতে পারে, তোমাতে সে বিষয় না থাকিতে পারে। বিষয়ের দরুণ ছোট ও বড় অর্থাৎ গুরু ও শিষ্য। গুরু অনেক বিষয় জানে, শিষ্য কম জানে, কিন্তু কোন মনুষ্যই সব জানিতে পারে না। মনুষ্য ধ্বংশ হয়, বিহারী মিত্র মনুষ্য, ইহার কারণ ধ্বংশের অধীন, অতএব, যে মনুষ্য পদবাচ্য সে ধ্বংশের অধীন। জগতে অনেক বিষয় আবিষ্কার হইয়াছে ও হইতেছে ও হইবে, কিন্তু যেটী বিষয় নয় সেটী কোন কালেই বিষয়ীভূত হয় না। বিষয়ীভূত না হইলে কেহই জানিতে পারে না। এক বিষয়ীভূত নয়, ইহার কারণ কেহই জানে না।

শিষ্য। এক বিষয়ীভূত নয়, ইহা আপনি কি করিয়া জানিলেন। পূর্ব্ব হইতে আজ পর্য্যন্ত কেহ না জানিতে পারে, কিন্তু পরে কেহ না কেহ জানিতে পারে, যখন কাল অনন্ত পড়িয়া আছে। দেখুন গুরুদেব! পূর্ব্বে অনেক বিষয় আবিষ্কার হয় নাই, এখন হইতেছে, তা বলে সেটী কি বিষয়ীভূত ছিল না?

গুরু। বিষয়ীভূত ছিল বলিয়া আবিষ্কার হইয়াছে, যদি বিষয়ীভূত না হইত তাহা হইলে আবিষ্কার হইত না। মনুষ্য মাত্রই এক মোন ওজন তুলিতে পারে, কিন্তু এক মোন তুলিতে পারে বলিয়া দশ মোন তুলিতে পারে না। একটী মনুষ্য অপর এক শত মনুষ্যকে হারাইয়া দিতে পারে,

কেন পারে, একটী মনুষ্য শিক্ষিত অপর একশত অশিক্ষিত, যদি মনুষ্য মাত্রেই ওজন তুলিবার ক্ষমতা না থাকিত, তাহা হইলে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত থাকিত না, হার ও জীত থাকিত না, গুরু ও শিষ্য থাকিত না, বিদ্বান্ ও মূর্খ থাকিত না, রাজা ও প্রজা থাকিত না। **এক** বিষয়ীভূত নয় ইহার কারণ কেহই জানিতে পারে না। তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ, "আপনি কি করিয়া জানিলেন **এক** বিষয়ীভূত নয়, যখন কাল অনন্ত পড়িয়াছে, পূর্ব্ব হইতে অদ্যাবধি কেহ না জানিতে পারে, পরে কেহ না কেহ জানিতে পারে"। পুত্র, তুমি যাহা প্রশ্ন করিয়াছ তাহা অত্যুৎকৃষ্ট, কিন্তু শুন। যাহা নাই তাহা নাই, যাহা আছে তাহা আছে। **এক** বিষয়ীভূত নয় ইহার কারণ **এক** বিষয়ীভূত নয়, যদি **এক** বিষয়ীভূত হইত তাহা হইলে বিষয়ীভূত হইত। সভ্য জগতের আদি অবধি আজ পর্য্যন্ত যত পুস্তক আছে, কোন পুস্তকেই **একক** বিষয়ীভূত বলে নাই, ইহার কারণ **এক** বিষয়ীভূত নয়, সকলেই একাধারে আদি, মধ্য, ও অন্তরহিত বলিয়া গিয়াছে। যাঁহার বেড় সর্ব্বত্র আছে কিন্তু মধ্য কুত্রাপি নাই, যাঁহার হাত ও পা নাই, চক্ষু ও কর্ণ নাই, কিন্তু লন, চলেন, দেখেন ও শুনেন, যিনি সকলকে জানেন কিন্তু যাঁহাকে কেহই জানে না, তিনি অব্যয়, নিরাকার, **এক**-অদ্বিতীয়, ব্রহ্ম। পুত্র, ইহাতে জানা যায় যে **এক** বিষয়ীভূত নয়।

শিষ্য। গুরুদেব! যদি **এক** বিষয়ীভূত হইল না, এবং

কেহই জানিতে পারিল না, তবে কেন তাঁহাকে জানিতে চেষ্টা করে?

গুরু। কেহই চেষ্টা করে না, মুখে আইমার গল্পের মতন একবার আওড়ায়। তিনি জ্ঞানময় ও বিজ্ঞানময়, ইহার কারণ জ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিক একাধারে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উপাসনা করেন। ক্রিয়াকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আলোচনা ব্যতীত আর কিছুই নয়। একমন হইয়া যে যত ধ্যানে মগ্ন হইবেক, সে তত ফল বেশী পাইবেক। যোগাভ্যাসী, মুনি ও ঋষিরা বিষয়ীভূতের উপাসনা করিয়া, নানা বিষয়ের আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, যাহাতে জগতের অনেক মঙ্গল হইয়াছে, ইদানীং যাঁহারা ঐ উচ্চ বৃত্তি লইবেন, তাঁহারাও জগতের অনেক মঙ্গল করিবেন। "ধিয়ো ন প্রচোদয়াৎ" এমন ধন দাও যাহাতে আপনার বিষয়ীভূতের বিষয় জানিতে পারি। এই বিষয়ীভূত জানিতে আজীবন যাইয়াও, বিষয়ীভূত সমুদ্রের এককণা বালি আহরণ হয় কি না সন্দেহ। যদি উঁয়ের ঢিপীর যোগাভ্যাসী, মুনি ও ঋষিরা এই জানিলেন, তাহা হইলে, পুত্র, কত অহঙ্কারের কথা একেকে জানিতে যাওয়া। যাহাদের এই অহঙ্কার আছে তাহারা করুণ, কারণ তাহারা দুকূল হারাইয়াছে। ধাপে ধাপে না উঠিলে হাত ও পা ভাঙ্গিতে হয়। মনুষ্য লম্ফ প্রদান করিতে পারে, যখন এক হাত লম্ফ প্রদান করিতে পারে, তখন কেননা দশ হাত পারিবে, যখন দশহাত পারে

কেননা সমুদ্র ও পাহাড় লম্ফ দিয়া পার হইতে পারিবে। যদি এই ভিত্তি করিয়া (অর্থাৎ এক হাত লম্ফ প্রদান করিতে পারিলে, ক্রমান্বয় অভ্যাস করিলে বাড়িতে পারে, বাড়িতে বাড়িতে সমুদ্র ও পাহাড় লম্ফ দিয়া পার হইতে পারে) কার্য্য করা হয়, তাহা হইলে মহা শঙ্কটে পড়িতে হয়। সকলের অবধি আছে, খালি **একের** নাই। ধাপে ধাপে উঠিতে পারে বলিয়া, অনন্ত ধাপ হইলে উঠিতে পারে না, কারণ মনুষ্যের জীবন সীমাবদ্ধ। যদি মনুষ্যের জীবন অনন্ত হইত, তাহা হইলে ধাপে ধাপে অনন্ত ধাপ উঠিতে পারিত। মনুষ্য চিন্তা করিতে পারে, তাবলে অনন্ত চিন্তা করিতে পারে না, যখন চিন্তা বিষয়ীভূত, বিষয়ীভূতাবধি চিন্তা করিতে পারে, বিষয়ীভূতাতীত পারে না। ব্যোমাবধি মনুষ্য চিন্তা করিতে পারে, ব্যোমাতীত মনুষ্যাতীত হয়। ব্যোমাতীত **এক** হন ইহার কারণ **এক** মনুষ্যাতীত হন। হর ব্যোমে যাইয়া বম বম্ করিয়া শক্তি ধরিলেন। বশিষ্ঠ ব্যোমে যাইয়া শূন্য দেখিয়া শূন্যময় করিলেন। ব্যাস ব্যোমে যাইয়া বিস্তৃত রাজত্ব দেখিয়া, আঁকড়িয়া ধরিতে না পারিয়া, নেতি নেতি বলিয়া বুদ্ধি শূন্য হইয়া, ঝট্‌করে পৌত্রিক ব্রহ্ম ধরিলেন। পুত্র, **একের** বিষয়ীভূত যাহা তাহাই জানিতে জ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিক মনুষ্য মাত্রই চেষ্টা করেন, কিন্তু মূর্খেরা ও পাষণ্ডেরা **একে**কে জানিতে চেষ্টা করে, কারণ উহাদের অহঙ্কার অত্যন্ত বেশী। আর দেখ পুত্র, যত কিছু আবিষ্কার হইয়াছে

সমস্তই বিষয়ীভূত। বিষয়ীভূত না হইলে বন্ধু হয় না, বন্ধু না হইলে নূতন বিষয়ের আবিষ্কার হয় না। যতকিছু বিষয় সংযোগে অর্থাৎ বন্ধুতাতে আবিষ্কার হইয়াছে সমস্তই বিষয়ীভূত। একটী অপর একটীর সংযোগে নূতন একটীর আবির্ভাব হয়, কিন্তু পুত্র, কিছু নাই অথচ একটী নূতন কেহ আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিয়াছে, বোধ হয় বলিবে, না, তবে পুত্র, যত কিছু দেখ সমস্তই বিষয়ীভূত। পূর্ব্বে লুক্কায়িত অবস্থাতে থাকে, যোগাভ্যাসী, মুনি, ও ঋষিরা আলোতে আনেন, যখন আলোতে আনেন, তখন সকলেই দেখিতে পায়। পুত্র, ঐ সব্ মহাজনদের শত শত বার প্রণাম করিবে, কারণ উহাঁরা জন্মান্ধ নন্। জন্মান্ধেরা **এককে** খালি চাতুরী বুলির দ্বারা গৈরিক কাপড়েতে, ম্যাঞ্চেষ্টারের গুলি স্থতাতে, মাথার হজ্‌মি গুলিতে গ্রেপ্তার করিতে চায়, এবং অপর সকলকে বলে যে, আমাদের হাতের বগলের ঝুলির ভিতর ও জামার পকেটের ভিতর **এক** গ্রেপ্তার আছে, যদি কিছু ভিক্ষা দাও, তোমাদের সাম্‌নে ঝুলি ও পকেটের ভিতর থেকে **একে** বাহির করিয়া দেখাইয়াদি। পুত্র, যদি তুমি জন্মান্ধ হইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে চাতুরী বুলি শিখ, গৌরিক কাপড় পর, ম্যাঞ্চেষ্টারের গুলি সূতা ধারণ কর, মাথায় হজ্‌মি গুলি রাখ, তাহা হইলেই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবেক।

শিষ্য। গুরুদেব! আপনি বলিলেন, “কিছুই নাই, অথচ একটী নূতন কেহ আজ পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিয়াছে, বোধ হয়

বলিবে, না," তবে কিছুই নাই কেন কিছুই নাই প্রসব না করিয়া কিছু প্রসব করিল, উচিত কিছুই নাই, কিছুই নাই প্রসব করা, এই ব্যতিক্রমের দরুণ আমার সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, অতএব কৃপা বশতঃ অনুগ্রহ করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিতে আজ্ঞা হয়।

গুরু। তুমি বড় রগড়ের কথা বলিয়াছ, এবং জ্ঞানান্ধের পূর্ণ পরিচয় দিয়াছ, তবে শুন একটী গল্প বলি,ঃ—

কোন সময় একটী লোক, **একের** দর্শন লালসায় বহুকালাবধি তপস্যা করিতে করিতে জীর্ণাবস্থায় পড়িয়া, অবশেষে সে এই স্থির করিল, যদি আমি এক মাসের ভিতর **একের** দর্শন না পাই, স্বহস্তে নিজের মুণ্ড কাটিয়া হোমাগ্নিতে আহুতি দিব। **লোক** অশ্বত্থ বৃক্ষের মূলে বসিয়া এরূপ চিন্তা করিতেছে, এমন সময়ে নন্দি এঁড়ের উপর সোয়ার হইয়া সম্মুখে উপস্থিত হইল। **লোক** মহাসমাদর করিয়া নন্দিকে এঁড়ে হইতে নামাইয়া, পাদ্যার্ঘ দিয়া কুশাসনে বসিতে অনুরোধ করিলেন। নন্দি কুশাসনে বসিয়া, **লোককে** কুশল জিজ্ঞাসা করিল।

লোক বলিল। নন্দে! **একের** দর্শন লালসায় আমি বহুকালাবধি তপস্যা করিয়াছি, আজ পর্য্যন্ত কোন ফল ফলিল না। আপনি যখন আপনার প্রভু হরের নিকট যাইবেন, অনুগ্রহ করিয়া প্রভুকে বলিবেন, আপনার ছেলে বহুকালাবধি তপস্যা করিয়া **একের** দর্শন না পাওয়ায় সে এই স্থির করিয়াছে, যদি এক মাসের ভিতর **একের** দর্শন না

পায়, তাহা হইলে স্বহস্তে মুণ্ড কাটিয়া হোমাগ্নিতে আহুতি দিবে।

নন্দি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল। আপনি এক কাহাকে বলেন ?

লোক উত্তর দিল। যিনি নিরাকার, অদ্বিতীয়, এবং যিনি সকলকে দেখিতে পান, কিন্তু তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না, এবং যাঁহার নিকট অসম্ভব কিছুই নাই।

নন্দি বলিল। আপনার এই ব্রত কতদিন লওয়া হইয়াছে।

লোক। বহু বৎসর হইল।

নন্দি। বাল্যকালে আপনি বিদ্যাভাস করিয়াছিলেন।

লোক। বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাস সুরু করিয়া, যৌবনে অর্থোপার্জ্জন না করিয়াও অষ্টাদশবিদ্যা উত্তীর্ণ হইয়া, বহু কালাবধি একের দর্শন লালসায় এই স্থানে তপস্যা করিতেছি, কিন্তু নন্দি, দুঃখের বিষয় এ পর্য্যন্ত কোন ফল ফলিল না।

নন্দি। আপনি বুক্ ওরম্।

লোক। বুক্ ওরম্ কাহাকে বলেন ?

নন্দি। পুস্তকের পোঁকা।

লোক। আপনি আমাকে পুস্তকের পোঁকা বলিলেন কেন ?

নন্দি। আপনি পোঁকার মতন পুস্তকের সহিত ব্যবহার করিয়াছেন, অর্থাৎ পোঁকা যেমন অনবরত পুস্তকের সহিত

থাকিয়া দিবারাত্রি কাটে ও গেলে, আপনিও তেমনি পুস্তকের সহিত অনবরত আলাপ করিয়া, অহোরাত্র অর্থ ভেদ করিয়া গ্রাস করিয়াছেন।

লোক। এত করিয়াও নিবৃত্তি নাই, বরাবর তাঁহার দর্শন লালসায় অদ্যাবধি তপস্যা করিতেছি। নন্দে! আপনি ভুলিবেন না, আপনার প্রভুকে বলিতে, যাহা আমি পূর্ব্বে বলিয়া দিয়াছি। যদি তিনি অনুগ্রহ করিয়া কোন উপায় বলিয়া দেন, তাহা হইলেই আমার মঙ্গল, আর তা না হইলে সমস্তই অমঙ্গল।

নন্দি স্বগত। হায় রে বিধাতা, আপনার রাজ্যে কত রকম জানোয়ার আছে, ধন্য—ধন্য—ধন্য। পোঁকা যেমন আজীবন পুস্তকে বাস করিয়া, এবং পুস্তককে গিলিয়া, ব্যাস, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র হয় না, তখন লোক অষ্টাদশ ভ্রম বিদ্যা শিখিয়া দুকূল হারাইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি।

নন্দি প্রকাশ্যে বলিল। আপনি যাহা বলিলেন তাহা আমি আমার প্রভু হরের নিকট বলিব, কিন্তু আপনিতো আমার প্রভুর দর্শন ইচ্ছা করেন না। আপনি **একের** দর্শন লালসায় অস্থির, অতএব আমার প্রভু আপনার কি উপায় করিবেন। দেখ **লোক,** কোন দিন আমি প্রভু হরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, গুরুদেব! আমি **একের** দর্শন পাবনা, বহুকালাবধি আমি আপনার সেবা করিলাম, আপনি অনুগ্রহ করিয়া কি আমাকে কোন উপায় বলিয়া দিবেন না, যাহাতে আমি শীঘ্র **একের** দর্শন পাই। ইহাতে গুরুদেব বলিলেন, "যাহার যে রকম ভাবনা হয়, তাহার সে রকম সিদ্ধি

হয়," আর তিনি বলিলেন, আমিও এক কি তাহা জানি না, তিনি কৃপাবশত যাহা আমার ঘটে দিয়াছেন, তাহাই আমার শিব হয়। নন্দি, তোমার ইষ্ট যাহাতে হয়, তাহাই তোমার এক জানিবে, কারণ তিনি সর্ব্বব্যাপী। আমি বলিলাম, "আপনি আমার এক, আপনি আমার ইষ্টদেবতা, যখন আপনার দর্শন লাভ করিতেছি তখন আমার মুক্তি হইয়াছে" অমনি আমি মুক্তি লাভ করিলাম। মুক্তি অর্থাৎ দুই পা তুলিয়া নাচা নয়, মৃত্যুর পর স্বর্গে বাস করা নয়। মুক্তি অর্থাৎ ভ্রম হইতে তফাৎ হওয়া, যে মুহুর্ত্তে ভ্রম দূর হয়, অমনি সেই মুহুর্ত্তে সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি হয়। তুমিনি বলিয়াছেন তিনি নিরাকার, তবে আপনি কি করিয়া তাঁহার দর্শন ইচ্ছা করেন। আকার না হইলে দর্শন হয় না, নিরাকারের দর্শন কোথায় ?

লোক উত্তর দিল। আকারের দর্শন প্রত্যক্ষ, নিরাকারের দর্শন অপ্রত্যক্ষ।

নন্দি। অপ্রত্যক্ষ কি প্রত্যক্ষ নয়, যখন সেটাকে জ্ঞান চক্ষু বলে।

লোক। যাহা দুই সামান্য—সাধারণ চক্ষুতে দেখিতে পাওয়া যায় তাহাকে প্রত্যক্ষ বলে, আর যাহা মনের দ্বারায় অসামান্য—অসাধারণ অর্থাৎ জ্ঞান চক্ষুতে দেখিতে পাওয়া যায় তাহাকে অপ্রত্যক্ষ কহে।

নন্দি। তিনি মনোঽগোচর, কি করিয়া মনের দ্বারা জ্ঞান চক্ষুতে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়, আর দেখ, আকার না

হইলে চিন্তা হয় না, ইহার কারণ জগৎকে চিন্তাময় কহে। যাহার আকার আছে, তাহার চিন্তা আছে, যাহার আকার নাই তাহার চিন্তা নাই। তিনি নিরাকার, তাঁহার চিন্তা হইতে পারেনা।

লোক। শূন্যের আকার নাই, তাহলে কি চিন্তা হয় না।

নন্দি। শূন্যের অর্থাৎ ব্যোমের আকার আছে বলিয়া চিন্তা হইতে পারে, যদি শূন্যের অর্থাৎ ব্যোমের আকার না থাকিত, তাহা হইলে চিন্তা করিতেও পারিতেনা। যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শূন্যকে অর্থাৎ ব্যোমকে ফাঁক অর্থাৎ শূন্য দেখ, সেই ইন্দ্রিয় পরিচয় দিতেছে, যে শূন্যের অর্থাৎ ব্যোমের আকার আছে। বাহ্য-ইন্দ্রিয় বলিতে পারেনা, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উপর মন-ইন্দ্রিয় বলিতে পারে। মন ধাতুতে উ প্রত্যয় করিলে মনু হয়, এবং উহার উত্তর অন্ প্রত্যয় করিলে মানব হয়। যাহার মন আছে তাহাকে মানব কহে, ইহার কারণ সমস্ত মানব মনুর সন্তান বলিয়া কথিত। শূন্য অর্থাৎ ব্যোম মনের অতীত নয়, ইহার কারণ, শূন্য অর্থাৎ ব্যোম মনো-গোচর। তিনি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, ইহার কারণ তিনি কোন ইন্দ্রিয়ের গোচর নন্। আপনি বলিয়াছেন, তিনি অদ্বিতীয়, যদি তিনি আর একটী হন, তাহা হইলে তিনি একটী রহিলেন না, দুটী হইলেন।

লোক। কেন তিনি দুটী হইলেন।

নন্দি। আপনার অহঙ্কারের কারণ, কেননা আপনি আপনার তপস্যাবলকে তাঁহার অপেক্ষা বেশী মনে করেন। অন্ধ-চক্ষু ও জ্ঞান-চক্ষু অর্থাৎ সামান্য ও অসামান্য চক্ষু উভয়েরই সীমা আছে;

তিনি অসীম, অতএব তাঁহাকে সীমা বদ্ধ না করিলে আপনি তাঁহার দর্শন পান কি করিয়া। যদি তিনি অসীম হইতে সীমাবদ্ধতে ব্যতি-ব্যস্থ হইলেন, তাহা হইলেই তিনি আর একটী হইলেন। দেখুন লোক, আপনি এক স্থানে থাকিয়া বোধ হয় সমস্ত জগৎ দেখিতে পান না, তবে কি করিয়া আপনি সেই বিরাটমুর্ত্তি দেখিবেন। বিরাট মুর্ত্তি দেখিতে হইলে, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে অন্য স্থানে রাখিতে হয়, ও আপনার চক্ষুর ক্ষমতাকে অসীম করিতে হয়। তাই বা কি করিয়া সম্ভবপর, যখন তিনি সর্ব্বব্যাপী ও যখন মানবের চক্ষুর ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হয়। যদি এই সব্ হইল না, তাহা হইলে আপনার দর্শন হইল না ও তিনি দুটী হইলেন না।

লোক। কেন তিনি স্বরাট্ হইয়া দেখা দিতে পারেন।

নন্দি। তাই বলনা, তবে প্রতিনিধির প্রয়োজন হইল।

লোক। প্রতিনিধিও যা আর তিনিও তা।

নন্দি। আর একটু আসিলেই সব্ ঠিক হইয়া যায়। যেমন তিনি তেমনই রহিলেন, লাভের ভিতর মনু হইলেন।

লোক। তাহা হইলে আপনি যাহা নিরাকার ও অদ্বিতীয় ও অসীমের যুক্তি দিলেন, সমস্তই গোলমাল হইয়া যায়।

নন্দি। তা হবে কেন।

লোক। আপনি আমায় জক্সক্ করিয়াছেন। তা বলে আপনার আইন্ আপনি অনুগ্রহ করিয়া আলাহিদা করিবেন না।

নন্দি। ছিঃ! সেকি ভদ্রের কার্য্য। আপনি বলিয়াছেন "যাঁহার নিকট অসম্ভব কিছুই নাই" ইহাতে আপনি বুঝিবেন, যাহা

কিছু যুক্তি দেওয়া হইল সমস্তই মানবের অর্থাৎ অংশভূতের পক্ষে, তাঁর পক্ষে অর্থাৎ পূর্ণের পক্ষে নয়।

লোক। কি করিয়া নয়।

নন্দি। পূর্ণ হইতে পূর্ণ লইলে বাকী থাকে পূর্ণ। এটী বড় রগড়ের কথা।

লোক। হাজার বার, কারণ এটী অসম্ভব হয়।

নন্দি। আপনার ও আমার পক্ষে বটে, কিন্তু তাঁর পক্ষে নয়। তবে বলি শুন। আপনার নিকট আমি একটী পয়সা গচ্ছিত রাখিলাম, দুই চারি দিন পর আপনার নিকট হইতে ফেরৎ লইলাম, আপনার নিকট আমার কি বাকী রহিল।

লোক। কিছুই না।

নন্দি। দেখ, এক হইতে এক লইলে বাকী কিছু থাকে না। অংশভূতের অর্থাৎ মানবের এই হিসাব ঠিক হয়, কিন্তু তাঁর পক্ষে এই হিসাব ঠিক নয়। আচ্ছা মহাশয় বলুন্ দেখি, যদি আপনি খালি আমার টাকার উপর হাত বুলাইয়া লইতেন, তাহা হইলে আমার টাকা কমিত কিনা?

লোক। কেন কমিবে, আপনার পূর্ণ টাকা পূর্ণ থাকিত।

নন্দি। কেন কমিল না?

লোক। কারণ আপনি আমায় দিলেন না ও লইলেন না।

নন্দি। তবে পূর্ণ কমে দিলে ও নিলে অর্থাৎ হস্তান্তর হইলে, এক পয়সা তোমায় দিইলাম, এক পয়সা আমি তোমার নিকট হইতে লইলাম, তোমার নিকট আমার বাকী কিছুই রহিল

না। যদি একটী বৈ জগতে পয়সা না থাকিত, তাহা হইলে জমা ও খরচ ও বাকী থাকিত না। সংখ্যা আছে বলিয়া জমা ও খরচ ও বাকী আছে, যাহার সংখ্যা নাই, তাহার জমা ও খরচ ও বাকী নাই। এক আর একে দুই হয়, এক থেকে এক হরণ করিলে বাকী থাকে শূন্য, অর্থাৎ কিছুই নয়। যদি এক ব্যতীত অন্য সংখ্যা না থাকিত, তাহা হইলে জমা ও খরচ ও বাকী থাকিত না। দেশের রাজার হিসাব দেখিয়া অনেকটা বুঝিতে পারেন, যদি মাথা পরিষ্কার থাকে। রাজা যত টাকা প্রজাদের দেন না কেন, রাজার ভাণ্ডার ক্ষয় হয় না, কারণ রাজা যত টাকা প্রজাদের দিয়াছেন, সমস্তই রাজার ভাণ্ডারে আছে, যখন ইচ্ছা করিবেন তখনই লইতে পারিবেন, কিন্তু যদি কোন প্রজা টাকা লইয়া অন্য রাজার রাজত্বে যায়, তাহা হইলেই রাজার টাকার খরচ হয়। **একের** রাজত্ব সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড, কেহই ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে যাইতে পারে না, যদি না পারিল, তাহা হইলে পূর্ণ হইতে পূর্ণ যাইয়াও পূর্ণ রহিল। যেমন তিনি তেমনই রহিলেন, লাভের ভিতর মনু হইলেন।

লোক। কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

নন্দি। তিঁনি যেমন নিরাকার, অসীম, অদ্বিতীয়, তেমনই বিরাট রহিলেন, লাভের ভিতর মনু-স্বরাট্ হইয়া সকলকে উদ্ধার করিলেন। দেখ লোক, ব্রহ্মকে আজ পর্য্যন্ত কেহই কোন রূপ দিয়া অবতার তৈয়ার করেন নাই, কারণ সব গোল-মাল করিলে দাঁড়ায় কোথায়। দার্শনিকেরা ও পৌরাণিকেরা

ব্রহ্মকে বরাবর ঠিক রাখিয়া গিয়াছেন। যত অবতার তৈয়ার হইয়াছে, মহাজনেরা এক একটী নাম দিয়া একের সমস্ত তাহা-দিগের উপর ফেলিয়াছেন, কিন্তু কেহই ব্রহ্ম অবতার হইয়াছে বলেন নাই। বজ্র আঁটনি ফস্‌কা গিরো করিলে হইবে না, দেখুন না. আপনার বজ্র আঁটনি ফস্‌কা গির ছিল, সেই জন্য সব্ এলিয়ে গেল। আপনি যদি নিরাকার, অদ্বিতীয় রাখিয়া আপনার গুরু হরকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে সব্ ঠিক থাকিত, ব্যোম ভ্যাস্তা হইয়া অপরের নিকট হাস্যস্পদ হইতেন না।

লোক। আপনি কত রকম বলেন, ধারনা করা বড় সুকঠিন। একবার বলিলেন, নিরাকার আকার হইতে পারে না, আবার বলিলেন, তিনি সব্ হইতে পারেন। কেমন কেমন গোলমাল বোধ হইতেছে।

নন্দি। খালি গোলমাল নয়, পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত গোল হইতে হইবে, অর্থাৎ চৌকস্ত হইতে হইবে। সূক্ষ্মকে সূক্ষ্মে রাখিতে হয়, স্থূলকে স্থূলে রাখিতে হয়, সূক্ষ্মের কথা স্থূলে লইলে, কিম্বা স্থূলের কথা সূক্ষ্মে লইলে, একূল ওকূল অর্থাৎ দুকূল যায়। নীতি কথা নীতিতে রাখিতে হয়, সমাজ নীতির ও রাজ-নীতির ও গুপ্ত নীতির কথা সমাজ নীতিতে ও রাজ নীতিতে ও গুপ্ত নীতিতে রাখিতে হয়। এর কথা ওতে নিলেই গোলমাল হয়, অর্থাৎ একটীর কথা অপর একটীতে লইলে গোলমাল হয়। দেখুন না, বেদান্ত পড়িলেই মীমাংসা পড়িতে হয়। সাংখ্য পড়ি-লেই পাতঞ্জল পড়িতে হয়, ন্যায় পড়িলেই বৈশেষিক পড়িতে হয়।

উপনিষদ পড়িলেই শ্রৌতসূত্র পড়িতে হয়, যদি একটী পড়িয়া অপরটী না পড়, তাহা হইলেই বজ্র আঁটনি ফস্‌কা গির ফলভোগ করিতে হয়, অর্থাৎ একূল ওকূল দুকূল যায়। আর যদি দুই পড়িয়া প্রকৃত সার গ্রহণ করিতে পার, তাহা হইলেই যেমন তিনি তেমনি রহিলেন, লাভের ভিতর মনু হইলেন, অর্থাৎ একূল ওকূল দুকূল ঠিক হয় অর্থাৎ ইহকাল পরকাল বজায় রাখিয়া নিষ্কূল হইয়া সমভাব প্রাপ্ত হয়। জগতে মাথার খেলা ব্যতীত আর কিছুই নাই, অতএব মাথা পরিষ্কার করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। মাথা পরিষ্কার থাকিলেই শিব অর্থাৎ মঙ্গল, আর তাহা না হইলেই অশিব অর্থাৎ অমঙ্গল। ভারতবাসী মাত্রেই একবাদী হইয়া শৈব ধর্ম্ম অবলম্বন করা বিধেয়।

কোন সময় আমার গুরু হর আমাকে বলেন, দেখ নন্দি, অদ্য আমার মানস সরোবরে দেখিয়া আসিলাম, এক চালুনী দিয়া দিগ্‌গজ ছাঁকিতেছেন, তুমি কি ইহা বিশ্বাস কর?

আমি অনেক মাথা ঘামাইয়া বলিলাম, অসম্ভব। তখন আমার বুদ্ধি আপনার মতন ছিল, আর তিনি বলিলেন, আচ্ছা নন্দি, তুমি সর্ব্বত্র যাতায়াত কর, ইহার মীমাংসা কে কি প্রকার করে নিয়ে এস দেখি।

আমি কৈলাস হইতে এঁড়ের উপর সোয়ার হইয়া বাহির হইলাম, বহুক্ষণ পর একত্রে কতকগুলি গৈরিক বস্ত্রধারী, জটা-ধারী, যজ্ঞসূত্রধারী ও ভূতলশায়ী দেখিতে পাইয়া উহাদের নিকট উপনীত হইলাম, উহারা সকলে সমাদর করিয়া আমায় পাদার্ঘ্য

দিয়া বসিতে কুশাসন দিলেন, আমি উহাদের সকলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাদের সকলকার কুশল ত ?

উহারা বলিল, আপনার কৃপায় সকলই কুশল, আপাতত এখানে আসিবার কারণ কি ?

আমি উত্তর করিলাম, অন্য কিছুই কারণ নয়, তবে কি জান, এদিগ্ দিয়া যাইতে ছিলাম, তাই একবার মনে করিলাম তোমাদের সহিত অনেক দিন যাবৎ সাক্ষাৎ হয়নি, একবার দেখা করিয়াযাই।

আর দেখ, তোমরা সব্ ভারতের ঢাঁকপেটা রত্ন, তোমাদের দর্শনেও পূণ্য আছে।

উহারা বলিল, সে যাহা হউক, আপনার মনোগত ভাব কি বলুন দেখি, কারণ আপনিতো বৃথা সময় নষ্ট করেন না। আমি বলিলাম, ওহে তবে শুন, এক্টা বড় আশ্চর্য্য কথা, এক চালুনী দিয়া দিগ্গজ ছাঁকিতেছেন।

উহারা সকলে বলিল, ইহার আর আশ্চর্য্য কি। সমস্ত দিগ্গজ চালুনীর উপর আছে, চালুনীর গর্ত্ত অতি ক্ষুদ্র, দিগ্গজতো আর চালুনীর ভিতর দিয়া গলিয়া বাহির হইবে না। আমি উত্তর দিলাম, নাহে, চালুনীর অতি ক্ষুদ্র গর্ত্ত দিয়া সব্ নীচে পড়িয়া যাইতেছে।

সকলে রাগান্বিত হইয়া বলিল, আপনি চক্ষুতে দেখিয়াছেন, না অপর কাহার নিকট কর্ণতে শুনিয়াছেন। আমি বলিলাম, আমার গুরু হরের নিকট শুনিয়াছি, উহারা সকলে হাঁ হাঁ করিয়া হাসিয়া বলিল, কেমন লোকের চেলা হবেই বা না কেন, আজ্কে

বুঝি দম্‌টা খুব্‌ বেশী হইয়াছে। দেখুন্‌, আপনি অবিবেচক নন্‌, গর্ত্তের প্রসরের চেয়ে যদি দেহ বড় হয়, তাহা হইলে ঢুকিবে কি করিয়া। আপনার অষ্টাদশ বিদ্যাতে পারিদর্শিতা আছে, আপনি কি করিয়া এই কথা বলেন। চালুনীর গর্ত্ত অতি ক্ষুদ্র, দিগ্‌গজের দেহ অতি বড়, কি করিয়া বিপরীত দুই লক্ষণে আলাপ হইতে পারে। জলে আগুনে কি মিল হয়, সাপে নেউলে, কাকে উলুকে, ধর্ম্মী ও বিধর্ম্মীতে কি আলাপ হয়, আপনার মুখে এই কথা শুনিয়া বড় দুঃখিত হইলাম।

উহাদের ভিতর হইতে এক জন বলিল, কার্য্য কে করিতেছে সেটাতো জানা উচিত।

অপর একজন উত্তর করিল, কার্য্য যেই করুক না কেন, সম্ভব ও অসম্ভবতো আছে, যদি কেহ এক জন বলে, পাঁচশত হাত উচ্চ নারিকেল বৃক্ষ হইতে একজন হস্ত দিয়া নারিকেল পাড়িতেছে, তাই বলে কি সেটী সম্ভবপর হবে, যখন মানব সাড়ে তিন হাতের বেশী হয় না।

অপর একজন বলিল, বেশ, যখন মানব বলা হইতেছে, তখন অন্যের সহিত সম্পর্ক কি ? বিশেষ কথা ও সাধারণ কথা হইল কেন, বেদ যদি অসম্ভব বলে, জ্ঞানীরা তাহা দূরে নিক্ষেপ করেন, মহাশয়! আপনি বলুন না, আপনি কোন পুস্তকে পড়িয়াছেন যে, বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীজ। এমন সময় একজন দুর্দ্ধর্ষ মাতাল আসিয়া উপস্থিত হইল, সে বলিল্‌, কিরে, সব্‌ কিসের গোল্‌ কর্‌ছিস্‌, যখনই দেখি তখনই তোরা গজ্‌গজ্‌ করে

বক্‌ছিস্, এটা এঁড়ের ধারে বসে কেরে, এটাকে নূতন দেখ্‌ছি যে, তুই বাবা কোথা থেকে এসেছিস্ বলত যাদু, আর না বলিস্ত এখনই কাঁমড়াইব। আমি কি করি দুষ্টকে দূর পরিহার, এই বিবেচনা করিয়া বলিতে লাগিলাম। আমি হরের চেলা, আমার নাম নন্দি, এখানে একটা কথার দরুণ আসিয়াছি।

মাতাল। বেশ করেছ বাবা, আমার ইষ্ট দেবতা হর হন, তুমিও হরের চেলা আমিও হরের চেলা, এস বাপু, দুইজনে কোলাকুলি করি. এই বলিয়া মাতাল কাহাকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া নন্দিকে আঁকড়িয়া ধরিল, নন্দি, চাপানে ও দুর্গন্ধে অস্থির, মাতাল কিছুক্ষণ আশা ভরিয়া কোলাকুলি করিয়া আমাকে ছাড়িল, আমিও বাঁচিলাম।

মাতাল বলিল। তোর বাপু আবার কিসের কথা বল্‌না শুনি, আমি বলিলাম, একদিন তোমার গুরু হর মানস সরোবরে **এককে** চালুনী দিয়া দিগ্‌গজ ছাঁকিতে দেখিয়াছেন, তুমি কি বিশ্বাস কর? মাতাল বলিল, "গুরু কথা নাশুন কাণে, প্রাণ যাবে হেচকা টানে।" যখন গুরু বলিয়াছেন তখন সত্য। আরো দেখ বন্ধু, গুরু শব্দের অর্থ হয়, যিনি অন্ধকার হইতে আলোকেতে নিয়া আসেন। গু শব্দে অন্ধকার, রু শব্দে আলো অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধকার শিষ্যকে, জ্ঞানে অর্থাৎ আলোকে যিনি লইয়া আসেন। আমার গুরু জগৎগুরু, তিনি বিশেষ গরু নন। আমি বলিলাম, তুমি বিদ্রূপ করিলে কেন?

মাতাল বলিল। আরে বন্ধু তুমি বুঝনা, অনেক বানরের অনেক গরু আছে, যেমন ঘর ঘর গরু থাকেনা। যে বানর যার কাছে

একটুকু দুধ পায়, অমনি সে তার গুরু হয়, আর জগৎগুরুকে ভুলে যায়, বানরেরা যদি গোড়া ঠিক রেখে কার্য্য করে, তাহা হইলে তো আর কোন গোলমাল থাকে না, গরুতে গরুতে লড়াই হয় না, দলাদলি হয় না, ভক্তি কমে না। বানরেরা কি এটী জানে না যে, গুরু কর্‌বি জেনে, তা বন্ধু, কে জান্‌তে শুন্‌তে যায়, যিনি জগৎগুরু তিনিই গুরু, অকপটভাবে তাঁকে ভক্তি করিলেই সব্ হইল। বানরেরা কিনা পুস্তক পড়ে দুই চারিখানা লুচি লাড়ু খেয়ে, কিছু ঠিক কর্‌তে না পেরে যাকে তাকে গুরু করে। অবশেষে বানরেরা হাবুডুবু খেয়ে মরে।

তা বন্ধু, বোধ হয় এই সব্ বানরেরা অনেক বুক্‌নি ঝেড়েছে, কেননা সকলেই অষ্টাদশ ভ্রম বিদ্যাতে খুব্ মজবুত আছে, বানরদের ক্রিয়াও নাই, জ্ঞানও নাই, এবং ভক্তিও নাই, খালি কথার পুট্‌কি আছে। তা বন্ধু, এই সব্ বানরেরা বোধ হয় তোমার কথা কেহই বিশ্বাস করেনি। আমি বলিলাম, না।

মাতাল বলিল, দেখ বন্ধু, আমি যা বলেছি ঠিক্ কি না, কার কি এই জ্ঞান নাই, যাঁর নিকট কিছু অসম্ভব নাই তিনিই এক, যিনি এই ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিতে পারেন, তাঁর কাছে দিগ্‌গজ চালুনীর অতি ক্ষুদ্র গর্ত্তের ভিতর দিয়া গলিবে তার আর আশ্চর্য্য কি। তা বন্ধু,এখন চলি,তোমার সঙ্গে বকে বকে ফিকে হয়ে গেলুম, যাই একটু টেনে গাঢ় করি গিয়ে। মাতাল কাহার কোন কথা না শুনিয়া, ভোঁ ভোঁ করিয়া শ্রীপাটের দিগে চলিল। আমি ও অপর সকলকার নিকট হইতে বিদায় লইয়া কৈলাসাভিমুখে চলিলাম।

কৈলাসে গিয়া দেখিলাম, কৈলাসনাথ আমার যাওয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন, আমি সম্মুখে উপস্থিত হইতেই তিনি বলিলেন, নন্দি, তুমি ঠিক্ করিয়া আসিয়াছ, বল দেখি। আমি সমস্ত ঘটনাগুলি বলিলাম। তিনি বলিলেন, মাতাল ঠিক্ বলিয়াছে, আর সকলে অঠিক্ বলিয়াছে।

মাতাল মূর্খ পণ্ডিত, অপর সকল পণ্ডিত মূর্খ। আমি বলিলাম, কেন।

তিনি বলিলেন, প্রাক্তন ক্রিয়ার ফল, যদি মাতাল আপাতত ভাষা মূর্খ বলিয়া বুক্ওরমের নিকট পরিচিত হয়, কিন্তু, মাতাল অনেক আগাইয়া গিয়াছে, তার স্বাভাবিক ভক্তি এত বেশী, যাহা পুস্তক পড়িয়া হয় না। যদিও অপর সকলে বহু পুস্তক পড়িয়াছে, ও অনেক ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিয়াছে, তত্রাচ মাতাল অপেক্ষা অনেক নীচেতে আছে। নন্দি, তুমি মাতালের পথানুসরণ কর, তাহা হইলে শান্তি ভোগ করিতে পারিবে। আমি তদাবধি মূর্খ হইয়া **এককে** ভক্তিতে লই, তর্কতে আনি না, কিন্তু আমি দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের পথানুসরণ করিয়া বিষয়কে তন্ন তন্ন করিয়া মীমাংসা করি।

লোক! এখন আপনি বুঝিতে পারিলেন, তিনি নিরাকার, অদ্বিতীয় হইয়াও কি করিয়া স্বরাট্ হইলেন, অর্থাৎ যেমন তিনি তেমনই রহিলেন, লাভের ভিতর মগ্ন হইলেন। আর দেখুন, আপনি বলিয়াছেন, যাহার নিকট অসম্ভব কিছুই নাই, যদি কিছুই তাঁহার নিকট অসম্ভব না রহিল,তাহা হইলে আপনি যাহা বলিয়াছেন

সমস্তই ভ্রম। যদি ভ্রম হয় তাহা হইলে আরও ভ্রমণ করুন, যখন ষ্টেশন অর্থাৎ ঠিকানাতে আসিবেন, তখনই সব্ ঠিক্ হইবেক। এই বলিয়া নন্দি স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিল। পুত্র! বুঝিলে কি, না, আর গুলিয়া গেল?

শিষ্য। গুরুদেব! আপনার উপদেশ এত সূক্ষ্ম ও এত স্থূল যে, হৃদয়ঙ্গম করা বড় কঠিন, যদি স্থূল ত্যাগ করিয়া খালি সূক্ষ্ম বলিতেন, কিম্বা সূক্ষ্ম ত্যাগ করিয়া স্থূল বলিতেন, তাহা হইলে হৃদয়ঙ্গম হইবার সুবিধা হইত। আপনি সূক্ষ্ম ও স্থূলকে বরাবর সমভাবে লইয়া যাইতেছেন, ইহার কারণ, আমার বোধ-গম্য হইতেছে না, আর আমার সার গ্রহণ করিবার ক্ষমতা কম, এত কথা হইতে সার গ্রহণ করাও অসম্ভব, যদি ব্রহ্মার হংস হইতাম তাহা হইলে অসার ফেলিয়া সার লইতে পারিতাম, অতএব অনুগ্রহ করিয়া সংক্ষেপেতে মোটামোটী কি বলিলেন, তাহাই বুঝাইয়া দিতে আজ্ঞা হয়।

গুরু। পুত্র, মোটামোটী এই বুঝ যে, সূক্ষ্মের-একের উপর কোন তর্ক করিবে না, বিনা সন্দেহে ও প্রগাঢ় ভক্তিতে বিশ্বাস করিবে। স্থূলের-জগতের উপর তর্ক করিয়া তন্ন, তন্ন, করিয়া জানিবে, যত সন্দেহ বাড়াইবে ও ভক্তি কমাইবে, ততই উন্নতিমার্গে উঠিবে।

শিষ্য। গুরো! সূক্ষ্মই বা কতদূর, স্থূলই বা কতদূর?

গুরু। পুত্র, আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, ব্যোমাতীত সূক্ষ্ম, ব্যোমাবধি স্থূল, ব্যোমাবধি চিন্তা পদার্থ বলিয়া কথিত হয়,

ব্যোমাতীত মানবের অতীত চিরকাল হয়, ব্যোমাবধি পুরুষাকার করিয়া মাথা ঘামাইয়া যত উন্নতি করিতে পার, কর, কারণ চিন্তা না হইলে উন্নতি হয় না, আবার পদার্থ না থাকিলে চিন্তা হয় না। দেখ, যেন একটী ধরিতে অপর একটী ছাড়িয়া দিও না। একটীকে ভক্তিতে রাখিবে, অপরটীকে পুরুষকারের দ্বারায় ধরিয়া চলিবে।

শিষ্য। গুরুদেব! হর তবে মনুষ্য।

গুরু। হাজার বার, যদি তিনি পদার্থ না হইতেন, তাহা হইলে চিন্তা হইত না, ইহার কারণ তিনি জগতের চিন্তার পদার্থ।

শিষ্য। তিনিও মনুষ্য, আমিও মনুষ্য, কেন তিনি জগতের চিন্তার পদার্থ, আমি নই কেন, তাঁহাকে কেন স্বয়ম্ভূ বলে, আমায় কেন বলে না।

গুরু। পুত্র, সকলেই মনুষ্য, মনুষ্য না হইলে ক্রিয়া হয় না, ক্রিয়া না হইলে গুণের পরিচয় হয় না, গুণের পরিচয় না হইলে, ছোট ও বড় হয় না, ছোট ও বড় না হইলে গুরু ও শিষ্য হয় না, গুরু ও শিষ্য না হইলে ধর্ম্ম হয় না, ধর্ম্ম না হইলে সমাজ হয় না, সমাজ না হইলে সভ্য হয় না, সভ্য না হইলে, বানর বলিয়া কথিত হয়। হর এই বনের নরদিগকে সভ্য করিয়া বানর শব্দের অর্থ লোপ করিয়াছেন, অর্থাৎ সভ্য মনুষ্য করিয়াছেন, ইহার কারণ, তিনি জগতের চিন্তার পদার্থ। জগৎ শব্দে ব্রহ্মাণ্ড বুঝিবে না, আর্য্য জগৎ বুঝিবে। বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ও মুশলমান জগৎকে আলাহিদা রাখিবে। সকল জগতেই এক একজন আদি পুরুষ আছেন, যাঁহাদিগের দ্বারায় বনের নর সভ্য হইয়াছে,

এবং সেই সমস্ত পুরুষ প্রত্যেক প্রত্যেক জগতের চিন্তার পদার্থ হন। আল্লা, গড, ব্রহ্ম, ও এক সমস্ত জগতের এক হন, কিন্তু হর, বুদ্ধ, ক্রাইষ্ট, এবং মহম্মদ্ এক নন্। আর দেখ পুত্র, উঁহারা প্রত্যেক প্রত্যেক জগতে স্বয়ম্ভু বলিয়া কথিত হন, উঁহারাই এক, কিম্বা একের প্রিয় পুত্র, কিম্বা অবতাররূপে দৃশ্য জগতে অবতীর্ণ হইয়া, জগতের মঙ্গল সাধন করিয়া অদৃশ্য জগতে তিরোহিত হন। হর, শিব বলিয়া কথিত হন, শিব শব্দের অর্থ মঙ্গল। হর, আর্য্য জগতের মঙ্গল করিয়া দিয়াছিলেন, ইহার কারণ, হরকে শিব বলা হয়। শিব, একটী মানসিক নাম, ইহাতে কিছু নাই, শিবত্ত যা একত্ত তা। মহাজনেরা কখন ও ব্রহ্মাকে অবতার করেন নাই, দার্শনিকেরা তথৈবচ। ধর্ম্ম পুস্তকে হর, শিব, স্বয়ম্ভু, এক বলিয়া কথিত হন। পুত্র, আর্য্য জগতের সৃষ্টির কর্ত্তা হর, ইহার কারণ তিনি আর্য্য জগতে চিন্তার পদার্থ হন।

শিষ্য। হর, কি কার্য্য করিয়াছেন, যাহা দ্বারা আর্য্য জগতের চিন্তার পদার্থ হন ?

গুরু। পূর্ব্বে ভারতে কালা মুসৃকীরা বাস করিত, যাহাদের উপাস্য দেবতা ভূত ছিল, উহারা যাহাকে বড় দেখিত তাহাকে পূজা করিত। হর ভূতের মুণ্ড ছিঁড়িয়া শান্তি স্থাপন করেন, হর ত্রিপুরাশুরকে বধ করিয়াছিলেন। হর ভারতে শব দাহ প্রথা প্রচলন করেন, হর আগ্নেয় অস্ত্র প্রথম প্রচার করেন, যাহা তিনি অগস্ত্য ও পরশুরামকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই আগ্নেয় অস্ত্রের বলে, অগস্ত্য বিন্ধ্যাচলবাসীদের দুরস্থ করিয়াছিলেন। এখনও একটী

কথা প্রচলন আছে, "অগস্ত্যের আগমন" বিন্ধ্যাচল এত বড় হইতে লাগিল যে, সূর্য্য আর কিরণ বিস্তার করিতে পারেন না। বিন্ধ্যাচলের গুরু অগস্ত্য হন, শিষ্যকে অগস্ত্য বলিলেন, আমি যতক্ষণ না ফিরিয়া আসি, ততক্ষণ তুমি আর বড় হইও না, অগস্ত্য ফিরিয়া আসিলেন না, বিন্ধ্যাচল আর বড় হইল না, সূর্য্যদেব অনায়াসে কিরণ দিতে লাগিলেন। পুত্র, "অগস্ত্যের আগমন" যাহা আমি বলিলাম, উহা আইমার গল্পের মতন, কিন্তু তা নয়, প্রকৃত অর্থ শুন :—

বিন্ধ্যাচলবাসীরা অত্যন্ত বলবান হইয়া উঠিয়াছিল, উহারা মনে করিত, সূর্য্য বংশীয়েরা কিছুই নয়, এমন কি, হিমালয়বাসী-দেরও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, সূর্য্য বংশীয়দের অস্ত্রবল ও হিমালয়বাসীদের বিদ্যাবল, উভয় বলকে তুচ্ছ জ্ঞান করিত। বিন্ধ্যাচলে অগস্ত্যের আগমনে বাতাপির তেজ নষ্ট হইয়া মর্ত্ত হইতে স্বর্গে যায়, এবং তাহাতে বিন্ধ্যাচলবাসীদের বিষদাঁত ভগ্ন হয়, ফলত অগস্ত্য অবশিষ্ট বিন্ধ্যাচলবাসীদের গুরু হন, এবং যাহা কিছু ছিল, শ্রীরামচন্দ্রের বিন্ধ্যাচলে আগমনে তাহা শেষ হইয়া যায়, তদাবধি বিন্ধ্যাচলবাসীরা ঢোঁড়া হইয়া বরাবর সূর্য্য বংশের কিরণের তাপ পোহাইতে হইয়াছিল। পরশুরাম অনেক কাণ্ড করিয়াছেন, যাহা মহাভারত ও রামায়ণ পড়িলে জানিতে পারিবেক।

হর জাতি ভেদ স্থাপন করেননি, তিনি লিঙ্গের অর্থাৎ চিহ্নের পূজার অধিকার সকলকার সমান করিয়া দিয়াছেন, কালক্রমে ও ব্যবসা গুণে জাতি ভেদ হইয়াছে। আর্য্য শব্দ ঋ ধাতু

ণ্যৎ করিলে হয়, ঋ ধাতুর অর্থ গমন ও ব্যাপ্ত অর্থাৎ অরনীয় বা গন্তব্য, যে জাতি সর্ব্বত্র গমন করিয়া ব্যবসা করিয়াছিল, উহারা আর্য্য বা বৈশ্য বলিয়া কথিত। ইন্দ্র ও উপেন্দ্র বৈশ্য ছিলেন। যে জাতি দস্যুকে অর্থাৎ কাল বর্ণের বল হরণ করিয়াছিল, উহাদেরও আর্য্য বলিত। হৃ ধাতু অচ প্রত্যয় করিলে হর হয়, হৃ অর্থাৎ হরণ, হর ত্রিপুরাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। ইন্দ্র ইন্দ্‌+র, ইন্দি=পরমৈশ্বর্য্যে, হরের তুল্য ঐশ্বর্য্যশালী আর কেহই ছিল না, ইহার কারণ তিনি মহাদেব বলিয়া কথিত হন। ইন্দ্র মেঘের রাজা, ইহার কারণ তিনি মর্ত্তকে বৃষ্টি দান করেন। হর প্রথমে হোম বিধি সুরু করেন, বিধিরকমে হোম করিলেই যথেষ্ট ধোঁয়া হয়, ধোঁয়া মেঘে পরিণত হইলেই বারি বর্ষণ হয়, অতএব হরের আর এক নাম যে ইন্দ্র ইহাতে কোন ভুল নাই। অর ধাতু হইতে অর্য্য হয়, অর ধাতুর অর্থ ভূমি কর্ষণ, যে জাতি প্রথমে ভূমি কর্ষণ করিয়াছিল উহারা আর্য্য বলিয়া কথিত। হর বৃষপতি বলিয়া কথিত, ইহার অর্থ আর কিছুই নয়, তিনি প্রথমে চাষবিধি প্রচলন করেন। আর্য্য অর্থ বিজ্ঞ, উত্তম বর্ণ ও মনু, হরকে যোগী, ব্রাহ্মণ ও সয়ম্ভূ বলে। আর্য্যদের আদিম বাস মধ্য এসিয়া ইহা অনুভব করা যাইতে পারে, যদিও নানা মুনি নানা রকম কহিয়াছেন, কিন্তু কেহই এসিয়ার বাহির বলেন নাই, এবং ইণ্ডসের দক্ষিণ কহেন নাই।

তিনি প্রথম ব্রাহ্মণ হন অর্থাৎ জ্ঞানী হন, এবং তিনি নিয়ম করিলেন, যিনি জ্ঞানের আলোচনা করিবেন, তিনি ব্রাহ্মণ

বলিয়া কথিত হইবেন, যিনি অস্ত্র ধারণ করিবেন, তিনি ক্ষত্রিয় বলিয়া কথিত হইবেন, যিনি ব্যবসা করিবেন, তিনি বৈশ্য হইবেন, কিন্তু সকলেই আর্য্য বলিয়া অভিহিত হইবেক। হরের আর একটী নাম ত্রিনেত্র, কারণ, তিনি জ্ঞানের প্রচার করিয়াছিলেন, মনুষ্য কাহারও ত্রিনেত্র নাই, কিন্তু গুণ আহরণ করিতে পারিলে ত্রিনেত্র হইবার সম্ভাবনা। হরের ত্রিনেত্রটী জ্ঞানচক্ষু বৈ আর কিছুই নয়, কুমারটুলীর মধ্যে একটী যে বেশী চক্ষু পুতুলের উপর আঁকা হয়, তাহা নয় নিশ্চয় জানিবে। হর আর্য্য ভাষা স্থাপন করেন, তিনি আর্য্য ভাষা উন্নতির দরুন্ মহেশ ব্যাকরণ প্রস্তুত করেন, যাহা এখন লোপ হইয়া গিয়াছে, খালি পানিনি ব্যাকরণ প্রণেতা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, পানিনি ব্যাকরণ মহেশ ব্যাকরণের গোস্পদ তুল্য হয়। হরের আর একটী নাম মহেশ, ইহা যেন মনে থাকে, তিনি মহা-ঈশ অর্থাৎ ঐশ্বয্যশালী ছিলেন, ইহার কারণ সকলে হরকে মহেশ বলিত। হরকে মহাদেব বলে, কারণ হর সকল দেবের অর্থাৎ আর্য্যের প্রধান হন। হর প্রকৃতি পুরুষ, প্রথম নিজ হইতে পথ দেখান, যাহা মহর্ষি কপিল সাংখ্য দর্শন লিখিয়া পূরণ করেন। মহর্ষি বাল্মীকি ও বেদব্যাস পরে সীতারামের ও রাধাকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ উদাহরণ দিয়া জগতে প্রকৃতি পুরুষ রামায়ণ ও মহাভারত পুস্তক লিখিয়া প্রচার করেন। আগমে প্রকৃতি পুরুষ হরগৌরী বলিয়া কথিত হয়, হর ভৃঙ্গিদের অর্থাৎ শ্বেতদের ও নন্দিদের অর্থাৎ কালাদের সভ্য করেন্। হরকে বৃষপতি কহে, ইহার কারণ আর কিছুই নয়, বোধ হয়, হর ভারতে প্রথম চাষ

করিবার পথ দেখান, ইহার পূর্ব্বে কাল মুক্কিরা শিকার করিয়া জীবন ধারণ করিত। রাজা পৃথু. যাহা কৃষি বিদ্যার অভাব ছিল, তাহা পূরণ করেন। পুত্র, যিনি আর্য্যদের এত উপকার করিয়াছেন, তিনি কি চিন্তা পদার্থের উপযুক্ত নন্, বোধ হয় বলিবে শত শত বার। তুমি কিছুই কর নাই. এবং কোন সদ্গুন নাই ইহার কারণ তুমি জগতের চিন্তার পদার্থ হইতে পার না।

আর দেখ পুত্র, হরের ভূষণ সর্প, সর্পেরা যেমন ক্রূর, কাল মুক্কিরা ও ততভুর কপট, সর্পেরা আনাড় না হইলে থাকিতে পারে না, কাল মুক্কিরা ও জঙ্গল না হইলে বাস করিতে পারে না। সর্পের ভিতর কালকূট বেশী বিষাক্ত হয়, মনুষ্যের ভিতর কাল মুক্কিরা ও বেশী ক্রোধ পরতন্ত্র হয়। সর্পকে দুগ্ধ কলা দিলে প্রতিপালকের উপকার না হইয়া বরং অপকার হয়, কিন্তু বিষদাঁত ভাঙ্গিতে পারিলে জড়সড় হয়, কাল মুক্কিদের ও চাউল কলা দিয়া পূজা করিলে গিলিয়া ফেলে, পিটুনি দিলে জুতা বুরুষ করে। সর্পকে বিষধর বলে, কারণ. আনাড় স্থানের যত খারাপ বায়ু ভক্ষণ করে, কাল মুক্কিরাও জঙ্গল পরিষ্কার করে, অর্থাৎ, উহারা জঙ্গল কাটিয়া নগর করে। পূর্ব্বে সর্প হরের ভূষণ ছিল না, কাল মুক্কিরাও পরাধীন ছিল না, সমুদ্র মন্থনের সময় সর্প হরের ভূষণ হয়, এবং তদাবধি হর নীলকণ্ঠ বলিয়া কথিত হন। ত্রিপুরাসুরের যুদ্ধের পর কাল মুক্কিরা হরের বশতাপন্ন হয়। সর্পেরা অবশেষে এত প্রিয় হইয়াছিল যে, সর্পকে মারিলে শিবকে লাগিত, কাল মুক্কিরাও হরের এত আদরনীয় হইয়াছিল যে, অন্য কেহ উহাদের উপর

অত্যাচার করিলে, হর নিজের ব্যথা মনে করিয়া অত্যাচারীর উপর তৎক্ষণাৎ প্রতিশোধ লইতেন। সর্পেরা হরের সদর, অন্দর ও অঙ্গের ভূষণ হয়, অর্থাৎ সিভিল, মিলিটারী ও চার্চের ভূষণ হয়। সর্প অর্থাৎ নাগ, এই জাতিই ভারতের আদিম নিবাসী হয়। ভারতে সকলেই হরের দাস হয়, এবং অদ্যাবধি সকল ভারতবাসী হরের পূজা করিয়া থাকে, কারণ, হরের পূজা অগ্রে না হইলে কোন দেবতার পূজা হয় না। হর ভারতে প্রথমে রাগ রাগিণী, বাদ্য ও নৃত্য হাঁ হাঁ, হুঁ হুঁ, ও তুম্বুরুকে শিক্ষা দেন, যিনি পরে ভারতে উক্ত বিদ্যা প্রচার করেন।

শিষ্য। হর কোথা হইতে আসিয়াছেন ?

গুরু। ইহা ঠিক করা বড় সুকঠিন, যখন কোন পুস্তক কিছুই বলে না। তিনি স্বয়ম্ভু বলিয়া কথিত হন। হর শ্বেত হন, ইহার কারণ অনুমান দ্বারা বলা যাইতে পারে যে, তিনি শ্বেত দ্বীপ হইতে আসিয়াছেন, কতদূর যুক্তি সঙ্গত তাহা তুমি ঠিক কর। জগতে তিনটী মেরু আছে, সুমেরু, মধ্যমেরু ও কুমেরু, যদি সুমেরুকে অল্‌টেন চেন্ বলা হয়, তাহা হইলে কোন গোলমাল হয় না, কিন্তু যখন ইহাতে মনস্তাপ আছে, এবং কোন পুস্তকে অলটেন চেন্ বলে না, তখন সুমেরুকে সুমেরুই জানা উচিত হয়। সুমেরু দেবতাদিগের বাসস্থান ইহা সমস্ত পুস্তকে কয়, সুমেরু যে ভারতের ভিতর নয়, তাহাও একাধারে ভারতের পুস্তকে লেখে, অতএব যখন দেবের দেব মহাদেব হর হন, তখন সুমেরুই হরের বাসস্থান হয়, ইহা অনুভবে বলা যাইতে পারে, কিন্তু কতদূর

যুক্তিসঙ্গত তাহাও তুমি নিজে ঠিক কর। সুমেরু হইতে নামিয়া কতকগুলি মধ্য মেরুতে, অর্থাৎ হিমালয়ে আসেন, আবার কতক-গুলি হিমালয় হইতে নামিয়া কুমেরুতে অর্থাৎ বিন্ধ্যাচলেতে যান, ভারতের যত কিছু সভ্যতা দেখ, সমস্তের গোঁড়া সুমেরুবাসীরাই হন। পুত্র, আমি যাহা বলিলাম, ইহা যে ঠিক, তাহা বলিতে পারি না, যখন চারি হাজার বৎসরের রেকর্ডের ঠিক পাওয়া যায় না।

বুদ্ধদেব, দুই হাজার একশত বৎসর গত হইল, জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা লোকে বলে, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে মহর্ষি বাল্মীকি বুদ্ধ দেবের সমসাময়িক কিম্বা পরে ইহা ঠিক করিতে হয়, কারণ যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ বাল্মীকি লিখিয়াছেন, এবং যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে বুদ্ধদেবের-শাক্য মুনির কথা অনেক স্থানে আছে। আর দেখ পুত্র, শ্রীরামচন্দ্র বাল্মীকির আশ্রমে গিয়াছেন। সীতাদেবী বাল্মীকির আশ্রমে লব ও কুশকে প্রসব করিয়াছিলেন। যদি বুদ্ধ ২১০০ দুই হাজার একশত বৎসর হইল জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে শ্রীরামচন্দ্র বুদ্ধ দেবের পর কিম্বা সমসাময়িক হন। পুত্র, যখন অব্দ ঠিক নাই তখন সময় ঠিক করা যাইতে পারে না। হর, শ্রীরামচন্দ্র ও বাল্মীকি অনেক পূর্ব্বে হন, অতএব স্থান ও সময় ঠিক করা অতি দুরুহ।

শিষ্য। অব্দ ঠিক থাকেনা কেন?

গুরু। মনুষ্য প্রথমে যখন অসভ্য থাকে তখন পশুর মত ব্যবহার করিয়া কাল যাপন করে, কোন প্রকার পুস্তক থাকে না,

ক্রমে যত সভ্য হয়, ততই সঙ্গে সঙ্গে রাজা প্রজা সম্বন্ধ বৃদ্ধি পায়। রাজা প্রজা বৃদ্ধি পাইলেই বিদ্যার উন্নতি হইতে সুরু হয়, বিদ্যার উন্নতি হইলেই পুস্তক হইতে থাকে, পুস্তক থাকিলেই অব্দ থাকে। কিন্তু পুত্র, যদি একটী রাজা বরাবর থাকিত তাহা হইলে অব্দ ঠিক থাকিত। একটী রাজ্য বিপ্লব, ধর্ম্ম বিপ্লব, ও খণ্ড প্রলয় হইলেই সঙ্গে সঙ্গে অব্দেরও শেষ হয়। হরের অব্দ কবে হইয়াছে ও গিয়াছে, কেহই ঠিক নির্ণয় করিতে পারে না। শ্রীরাম চন্দ্রের অব্দ কবে হইয়াছে ও গিয়াছে কেহই ঠিক নির্ণয় করিতে পারে না। যুধিষ্ঠিরের অব্দ কবে হইয়াছে ও গিয়াছে কেহই ঠিক নির্ণয় করিতে পারে না। বিক্রমাদিত্যের অব্দেরই গোলমাল হয়, শালিবাহনকে বধ করিয়া বিক্রমাদিত্য রাজা হন, শকাব্দা উনবিংশ শততম কত চলিতেছে। শাল ত্রয়োদশ শততম কত চলিতেছে। যদি বিক্রমাদিত্য হইতে শকাব্দা এবং শালিবাহন হইতে শাল হইয়া থাকে, তাহা হইলে কত গোলমাল, যদিও তা নয়, কারণ এখন চক্ষু ফুটিয়াছে অর্থাৎ শালিবাহন হইতে শাল হয় নাই, মহম্মদের মদিনা যাওয়াবধি শাল হইয়াছে, তাহাতে কিছু গোলমাল দেখা যায়, কারণ হিজিরির সহিত শাল ও সম্বদ মিলে না।

শিষ্য। আপনি বলিলেন, "আমি যাহা বলিলাম ইহা যে ঠিক তাহা বলিতে পারি না" তবে গুরুদেব! আমি কি করিয়া ঠিক করিব।

গুরু। কেহই ঠিক করিয়া দিতে পারে না নিজে ঠিক না হইলে। যাহা ঠিক তাহা বলিতেছি শুন:—

কোন সময়ে একটী গ্রামে একটী গুরুমহাশয় বাস করিত, গ্রামবাসীদের কোন বিষয়ে সন্দেহ হইলে, গুরুমহাশয় তাহা মীমাংসা করিয়া দিত। বহুকালাবধি এই রকম করাতে, গুরু মহাশয় গ্রামের মণ্ডল হইল, এবং গ্রামের ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়ের মীমাংসক হইল। একদিন কতকগুলি কৃষক মাঠে এক অদ্ভূত বস্তু দেখিল, যাহা পূর্ব্বে কেহই দেখে নাই। উহারা পরস্পর নানা তর্ক বিতর্ক করিল, কিন্তু কেহ কিছুই ঠিক করিতে পারিল না, ঠিক করিতে না পারিয়া সকলে মনন্ করিল, গুরুমহাশয়ের নিকট যাইলে পর সব ঠিক হইবে, কারণ গুরুমহাশয় সাক্ষাৎ বৃহস্পতি হন, খালি আমাদের উদ্ধারের দরুণ মানব রূপ ধারণ করিয়াছেন। সে যাহা হউক, চল আমরা গুরুমহাশয়ের চণ্ডিমণ্ডপে যাই, তাহা হইলেই সব জানিতে পারিব, এই স্থির করিয়া সকলেই চণ্ডিমণ্ডপাভিমুখে চলিল। কিছুক্ষণের পর তথা উপস্থিত হইয়া আদ্যন্ত সমস্ত গুরুমহাশয়কে বলিল। গুরুমহাশয় উত্তর দিল, বাপু, আমি তো কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না, তবে দেখিলে উত্তর দিতে পারি। উহারা গুরুমহাশয়কে সঙ্গে লইয়া বরাবর সেই স্থানে উপস্থিত হইল।

তথায় গুরুমহাশয় দেখিল, প্রকৃতই একটী অদ্ভূত পদার্থ, যাহা তার ত্রিনয়ন কখন দেখে নাই, এবং উহা দাতাকর্ণ ও শতকিয়া ও দশক পুঁতিতে নাই, গুরুমহাশয় দুই চক্ষুতে হাত দিয়া ভেঁউ ভেঁউ করিয়া কান্দিতে লাগিল। কৃষকেরা গুরুমহাশয়ের এই অবস্থা দেখিয়া আরও অস্থির হইল, এবং কেহই

কোন কথা বলিতে সাহস করিল না, কিন্তু কৃষকেরা মনে করিল, গুরুমহাশয় সমস্ত জানিতে পারিয়া ভাবে গদগদ হইয়া এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

এমন সময় গুরুমহাশয় বলিল, নোটো, তুই গ্রামে খবর দিগে যা, যে গ্রামে সাক্ষাৎ মায়ের আগমন হইয়াছে, পূর্ব্বে ধবল ছিলেন এখন পীত হইয়াছেন। নকড়ে ঢাঁকিকে এইখানে আস্‌তে বল্‌গে। নোটো উঠে কি পড়ে মেটো লাফ দিতে দিতে, মা মা বলে হাঁক্‌তে হাঁক্‌তে, এক গাঁ ঘেমে গাঁয়ে এসে পড়্‌লো, গাঁয়ের লোকেরা মনে কর্‌তে লাগ্‌লো, নোটো বুঝি পাগল হয়েছে, উহার মধ্যে দুই এক জন প্রবীন নোটোকে হেঁকে বল্লে, নোটো কি হয়েছে বল্‌না, মা, মা করিয়া হাঁক্‌ছিস্ কেন।

নোটো। মিত্রবাবু বল্‌ব আর কি, গুরু মহাশয় বল্‌লে, গাঁয়ে মা এসেছে, সে সেথা রয়েছে, আমায় বল্লে, নোটো, তুই গাঁয়ের সকলকে খবর দিগে যা, নক্‌ড়ে ও পাঁচকড়েকে ডেকে নিয়ে আয়, তাই আমি তাদের ডাক্‌তে যাচ্চি। মিত্রবাবু, তুমি সব গাঁয়ের মেদী ও মন্দাকে নিয়া যাও।

মিত্রবাবু একে চায় তো আরে পায়, সময় কাটাইবার আর একটা বেশ উপায় হইল। ডাক্ ঘরে যাতায়াত, মেয়ে ও মন্দাকে চিঠি পড়ে শুনান, দুকুরবেলা পুকুরে ছিপ্ ফেলে মাছ ধরা, সকাল সন্ধে চণ্ডিমণ্ডপে খাস্ গল্প করা ও দাবা বড়ে টেপা ও তাস খেলা, দাকাটা তামাক ঢালা ও সাজা, মেদী ও মন্দার কাছে রামায়ণ ও মহাভারত পড়া, তার উপর এই হুজুক পেয়ে আর রক্ষা নাই,

বিশেষত সাক্ষাৎ মা এসেচেন, গুরুমহাশয় বলেচেন। মিত্রবাবু, খবর গাঁয়ে খুব গাবিয়ে দিলে, সকলই যে যেখানে যে অবস্থাতে ছিল, মার স্থানে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। ঢাঁক, ঢোল, কাঁসর, ঘণ্টার রবে চারিদিগ নিনাদিত হইতে লাগিল, হুলুস্থুল পড়িয়া গেল, সকলকার উপস্থিত হওয়াতে গুরুমহাশয় বলিতে স্নুরু করিল ঃ—

দেখ গ্রামবাসীরা, কাল রাত্রিতে আমি সপ্ন দেখেছি, যেন মা আমায় বলিতেছেন, "আমি তোমাদের গ্রামে চণ্ডীরূপে যাইব, আমি পূর্ব্বে ধবল ছিলাম, ইদানীং পীত হইয়াছি, আমার অন্তর ধবল আছে, খালি উপর কাল হইয়াছে, তোমরা আমায় ভক্তি পূর্ব্বক পূজা কর, তোমাদের মনোবাঞ্ছা যাহার যাহা থাকিবেক, তাহা আমি পূর্ণ করিব। আর আমি যেস্থানে উঠিয়াছি সেইস্থানে রাখিবে, অন্য স্থান করিবে না"। তোমরা এখন সকলে মা চণ্ডির পূজা কর, তিনি তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। নক্ড়ে, পাঁচকড়ে, জোরে ঢাঁক ঢোল বাজারে। ঢাঁক ঢোল বাজাতে বাজাতে ও লোকের মেলাতে প্রসিদ্ধ চণ্ডিতলা হইয়া গেল।

শিষ্য। চণ্ডিতলা না হয় হইল, পূজা না হয় হইল, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় কি করিয়া ?

গুরু। পুত্র, আমি চিন্তারহস্যতে ও প্রেমরহস্যতে অনেক বলিয়াছি, আচ্ছা, আবার সংক্ষেপে বলি শুন। বিশ্বাস না হইলে কার্য্য হয় না, কার্য্য না করিলে ফল পায় না, বিশ্বাস কর ফলও পাবে। প্রথমে গুরুজনের নিকট শুন ও শিখ, তৎপরে মনন্ কর, তৎপর কার্য্য কর, তদান্তর সাক্ষাৎ কর, অর্থাৎ ফল ভোগ কর। প্রায় দেড়

শত বৎসর গত হইল তারকনাথ নামে একটী প্রসিদ্ধ স্থান বাহির হইয়াছে, সেই স্থানে কোটী কোটী লোক উৎকট রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিতেছে, তিনি তো সর্ব্বস্থানে আছেন, তবে কেন তারকনাথে যাইলে দুঃসাধ্য রোগ আরাম হয়, অন্য স্থানে হয় না। পুত্র, মানসিক বল যাহা উৎকট রোগকে আরাম করে। বাবা তারকনাথ আমার রোগ নিশ্চয়ই আরাম করিবেন, এই যে দৃঢ় বিশ্বাস, তাহাতেই মানসিক বল বৃদ্ধি পায়, অন্য স্থানে সে বিশ্বাস কোথায়। আর দেখ পুত্র, একাহারে ক্রমান্বয়ে বাবা বাবা বলিয়া ডাকিয়া গণ্ডী দিতে দিতে বৈদ্যবাটী হইতে তারকনাথ যাওয়া কি কঠিন ব্যাপার। যাহার এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকিবেক যে, বাবার স্থানে যাইলেই আমার রোগ আরাম হইবে, সেই এই গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিবেক, বিশ্বাসে মানসিক বল কত বৃদ্ধি পায় দেখ।

যে রোগী ভুগে ভুগে জীর্ণ হইয়াছে, এমন কি দুই চারি হাত যাইতে কষ্ট বোধ করে, সেই রোগী বৈদ্যবাটী হইতে তারকনাথে গণ্ডী দিতে দিতে বিনা ক্লেশে অমৃতফল লাভ করিতেছে। দেখ পুত্র, যাহারা ঘুষ দিতে যায় কিম্বা ঘুষ পাঠাইয়া দেয় তাহাদের কিছুই হয় না, যদি হইত তাহা হইলে তারকনাথের পাণ্ডা জেলে যাইত না ও মৃত্যুমুখ দেখিত না। বাবা ঘুষ খান না, যে যার নিজের ভক্তিগুণে উদ্ধার হয়। যে রোগী বৈদ্যবাটী হইতে তারক-নাথ যাইতেছে, তাহার বিশ্বাস কত, বিশ্বাস ঢেউ বাড়িতে বাড়িতে ক্রমে ক্রমে এত বিশ্বাস ঢেউ উঠিল, যে বিশ্বাস ঢেউয়ের প্রলয়

উপস্থিত হইল। রোগীর বাহ্যিক পথকষ্ট ও গণ্ডী দেওয়ার কষ্ট ক্রমে ক্রমে লোপ হইল, যখন রোগী বাবার স্থানে পৌঁছছিল, তখন আনন্দের ঢেউ উঠিল। রোগী উপবাস করিয়া ধর্না দিল, অহোরাত্র "বাবা আসিয়া আরাম করিবেন" রোগী এই চিন্তাতে মগ্ন রহিল, যাহার চিন্তা এক হইল সে পূর্ণ আরাম হইল, যাহার নূন্যাধিক হইল তাহার সেই পরিমাণে ফল ফলিল, তন্ময় হইলে চারি ধারে বাবা দেখিল, এক মুহূর্ত্ত স্থায়ীতে রোগ আরাম, তন্ময়ে সর্ব্ব রোগ আরাম। যোগ না হইলে সত্য আসে না, যেমনি যোগ হইল অমনি সত্য আসিল, সত্য হইতে যাহা আসিল, তাহাও সত্য রহিল, যদি সত্য রহিল তার ফলও সত্য হইল। কোন রোগীকে স্বপ্ন হইল, যাহা তুমি সাম্‌নে দেখিবে, তাহাই ধরিয়া শিব গঙ্গাতে ডুব দিয়া উঠিয়া খাইবে। রোগী সাম্‌নে সর্প দেখিল, তৎক্ষণাৎ রোগী ধরিয়া শিবগঙ্গাতে ডুব দিয়া উঠিয়া দেখিল, রম্ভা, দেখ পুত্র, কি অদ্ভুত রহস্য। রোগীর যদি দৃঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি না থাকিত, তাহা হইলে এই কার্য্য করিতে পারিত না। এইটীর ছবি মহা-ভারতে জয়দ্রথ বধোপায়ে পাওয়া যায়।

ঋষি, যোগাভ্যাসী ও মুনিরা এই ভক্তি যোগের জন্য ব্যতিব্যস্ত, ইহার দরুণ এই পথের নাম যোগ বলিয়া কথিত হয়। যে ছাত্রের মনোযোগ পাঠে যত বেশী হইবে, সে তত বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নতি করিতে পারিবে, যে বিষয়ে যত মনোযোগ দিবে, সে বিষয়ে তত সিদ্ধি লাভ পাইবে। সে সর্ব্ব বিষয় জানে অর্থাৎ কোন বিষয় ভাল জানে না, একটী বিষয় চর্চ্চা না করিলে বড় হয় না,

বহু বিষয় চর্চ্চা করিলে একটীতেও বড়ত্ব লাভ করিতে পারে না। পুত্র, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় কি করিয়া জানিতে পারিলে।

শিষ্য। গুরুদেব হর কি একেবারে আর্য্য সভ্যতা ভারতে বিস্তার করিয়াছিলেন ?

গুরু। সভ্যতা একেবারে বিস্তার হয় না, পরে পরে বিস্তার হয়। ব্যাকল্‌স হিষ্টরি অফ্ সিভিলিজেসন্ ও গুজোজ্ হিষ্টরি অফ্ সিভিলিজেসন্ ও স্যার ওয়্যালটর্‌র স্কটের গ্র্যাণ্ড মাদারস্ টেল পড়িলে যেমন সুচারুরূপে ইংলণ্ডের, ফরাসির ও স্কট্‌লেণ্ডের সভ্যতা পরে পরে কি করিয়া বিস্তার হইয়াছে জানিতে পারা যায়, সেই রকম আপাততঃ আর্য্যদের কোন পুস্তক নাই, যাহাতে সুচারু-রূপে জানিতে পারা যায়। ম্যাকস্‌মূলার সাহেবের এন্সেণ্ট সংস্কৃত লিটারেচার পড়িলে অনেক ভাব সংগ্রহ হয়। স্যার উইলিয়ম্ জোন্স ও ওরিএন্‌টেল সিরিজ্ পড়িলে আর কিছু বেশী হয়। চণ্ডী, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ যাহা পূর্ব্বে আর্য্য সভ্যতার পুস্তক ছিল, কিন্তু এখন গোলমাল হইবার কারণ, দুই পা তুলিয়া গঙ্গা পার হইবার গল্পের মতন হইয়াছে। রামায়ণ মহাভারতের সহিত মিল নাই, মহাভারত পুরাণের সহিত মিল নাই, যদিও সমস্ত পুস্তকই সূর্য্যবংশ চরিত কহিতেছে।

মহাত্মা কালীদাস দিলিপের পুত্র রঘু ওরফে ভগিরথ, রঘুর পুত্র অজ, অজের পুত্র দশরথ, দশরথের পুত্র শ্রীরামচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন। মহাত্মা ভবভূতির বীর চরিত ও উত্তর চরিত অতি উৎ-কৃষ্ট পুস্তক হয়, এক খানিতে রামের বিবাহাবধি রাজ্যাভিষেক

পর্য্যন্ত, অপর খানিতে রাজা হওয়া অবধি সীতার মৃত্যু পর্য্যন্ত রাম চরিত বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু আজকালকার রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে যে কি গোলমাল ঘটিয়াছে, তাহা পাঠ করিলে জানা যায়। পুত্র, বোধ হয় মহাত্মা কালীদাস ও মহাত্মা ভবভূতির সময় রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ কোন বিকৃতি অবয়ব ধারণ করে নাই। মহাত্মা কালীদাস ও মহাত্মা ভবভূতি রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ হইতে রঘুবংশ, বীর চরিত ও উত্তর চরিত লিখিয়াছিলেন। মহানন্দাবিধি আর্য্য সভ্যতা ঠিক ছিল, আর্য্যদের বল লোপ হওয়াতে সঙ্গে সঙ্গে আর্য্যসভ্যতা ও লোপ হয়।

মহাত্মা রাম মোহন রায় বঙ্গদেশে যে মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা অতি উৎকৃষ্ট। মহাত্মা রাম মোহন রায় ধর্ম্ম প্রচার করেন নাই, তিনি ধর্ম্মের যে দর্শন ব্রহ্ম-এক তাহাই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গদেশে বেদান্ত ও উপনিষদ সাধারণের নিকট চলন ছিল না, তিনি নূতন ধর্ম্ম অর্থাৎ বঙ্গে খৃষ্টান্ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া, এবং ইংরাজী ভাষাজ্ঞদের ঐ ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়া দেখিয়া, তিনি সময়োচিত কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, যদি তিনি ব্রহ্মের চেলা বলিলেই হিন্দু রহিল, এইটী না জাহির করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, আর কতকগুলি বঙ্গের রত্ন খ্রীশ্চান্ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইত।

স্কন্দ কাটাতে ধর্ম্ম হয় না, মাথা থাকিলে ধর্ম্ম হয়। মহাত্মা কপিল একবাদী ছিলেন, কিন্তু তিনি প্রকৃতি পুরুষ অর্থাৎ হর গৌরী লইলেন, মহাত্মা বাল্মীকি একবাদী

ছিলেন, কিন্তু তিনি সীতারাম লইলেন। মহাত্মা ব্যাস একবাদী ছিলেন, কিন্তু তিনি রাধা কৃষ্ণ লইলেন। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য একবাদী ছিলেন, কিন্তু পুরাতন মহাদেব ও শক্তি লইলেন। তিনি সংসারীদের শাক্ত ব্যবহার ব্যবস্থা করিলেন, এবং বানপ্রস্থদের বৈষ্ণব ব্যবহার ব্যবস্থা করিলেন, অর্থাৎ একটীতে পঞ্চমকার বর্জ্জিত, অপরটীতে পঞ্চমকার গ্রহণ ব্যবস্থা দিলেন। **ব্রহ্ম-এক** সকলকার নিকট এক হয়। **ব্রহ্ম-এক** কাহারই চিহ্নিত বাপ দাদা নন, আবার সকলকারই বাপ দাদা হন। হর, বুদ্ধ, মহম্মদ, ক্রাইষ্ট চিহ্নিত-প্যারটিকিউলার বাপ দাদা হন, অর্থাৎ শৈবের হর-শিব, বৌদ্ধের-বুদ্ধ, মুসলমানের মহম্মদ, খ্রীশ্চানের খ্রাইষ্ট।

মহাত্মা রাম মোহন রায়, বোধ হয়, গুরুতর সময়ের কারণ কিম্বা মনেতে না আসিবার কারণ, যাহাতেই হউক, তিনি মাথা লন নি, ইহার কারণ দিন দিন গুনতিতে মাথা কম হইতেছে। যদি তিনি মাথা লইতেন, তাহা হইলে আজ অনেক মাথা হইত। মহাত্মার চেলারা যদি মহাত্মা রাম মোহনকে মাথা করিতেন অর্থাৎ মহাত্মার নাম লইতেন, তাহা হইলে কোন বালাই ছিল না, এবং মহাত্মাও প্রকৃত মাথা হইতেন। আকার না হইলে ধর্ম্ম হয় না, নিরাকারের ধর্ম্ম কোথা ?

মহাত্মার চেলারা অত্যন্ত উন্নতিশীল, ইহার কারণ অত্যন্ত অন্তরে লাগে, যদি চেলারা মহাত্মার নাম লইয়া একবাদী হন, কিম্বা শৈব হইয়া একবাদী হন, তাহা হইলে

সব ঠিক হইয়া যায়, যথা একবাদী খ্রীশ্চান্, একবাদী বৌদ্ধ, একবাদী মুসলমান্। একবাদী হিন্দু বলিলে দোষ হইত না, যদি হিন্দু বলিয়া একটী লোক থাকিত, হিন্দু রংকে বুঝায় আর কিছুই নয়। মহাত্মা দয়ানন্দের চেলারা আর্য্য নাম লইয়াছে, আর্য্য ধর্ম্মকে বুঝায় না, আর্য্য স্থানকে বুঝায়, যেমন বিলাত বলিলে ধর্ম্ম বুঝায় না, স্থানকে বুঝায়। মহাত্মা দয়ানন্দও বেদান্ত এবং উপনিষদের মত প্রচার করিয়াছেন, উহার চেলারাও অত্যন্ত উন্নতিশীল ব্যক্তি। যদি এই সকল ব্যক্তি একবাদী হইয়া শৈব নাম লন, অর্থাৎ একবাদী শৈব হন, তাহা হইলে আর এক শ্রী হয়, এবং মাথা নাই তার মাথা ব্যথা মতটী লোপ হয়। মহাত্মা লুথার, মহাত্মা কল্‌ভিন্, মহাত্মা নক্‌স্ খ্রীশ্চান ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিয়াছেন, যদি মহাত্মা রাম মোহন রায়ের ও মহাত্মা দয়ানন্দের শিষ্যেরা শৈব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া একবাদী হন, অর্থাৎ এক বাদী শৈব হন, তাহা হইলে ভারতবর্ষের শৈব ধর্ম্মও বোধ হয় পঞ্চাশ বৎসরের ভিতর সেরূপ উন্নতি লাভ করিতে পারে, কারণ গোড়া ঠিক না রাখিলে কোন কার্য্য হয় না।

সত্যনারায়ণের পূজাবিধি আজকাল চলিতেছে, এটী যে সত্য-পীর হইতে লওয়া হইয়াছে তাহার ভুল নাই, কিন্তু কেহ কেহ বলে, সত্যনারায়ণ হইতে সত্যপীর লওয়া হইয়াছে, যাহাই হউক, পাঠকেরা বিবেচনা করিবেন। সত্যনারায়ণের সিন্নির কথাটী ও সিন্নিতে যে দ্রব্য ব্যবহার হয়, তাহা আর্য্যদের অন্য কোন পূজাতে ব্যবহার নাই, এবং যে মন্ত্র ব্যবহার হয় তাহা উর্দ্দু হিন্দি মিশ্রিত। স্কন্দপুরাণে উর্দ্দু

বুলি আসে কি করে, যখন আকবর বাদসা ক্যাম্প্ ব্যবহারের দরুন্ উর্দ্দু বুলি প্রথম প্রচলন করেন, ইহার কারণ অদ্যাবধি উর্দ্দু ভাষাকে ক্যাম্প্ ল্যাঙ্গয়েজ কহে। যাহারা সত্যনারায়ণের পূজা বাটীতে করিয়াছে, তাহারা জানিতে পারে, যতদূর বলা হইল কত দূর সত্য। পুত্র, স্কন্দপুরাণে উর্দ্দু বুলি আছে এটী যেন মনে করা না হয়, যাহা ব্যবহারে আছে তাহাই বলা হইল, স্কন্দপুরাণে "কেচিৎ কলৌ বদিষ্যন্তি সত্যপীরং"। বাদসার হুকুম ছিল সকল প্রজা মহরম্ ধর্ম্মজ্ঞানে প্রতিপালন করিবে, এবং আজ পর্য্যন্ত পশ্চিমের অনেক হিন্দু প্রতিপালন করিয়া থাকে।

কোন সময়ে একজন হিন্দু গঙ্গা স্নান করিয়া আসিতেছিল, এমন সময় মহরম যাত্রা জাঁক জমক পূর্ব্বক সাম্‌নে পড়িল, হিন্দু কি করে, তাহা না হইলে উৎপীড়ন হইবে, এই ভয়ে যোগ দিল, সকলে হোসেন হোসেন বলিয়া বুক্ চাপ্ড়াইতেছে, হিন্দু উহা না বলিয়া "যখন যেমন তখন তেমন" বলিয়া বুক্ চাপ্ড়াইতে লাগিল, সত্যপীরও এই রকমে সত্যনারায়ণ হইয়াছে তাহার আর কোন ভুল নাই। যদি সাধারণ পাঠটা ঠিক্ রাখিত তাহা হইলে আর কোন বালাই ছিল না। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের যেমন মীমাংসা হইবার কোন উপায় নাই, সত্যনারায়ণের ও সেই রকম হইত।

শিষ্য। গুরুদেব! যদি রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ ঠিক করিতে পারিল, কেননা সত্যনারায়ণের পুঁথি ঠিক হইল।

গুরু। যখন সত্যপীর সত্যনারায়ণ হইয়াছে, তখন সংস্কৃতজ্ঞ লোকের অভাব ছিল, দুই একটী থাকিতে পারে, কিন্তু চারি ধারে

মূর্খের হাতপড়াতে ও কম দিনের ব্যাপার হওয়াতে ও মুসলমান রাজার নজর থাকাতে বড় কিছুই কেহ করিতে পারে নাই।

শিষ্য। এখন করিতে পারে।

গুরু। দুই একটী মনে করিলে পারে, কিন্তু সব মূর্খেরা গোলমাল করিয়া উঠিবে, এবং উহারা বলিবেক "কি বেদব্যাস আসিয়াছে, যাহা বেদব্যাস পূর্ব্বে করিয়া গিয়াছেন, তাহা উল্টাইতে চেষ্টা করিতেছে। কুষ্মাণ্ডের জ্বালায় জ্বালাতন, ধর্ম্ম লোপ করিতে বসিয়াছে"। মূর্খের দল বেশী, মূর্খেরা যাহা বলিবে তাহাই হইবে।

শিষ্য। বেদব্যাসের সময় উর্দ্দু ভাষা ছিল না ইহাত বলিতে পারে।

গুরু। সকলে বলিবে "বেদব্যাস নারায়ণ, তিনি কিনা জানেন, তিনি এত বড় মহাভারত ও এতগুলি পুরাণ ও বেদান্ত প্রস্তুত করিতে পারিলেন, তিনি কি আর উর্দ্দু জানিতেন না, যাহা মুটে, মজুর, গাড়োয়ান ও সহিস্‌ জানে। ছয় মাস পড়িলে যে ভাষাতে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করা যায়, সেটা কি ভাষার ভিতর ধর্ত্তব্য নাকি, আমাদের দেব ভাষা, যাহা অনন্ত কাল পড়িলেও কিছুই জানিবার যো নাই। বেদব্যাস সেই ভাষাকে করতলস্থ করিয়াছিলেন, তুমি কি এক পাত পড়ে বেদব্যাসকে মূর্খ বলিতে চাও, তুমি পাষণ্ড, তুমি নাস্তিক, তোমার কথা শুনিলে পাপ হয়।" পুত্র, কোথাকার জল কোথাগেল দেখ, তুমি বল দেখি উহার ভিতর প্রকৃত ভক্ত কে।

শিষ্য। যাহারা বেদব্যাসের গুণ গাইল।

গুরু। তুমিও যে মদ্দা ছাগল দুহিলে।

শিষ্য। কেন?

গুরু। বেদব্যাসের সময় যে উর্দ্দু ভাষা ছিলনা, এইটীকি একবার মাথায় গেলনা, বেদব্যাস যে বড়, তাহা তুমি আর আমি কি বলিব, যখন বেদব্যাসকে মহৎ লোক সমস্ত জগৎ বলিতেছে। বেদব্যাসকে প্রকৃত ভক্তি যত সে করিবে, তত উহারা করিবে না, বরং বেদব্যাসের সৎরংকে অসৎরং করিবে। হনুমান বলিলে দশহাত লেজ বুঝায় কি না বল দেখি?

শিষ্য। হাঁ।

গুরু। হনুমান্ বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় সীতার সহিত অশোক বনে কথা কহিয়াছিল, সেটী কি স্মরণ হয় না, যদি কেহ হনুমান্‌কে বিদ্বান্, জ্ঞানবান্, বলবান্ ও বুদ্ধিমান্ মনুষ্য বলে, তাহা হইলে সকলে তাহার উপর রাগ করিবে কি না?

শিষ্য। হাঁ।

গুরু। দেখ পুত্র, মুখ পোঁড়া না হইলে মুখ পোঁড়ার সহিত পিরীত হয় না। আজ কাল সকলের মুখ পোঁড়া, ইহার কারণ লেজওয়ালা মুখ পোঁড়ার সহিত পিরীত বেশী। শ্রীরামচন্দ্র স্সাক্ষাৎ ঈশ্বর ছিলেন, তিনি যাহার হনু সকলকার অপেক্ষা বড় ছিল সেই হনুমান্‌কে ভাল বাসিয়াছিলেন। হনুমান্ সর্ব্বগুণে ভূষিত ছিল, মানবের যতগুলি গুণের প্রয়োজন প্রায় সমস্তই হনুমানে ছিল, যাহা বলিলাম কেহই বিশ্বাস করিবে না, কারণ কুসংস্কার কুলোকের সহিত থাকিলে যাইতে পারে না।

স্তেনেকা ওয়েষ্টারন ওয়ার্ল্ডের পাঠক ছিলেন, যেমন সৌতি ইষ্টারণ ওয়ার্ল্ডের পাঠক ছিলেন। আজকালকার বেদীর উপরের পাঠক দেখনা, সংস্কৃতের স জানে না, এমনকি দেব নাগর অক্ষরও জানে না, বাঙ্গালা অক্ষরের পুঁথি পাঠ করে, কি পাঠ করিতেছে তাহাও কিছু জানে না, আর যে ধারক হয় সে আর কিছু উচ্চ হয়, কারণ বাটীর পুরোহিত না হয় রস্থয়ে বামন, না হয় ম্যাঞ্চেষ্টারের গুলিসুতা, চারি গণ্ডার বেশীত আর রোজ দিবে না। শ্রোতা আরও উৎকৃষ্ট, দশহাত কাপড়ে ন্যাংটা, শোন নুড়ি দাঁত পড়া, শ্রবন শক্তি রহিত, গঙ্গা পানে পা করাইলে হয়। পাঠক, ধারক ও শ্রোতা কুমার টুলীর সং বই আর কিছুই নয়, সংটা নড়ে চড়ে না, ইহারা নড়ে চড়ে। গরিবের কিছু পয়সা হইলেই একবার দুর্গোৎসব করা চাই, আবার সঙ্গে সঙ্গে এটীও বলা চাই, কিহে পুরোহিত, এবার মা কিসে আসিবেন ?

পুরোহিত বলিলেন, ঘোঁড়াতে।

বাবু হাঁসিয়া উত্তর করিল। তবে কি আস্তাবল থেকে ঘোঁড়া নিয়ে যাবে।

পুত্র, রং তামাসা দেখ, যদি কেহ হনুমানের লেজ নাই বলিল, ধারক, শ্রোতা, ও বাবু সকলেই পাঠককে এই মারেত এই মারে, সকলেই উহাকে নাস্তিক ও পাষণ্ড বলিল, এবং ঐ ব্যক্তি ঐ সময়ে তাহাই হইল, কারণ নই কি এঁড়ে জ্ঞান নাই, যদি থাকিত তবে অপযশের পাত্র হইত, যশের পাত্র হইতে পারিত না।

চণ্ডী পুস্তকটি ঠিক আছে, কারণ কোন দেশের পুস্তকের সহিত

অন্য কোন দেশের পুস্তকের পাঠান্তর নাই, আর কোন বেহিসাবী কথা বার্ত্তা নাই। চণ্ডীর যা সার অর্গল, কীলক ও কবচ, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, সে অংশটি পাঠকেরা পাঠ করে না, কারণ জ্ঞান ও বিজ্ঞান পাঠকেরা নিজে বুঝে না ও শ্রোতাবর্গকে বুঝাইয়া দেয় না। অর্গল, কীলক ও কবচ আর কিছুই নয়, খালি জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উপায়, অর্থাৎ যাহা দ্বারা মানব মহা বিপদ্ হইতে উদ্ধার হইতে পারে। পুত্র, ঠিক বলিলে সর্ব্বনাশ, অঠিক বলিলে সর্ব্ব-সাৎ, তোমার যেটী ভাল লাগে সেটী কর, তাহাতে কোন বাধা নাই। কারণ গাধা পিটেও কালে ঘোড়া হইতে পারে, কিন্তু গাধার নীচে যা তাতে আর কিছুই হইতে পারে না।

পুত্র, কাদা মাটীটা দেখ, দশমীর সকালবেলা রক্ত ও কাদা মেখে আনন্দের অবধি থাকে না। এমন কি পূর্ব্বে কোন বাটীতে গুরু বলি হইয়া গিয়াছে। মম্‌বাতী মম্‌বাতীই মাখা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আনন্দটা কিসের জন্য করা, সেইটা বলিলেই সর্ব্ব-নাশ উপস্থিত হয়। শ্যামা মা মহিষাশুর বধ করিলে, তাঁহার সৈন্য সামন্তেরা মহিষাশুরের রক্ত কাদা মাখা দেহ লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে নৃত্য করিয়া ছিল, কারণ মহিষাশুর বধে যুদ্ধের অবসান হয়। আজ-কালকার যুদ্ধে এইরূপ ব্যবহার নাই। শ্যামা মা যদি নিরাকারা হইয়া থাকিতেন, আজ কি তাঁহার এই পূজা হইত।

সুরত রাজা বাসন্তী পূজা করিতেন, পুত্র, এখন প্রায় সকলেই শারদীয়া পূজা করিয়া থাকে, কারণ শ্রীরামচন্দ্র অসময়ে ষষ্টাদি কল্পের দ্বারা মাকে বোধন করিয়াছিলেন, মা তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া

শ্রীরামচন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করেন, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক, শ্রীরামচন্দ্রেরও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা রাবণ বধ হইল, এবং ভারতবাসীও রাক্ষসরাজ রাবণের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইল। পুত্র, শ্রীরামচন্দ্র যদি নিরাকার হইয়া থাকিতেন, ও সাকার হইয়া না রাবণ বধ করিতেন, তাহা হইলে কি শারদীয়া পূজা হইত। আর দেখ পুত্র, নর নারায়ণ যদি কুরুক্ষেত্রের ক্ষেত্র না পাইতেন খালি নিরাকার হইয়া থাকিতেন, তাহা হইলে আজ কেহ কি পূজা করিত, বোধ হয় বলিবে না, তবে কেন ঠিকের আদর না হইয়া অঠিকের আদর এত বেশী হয়।

চণ্ডী, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ খালি শ্যামা মার, শ্রীরাম চন্দ্রের ও নরনারায়ণের জীবন চরিত বৈ আর কিছুই নয়। মধ্যে মধ্যে জ্ঞানের ছড়াও আছে, সেটা কেবল লেখকের বিদ্যার পরিচয় বৈ আর কিছুই নয়, কারণ জ্ঞান ও ক্রিয়াকে লেখকেরা একত্রে দেখাইয়াছেন।

যাহা নাই চণ্ডীতে তাহা নাই গণ্ডিতে। যাহা নাই রামায়ণে তাহা নাই প্রাণায়ামে। যাহা নাই মহাভারতে তাহা নাই ভূভারতে, যাহা নাই পুরাণে, তাহা নাই পুরাতনে। পুত্র. এই সব পুস্তকে ঝোড় ঝাড় হইয়াছে, যদি মাথা পরিষ্কার করিয়া ঝোড় ঝাড় সাপ্ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পার, তাহা হইলে ঐহিক ও পারত্রিক উভয়েরই অমৃত ফল লাভ করিতে পার, আর তাহা না হইলে ঢেঁকীর কচ্‌কচ্‌নীতে গরুর লেজ ধরে দুই পা তুলে গঙ্গা

পায় হইবে, অর্থাৎ ইহকালে দুর্দ্দশা আর পরকাল যদি থাকে তাহাতেও দুর্দ্দশা, কারণ ইহকালের ফল পরকাল ভোগ করে। গত, ইহ ও পরকালের মীমাংসা চিন্তা-রহস্যতে সম্পূর্ণরূপে করা হইয়াছে। পুত্র, তুমি কি চিন্তা-রহস্য পড় নাই।

শিষ্য। পড়েছি, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারি নাই, আর গুরু-দেব, ঘরে না ঢুকিতেই ধাক্কা।

গুরু। বুঝিছি, বুঝিছি, " যাহা কিছু পাবেনা বৈকুণ্ঠ কৈলা-সেতে, তাহা পাবে, পাবে পাবে, মিত্রোকসেতে," কেমন পুত্র এই ধাক্কা কিনা ?

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ।

গুরু। বৈকুণ্ঠ ও কৈলাস ক্রিয়াকাণ্ডের স্থান হয়, যাহা ক্রিয়া কাণ্ডতে পাবেনা, তাহা মিত্রোকসেতে পাবে, অর্থাৎ জ্ঞান কাণ্ডতে পাবে, মিত্র অর্থ সূর্য্য, সূর্য্য অর্থ আলোক, আলোক অর্থ জ্ঞান। পাবে. পাবে, একধারে নিশ্চয়কে ঠিক করিতেছে, অপর ধারে পাব্ অর্থ গাঁইট্ গাঁইটে গাঁইটে অর্থাৎ বহু কষ্টতে পাবে।

দুই পয়সা দেবতাকে প্রণামী অর্থাৎ ঘুষ্ দিলে পাবেনা, গুলি সুতাকে, গেরুয়াকে, টিকীদাস বাবাজীকে ফলার, হবিষ্যান্ন, ও মালসাভোগ দিলে পাবেনা, নিজে বহুকষ্ট স্বীকার করিলে পাইবে। চিন্তা-রহস্য ক্রিয়া ও জ্ঞানকাণ্ড ব্যতীত আর কিছুই নয়, প্রেম-রহস্যটী ভক্তিকাণ্ড ব্যতীত আর কিছুই নয়, কথোপকথোন রহস্যটী ক্রিয়া-কাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও ভক্তিকাণ্ডের দ্যোতক ব্যতীত আর

কিছুই নয়। জ্ঞানের আদর কর, অজ্ঞানের অনাদর কর। পুত্র, একটী বড় মজার কথা শুন ঃ—

গুলিসুতা, গেরীমাটী ও ডোরকপীন আসিয়া বলিল, এই জগৎ কিছুই নয়, সমস্তই অনিত্য, পূণ্য কর, দান কর, কিছুই সঙ্গে যাবে না, বাটীওয়ালা কি করে, ভয়ে অস্থির হইয়া ঘটী, বাটী, বান্ধা দিয়া উহাদিগকে পুষণ করিল। উহারা দলে গিয়া আমোদ লুটিতে লাগিল, খাস গল্পের ছলে বলিতে লাগিল, আজকে ভাই বড় দিনটা ভাল, কার মুখ দেখে উঠেছি বল্‌তে পারি না, যাবার মাত্রেই বাটীর কর্ত্তা গোলাম। আমি খুব গম্ভীর হয়ে বুক্‌নি ঝাড়্‌তে লাগ্‌লুম, কর্ত্তাও ভয়ে অস্থির, পায়ে লুটাপুটী, অন্দরে হুজুক গেল, তারা ত একে চায় আরে পায়, গিন্নী ঘুম্‌টা টেনে গলায় অঞ্চল দিয়া এসে, টিপ্‌ করে একটা গড় কল্লে, আমি কর্ত্তাকে বল্‌লুম, দেখ, তোমার এই গৃহলক্ষ্মী হইতে যত কিছু সুখ, আমি যোগবলে জানিলাম। আচ্ছা মা, তোমার একবার হাত্‌টা দেখি, সে অম্‌নি শশব্যস্ত হয়ে হাতটা বার করে দিলে, আমি তার কাছ থেকেই সব পেটের কথা বার করে নিলুম, তখন আরও ফুর্ত্তি হল, অনেক বল্‌তে লাগ্‌লুম্, এমন মিষমেরাইজ্‌ হইয়া গেল, যে মুখ দিয়ে রক্ত উঠা কড়ি, গড়্‌ গড়্‌ করে বের হতে লাগ্‌ল।

আর একজন বলিল, মক্কেলটাকে বলনা হে।

তুমি আমার চেয়ে চালাক্‌ কি না, তুমি গিয়ে আবার সেখানে খুব্‌ জমাট্‌ দেও, কিন্তু এমন করেছি যে, আর কেহ গিয়ে কল্‌কে

পাবে না। তাদের দরুণ একবার কালীঘাটে যেতে হবে, তা না হলে রগড়্টা ভাল করে হবে না।

দেখ পুত্র, এই রক্ত উঠা কড়ি ঝন্ ঝন্ করে পড়ে যাচ্ছে, আর হিড়্ হিড়্ করে স্বর্গে উঠে যাচ্ছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এইটা আক্কেল হয় না যে, "এই জগৎ কিছুই নয়, সমস্তই অনিত্য, পুণ্য কর, দান কর, কিছুই সঙ্গে যাবে না," গুলিসুতা, গেঁড়িমাটী, ডোর কপীন্ ঠিক যা বল্ছে, তার সব্ উল্টা কচ্ছে, কারণ তারতো এক পয়সা দেয় না, তোমার বাপ, মা মরিলে দাও, উহাদের মরিলেও দাও, তোমার সন্তান সন্ততির বিবাহে দাও, উহাদের সন্তান সন্ততির বিবাহে দাও, তোমার কোন কার্য্য উপলক্ষ হইলে দাও, উহাদের কোন কার্য্য হইলেও দাও, অর্থাৎ তুমি দিতে থাক, সে মজা করে খেতে থাকুক। কেন রে বাপু, যদি স্বর্গে যেতে এত ধুম পড়ে থাকে, সমস্ত কড়িগুলি গলায় বেন্ধে গঙ্গাতে স্বশরীরে স্বর্গে গেলেইতো হয়, মরে ভূত হয়ে আরত যেতে হয় না। দেখ পুত্র, প্রায় বিশলক্ষ টাকা প্রত্যেক বৎসর অপব্যয় হইতেছে, এজুকেটেড্ বেগরেরা তার কিছুই খপর লয় না, খালি রাজনীতি, রাজনীতি করে অস্থির।

শিষ্য। দেবালয়ে যে এত টাকা পড়ে এটা ভাল না মন্দ।

গুরু। খুব ভাল, যদি পাব্লিক্ টাকা, পাব্লিক্ পার্পাশে ব্যবহার হয়, এখন পাব্লিক্ টাকা, ইন্ডিভিজুয়াল পার্পাশে ব্যবহার হয়, ইহার কারণ পাণ্ডা, অধিকারী, পূজারী ও সেবাইতরা

গোকুলের ষাঁড়ের মতন গোষ্ঠে ঘুরে বেড়ায়, যাহাদের দ্বারায় জগতের কোন কার্য্য হয় না।

শিষ্য। কেন, পুত্রের জন্ম ত অধিক হয়।

গুরু। পোঁকা মাকড়ে কোন কার্য্য হয় না। সিংহেরা বার বৎসর অন্তর সন্তান প্রসব করে, তা বলে কি বিড়াল সিংহের থেকে বড় হয়, এজুকেটেড্ বেগরেরা যদি এটীতে মাথা ঘামায় তাহা হইলে অনেক উপকার হয়, বিশ লক্ষ টাকা ভাঁড়ে, রাঁড়ে ও শূকর পেটে যায় না। ডিস্‌পেন্‌সারি, হস্‌পিটাল, স্কুল, কলেজ, রাস্থা, ঘাট, পুকুর ও ধর্ম্মমন্দির হইতে পারে, যাহাতে দেশের অনেক মঙ্গল সম্ভাবনা, এবং দুর্ভিক্ষের সময় অন্নছত্র খুলিতে পারে, কিন্তু পুত্র, অনেক ষাঁড় ক্ষেপে উঠিবে, এজুকেটেড্ বেগরেরা যদি গুতুনি সহিতে পারে, তবে অবশ্য ফল ফলিতে পারে। একবার হতাশ হইলে আবার নূতন বলের সহিত চেষ্টা করা উচিত, তাতেও নৈরাশ হইলে পুনঃপুনঃ চেষ্টা করা বিধেয়। এজুকেটেড্ বেগরেরা যেন ফুল বিল্বপত্র পাইয়া ষাঁড়ের বন্ধু হইয়া না ভুলিয়া যায়, তাহা হইলে দলাদলী চলিবে, কার্য্য সিদ্ধি হইবে না। যত পাব্‌লিক্ প্লেস্ অফ্ ওয়ারসিপ্ আছে ও এণ্ডাউমেণ্ট ফণ্ড আছে, সমস্তই নেটিভ্ কমিটীর দ্বারা চালিত হওয়া উচিত। মিউনিসিপ্যাল্ কমিশনারের ভোটের দ্বারায় কমিশনার হইতে মেম্বর নির্ব্বাচন যুক্তিসিদ্ধ, মেম্বরের ভোটের দ্বারায় সভাপতির আসন ঠিক হইবে ও প্রত্যেক ৪ বৎসর অন্তর হওয়া ঠিক রহিল।

শিষ্য। আপনি এজুকেটেড্ বেগর্ বলিলেন কেন?

গুরু। পুত্র, বেগর্ অর্থ ভিখারী, অভাব না হইলে ভিক্ষা করে না, যাহার অভাব আছে, সেই ভিখারী, এজুকেটেড্ লোকের সমস্তই অভাব। দুইটী ঘিয়ে ভাজা ঘোড়া ও ছড়্ ছড়ে গাড়ি, ওএষকোট বাড়ী ও খানসামার দাড়ি, তেলাপোঁকা চাঁপকান ও পকেট ফুল ওয়ার্ড, ইহাতে পুত্র, অভাব কি গিয়াছে। দেখনা, পেটের জন্য হাহা করে বেড়াচ্ছে, ধনের জন্য হাহা করে ঘুরচে, মাথার ভিতর কত রকম পলেসি বোঁ বোঁ করে খেলাচ্ছে, পলিটি-ক্যাল্ ওয়ারল্ডের ডালে ডালে লাফাচ্ছে, যদি সমস্ততেই হাঁ করে আছে, তা হইলে সমস্ততেই অভাব আছে, সেজন্য পুত্র, আমি এডুকেটেড্ বেগর বলিয়াছি।

শিষ্য। কেন সমস্ততে হাঁ করে থাকে।

গুরু। সাউণ্ড নয়, তাহলে তলিয়া যাইত, তলাইলে আর কুপথগামী হয় না, অর্থাৎ স্থলের জানোয়ার স্থলে থাকিত, জলের জানোয়ার জলে থাকিত, উভয় চর উভয় স্থানে থাকিত, বামন হইয়া চাঁদে হাত দিত না।

শিষ্য। জলে না নামিলেত সাঁতার শিখে না।

গুরু। ডুব্ জলের বেশী যাইলে স্বর্গে গিয়া শিখিতে হয়, আর তাহা না হইলে হাঁপানি চোঁপানি খাইয়া অজ্ঞান হইয়া দুকূল হারাইয়া জলের কৃপাবশতঃ মুর্দ্দারের মতন ফিরে আসিতে হয়, পুত্র, সম্ভমপর সমস্তই ভাল, অসম্ভব কিছুই ভাল নয়। এণ্ডাউ-মেণ্ট ফণ্ড ও পাব্লিক প্লেশ অফ্ ওয়ারসিপের টাকা, যদি বৎস্য, সুচারু রূপে ব্যবহার হয়, তাহা হইলে দেশের যে কত উপকার

হয়, তাহা সহস্র মুখ হইলেও বলিতে পারা যায় না। প্রথমত এণ্ডাউয়ীর নাম চিরস্মরণীয় হয়, এবং যে পার্পাশে এণ্ডাউই এণ্ডাউমেণ্ট ফণ্ড করিয়াছিলেন তাহাও স্বার্থক হয়। বংশের দরুণ, দশজনের উপকারের দরুণ, কিম্বা ভক্তির দরুণ, যে অভিপ্রায় হউক না কেন, সমস্ত অভিপ্রায়ই ঠিক সার্ভ করা হয়; আর এণ্ডাউমেণ্ট ফণ্ড ও পাব্লিক প্লেস অফ্ ওয়ারসিপের টাকা গুলি অপব্যয় হয় না। আইনের যে ম্যাচকা ফের হইয়াছে, এণ্ডাউ-মেণ্ট কব্ ওএব্ন্যেস্ট টিকে না। আমাদের দেশে ইনডিভি-জুয়াল স্বার্থপর অত্যন্ত বেশী, দেশের কীর্ত্তি কিসে থাকে ইহা কেহ চেষ্টা করে না। ফিশ্ এণ্ড লোভশ্ অফ্ পাবলিক আফিসের দরুণ যে রকম চেষ্টা করা হয়, তাহার শতাংশের একাং-শও যদি দেশের পুরাতন কীর্ত্তি রক্ষার দরুণ চেষ্টা করা হয়, তাহাহইলে যে পুরাতন বংশের কি উপকার করা হয়, তাহা বলিয়া জানাইতে পারা যায় না, এবং নূতন কীর্ত্তি যাহারা করিবেক, তাহাদের ও কি উপকার হইবে বলিয়া জানাইতে পারা যায় না।

"সাঁত রাঁড় এক এণ্ড সকলে বলে আমার মতন হইও।" পুত্র, দুর্দ্দশা করিতে সময় লাগে না, সুদশা করা বড় সুকঠিন। দেড় শত বৎসরের ভিতর কত জন্মিয়াছে ও মরিয়াছে, কিন্তু পুরাতন বংশের আদি পুরুষের মতন কয়টী হইয়াছে। পয়সা রোজগারের সুবিধা সর্ব্ব সময় হয় না, এক রাজার হস্ত হইতে অপর রাজার হস্তে যাইবার সময়, কিম্বা প্রথম সেটেলমেণ্টের সময় যত পয়সা রোজগার হয়, তত পরে হয় না, যদি এই পয়সা রক্ষা করিবার চেষ্টা

মানী ও গুণীরা না করিবেন তবে আর করে কে, তাহাদের বিদ্যা ও বুদ্ধির পরিচয় কি হইল, নিজের খাওয়া, সেত শৃগাল কুকুরেও খায়, অতএব, পুরাতন বংশের টাকা, পাব্‌লিক্ প্লেস্ অফ্ ওয়ার-সিপের টাকা, এণ্ডাউমেণ্ট ফণ্ডের টাকা দেশের গুণী ও মানীদের সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা বিধেয়।

শিষ্য। আরম্‌স্ এক্ট ও হ্যায়ার এডুকেশন ভাল না মন্দ।

গুরু। দুইটী অত্যন্ত ভাল। গর্ব্ভ শুনিতে ও দেখিতে ভাল, যদি সুচারু রকমে গর্ব্ভস্থিত শিশু নির্গত হয়, আর তাহা না হইলে গর্ব্ভবতীর প্রাণ যাওয়া সম্ভাবনা। আরম্‌সের ব্যবহার জানিলে অত্যন্ত ভাল, আর না জানিলে মহা বিপদ। পরাধীন লোকের মতি অত্যন্ত চঞ্চল, চঞ্চলের দরুণ স্থির বুদ্ধির অভাব হয়, স্থির বুদ্ধির অভাব হইলে রাগ বৃদ্ধি পায়, রাগী হইলে সৎ বুদ্ধির লোপ হয়, সৎ বুদ্ধির লোপ হইলেই অসৎ কার্য্য বৃদ্ধি পায়। স্ত্রীলোক সৎ যতক্ষণ সতী, স্ত্রীলোক অসৎ যখন অসতী, কিন্তু স্ত্রীলোক অসৎ নয়। ফ্যায়ার্ আরম্‌স্ ভাল স্বাধীনের নিকট, ফ্যায়ার্ আরম্‌স মন্দ পরাধীনের নিকট, ফ্যায়ার্ আরম্‌স্ মন্দ নয়। যাহাদের মাথা স্থির আছে, তাহারা ফ্যায়ার্ আরম্‌স্ ব্যবহার করিবার পাত্র হন, আর যাহাদের মাথা অস্থির তাহাদের ফ্যায়ার্ আরম্‌স্ ব্যবহার করা যুক্তিসিদ্ধ নয়। পুত্র, একটী গল্প বলি শুনঃ—

কোন স্বাধীন লোক পূর্ব্ব দিন যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের অসংখ্য মাথা নষ্ট করিয়াছিলেন। পরদিন বাড়ীতে আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, স্ত্রী উপপতির সহিত সহবাস করিতেছে।

স্বাধীন লোক পঞ্চ হাতিয়ালে সুসজ্জিত ছিলেন, কিন্তু স্বাধীন লোকের ধৈর্য্যগুণ এত বেশী যে, তিনি উভয়কে কিছু না বলিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলেন। তিনি একজন প্রধান রাজপুরুষ ছিলেন, পাছে অস্ত্রের কুব্যবহার হয়, এবং আইনের বর্হিভূত কার্য্য করা হয়, কারণ তিনি অস্ত্রের রক্ষক ও আইনের কর্ত্তা, এই ভয়ে তিনি ধৈর্য্যগুণের আশ্রয় লইলেন।

পুত্র, একটী পরাধীন লোক পূর্ব্বদিন ঘরের ভিতর ইঁন্দুর নড়াতে, ভয়ে ক্ষেপীর বুকের কতুর ভিতর মুখ লুকাইয়া, কপট নিদ্রা দিয়া খুব জোরে নাক ডাকাইতে লাগিল, পরদিন তার রাখিত বেশ্যা আমোদিনীর বাড়ীতে ঢুকিয়া দেখিল, আমোদিনী অন্য পুরুষের সহিত বাক্যালাপ করিতেছে। তাহারা হঠাৎ উহাকে সাম্নে দেখিয়া উভয়েই জড়সড় হইয়া অস্থির হইল, কিন্তু বাবুটী বাঘের মতন ভেল্কী দেখাইয়া দেপিট্টান্ দিল, পরাধীন লোকটীর আরও জোর বাড়িল, বাক্য যুদ্ধ চলিল, তারপর পিটাপিটী সুরু হইল, পরাধীন লোকটীর এত রাগ বাড়িল যে, আর অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া, ভাঁড়ার ঘর হইতে বটী আনিয়া আমোদিনীকে পাষণ্ডের মতন আমোদ করিয়া হত্যা করিল, পরে নিজেও ফাঁশিকাষ্ঠে প্রাণ হারাইল।

পুত্র, স্বাধীন ও পরাধীনের ধৈর্য্যগুণ্ দেখিলে, অতএব অত্যন্ত ধৈর্য্যশালী না হইলে, অস্ত্র ব্যবহারের উপযুক্ত পাত্র হইতে পারে না। ভারতবর্ষে আরম্‌স এক্ট যত ইষ্ট্রিক্ট্ হইবে, ততই ভারতবাসীর মঙ্গল জানিবে। শ্যামবাজার ও টালার ও কলিকাতার রাওটারদের হাতে যদি ফ্যায়ার আরম্‌স থাকিত, তাহাহইলে কত লোকের প্রাণ

নষ্ট হইত। টালাতে হয় ডিন্ ডিন্, বাবু বাড়ীতে খিল দিন, পুত্র, কোথাকার হেঁপা কোথা এসে লাগে দেখ, যদিও বাবুরা মাতার গর্ভে রহিয়াছেন, মাতাকে নষ্ট না করিলে গর্ভস্থ শিশুর কোন ভয় নাই, তত্রাচ পুত্র, ক্যারেজটা একবার দেখ।

বাবুরা রিলিফ্ অফ্ দি আরম্স্ এক্টের চেষ্টা করে, মার গর্ব্ভে আছে কিছুত জানেনা, তাই যাহা মনে আইসে তাহাই লেখে ও বলে, নক্ড়া ছক্ড়া বিদ্যা হয়েছে, বিদ্যাত ছড়ান চাই, কোন কার্য্য না থাকিলে বুড়া মাকে গঙ্গাযাত্রা করা চাই, বিদ্যা শিখে ও অপকার করা চাই। পুত্র, এই সব লোকের দ্বারা ভারতের কি ভয়ানক অমঙ্গল হইতেছে, লিখে ও বলে সাধারণের মনে এমনই একটী কুসংস্কারের ছবি তুলিয়া দিতেছে, যাহা সাধারণ ভারতবাসীরা কিছুতেই মন হইতে বাহির করিতে পারিবেক না। পরের অপকার করা কি উচ্চ বিদ্যার ফল, না সমাজ সংস্কার করা উচ্চ বিদ্যার ফল। সমাজ সংস্কারের কথা কহিলে ও লিখিলে, পেটের ভাত বন্ধ হয় ও নামের দৌড় কম পড়ে, ফলত ইহাতে মানসিক তেজের আবশ্যক হয়, সর্ব্ব দেশের লোকের নিকট দুঃছাই ভোগ করিব তত্রাচ যথা কহিব ও লিখিব না। পরের অপকারেতে আমাদের দেশের লোক বড় সুখী, ইহার কারণ যাহারা পরের অপকারের কথা লেখে ও বলে, তাহারা দেশের লোকের নিকট বড় প্রশংসনীয় হয় ও খুব পয়সা রোজগার করে। অদ্যাবধি কেহ সমাজ উন্নতির কথা বলে ও লেখে না, খালি যাহাতে অপকার আছে তাহাই বলে ও লেখে। উপনিষদ ও বেদান্ত

ও রাজনীতি যাহা আমাদের আলোচনা করিবার অধিকার নাই, তাহাই আমাদের মূল মন্ত্র হয়, কিন্তু ইহাতে যে কতদুর অপকার হইতেছে তাহা কেহই চক্ষে দেখে না। পরের অপকার করিতে যাইলে নিজের অপকার অগ্রে হয়। কতদূর সত্য কি মিথ্যা বলিতে হইবে না, ফলের দ্বারা পরিচিত হও।

পুত্র, যখন শুনিবে কেহ কাহারও কুৎসা করিতেছে, তখনই জানিবে যে, সেই লোক তদ্বারা উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে। যে যত বেশী উপকার প্রাপ্ত হইবে সে তত উপকারীর কুৎসা করিবে, ইংরাজ বাহাদুর ভারতে আসিবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ভারতের কি অবস্থা ছিল, এবং এখনই বা কি অবস্থা হইয়াছে, যদি প্রাণ খুলে দেখ তাহা হইলে জানিতে পার, বিশেষত. বঙ্গবাসীরা যত উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে, ভারতবাসীর অন্য খণ্ডের লোকেরা তত পায় নাই, ইহার কারণ, বঙ্গবাসীরা বেশী কুৎসা করে। বঙ্গবাসীরা যত হ্যায়ার এডুকেশন্ প্রাপ্ত হইয়াছে, ভারতবর্ষেব অন্য খণ্ডের লোকেরা তত প্রাপ্ত হয় নাই। "প্রিভেন্সন ইজ্ বেট্যার দ্যান্ কিওর" ইংরাজ বাহাদুরের উচিত হয় সমস্ত গভর্ণমেণ্ট কলেজ উঠাইয়া দেওয়া, এবং ইহার বদলে ভারতবর্ষের চারিধারে লোয়ার ও আপার প্রাইমারী স্কুল খোলা, যাহাতে ইংরাজ বাহাদুর শান্তি ভোগ করিতে পারিবেন, ও ভারতবর্ষে পূর্ণ শান্তি বিস্তার হইবেক।

শিষ্য। হ্যায়ার এডুকেসন্ একেবারে তুলে দেওয়া কি ভাল?

গুরু। হ্যায়ার এডুকেসন্ একেবারে বন্ধ করা দুষনীয়, কারণ সরকার বাহাদুরের কার্য্য চলিবেনা, আর সরকার বাহা-

ড়ুরের প্রেষ্টিজের উপর দোষ পঁহুছিতে পারে। ভারতবাসীরা নিজে এই কার্য্যটী সমাধা করিতে পারে, কারণ এই ব্যবসাটী বেশ শিখিয়াছে। হ্যায়ার এডুকেসনের মাথা এখনও ঠিক হয়নি, যখন ঠিক হইবেক, তখন ইংরাজ বাহাদুর পুনরায় খুলিতে পারেন। হ্যায়ার এডুকেসন অতি উৎকৃষ্ট সামগ্রী, কিন্তু ব্যবহার না জানিলে অতি উৎকৃষ্টও অপকৃষ্ট হয়। উৎকৃষ্ট জিনীষের ব্যবহার না জানিলে অবশেষে অপকৃষ্ট ফল ভোগ করিতে হয়, যাহা চিন্তারহস্তের কাপড়ে হাগা রাজা পড়িলে জানিতে পার। স্বাধীনতা অতি উৎকৃষ্ট সামগ্রী, দুই বৎসরের বালককে স্বাধীনতা দিলে, বালকের উপকার না হইয়া বরং অপকার হয়. তদ্রূপ হ্যায়ার এডুকেসন্ এখন ভারতবাসীদের দিলে উপকার না হইয়া বরং অপকার হইবার সম্ভাবনা, যখন ভারতবাসী হ্যায়ার এডুকেসন গ্রহণ করিবার উপযুক্ত পাত্র নয়। যে হ্যায়ার এডুকেসনের ভক্ত হইবেক, সে ওয়েষ্টারণ ওয়ারল্ডে যাইয়া শিক্ষা করুক, তাহাতে তত ক্ষতি সম্ভাবনা নাই, কারণ সে ভারতবর্ষের কুসংস্কার পাইবে না। দুই নৌকাতে পা দিলে অপকার হইবার সম্ভাবনা, এক নৌকাতে পা দিলে উপকার বৈ অপকার কোথায়। ভারতবর্ষে ম্যেট্রিকিউলেসন অবধি ওয়েষ্টরণ বিদ্যা যথেষ্ট হয়, কারণ ইহাতে গবর্ণমেণ্টের সমস্ত কার্য্য চলিতে পারে। যে সব লাইনে বিএ পাশ না হইলে প্রবেশ নিষিদ্ধ আছে, সেই সব লাইনে এণ্ট্রেন্স পাস হইলেই প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হউক।

শিষ্য। সরকার বাহাদুরের আয় কমিয়া যাইবে, এবং ইউনিভারসিটীর খরচা চলিবে কি করিয়া ?

গুরু। সরকার বাহাদুর প্রবেশিকা পরীক্ষায় দশ টাকা ফিয়ের বদলে কুড়ি টাকা করিলেই সব ঠিক হয়, আর দেখ পুত্র, বালকদের একত্রে অনেক বিষয় পাঠ করাইলে মাথা খারাপ বৈ মাথা ভাল হয় না, একটী বিষয়ে থাকিলে সুশিক্ষিত হয়, বহু বিষয়ে থাকিলে অল্পচাকা হয়। আরও পুত্র, বালকদের কচি মাথায় এত বেশী এক্সার সাইজ হয়, যাহাতে উহাদের প্রবেশী নাম না হইয়া প্যারট্ নাম হয়, এবং মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হয়। ক্ষীণ লোক বেশী ব্যায়াম করিলে উপকার না হইয়া অপকার সম্ভাবনা, এমন কি মৃত্যু ও সম্ভাবনা। দুই একটী মুখোজ্জ্বল গ্রাযুএট যদি না থাকিত তাহা হইলে এইটী যে নিল হইত, একাধারে সকলেই বলিত, কিন্তু দেখ দেখি, আগেকার সিনিয়ার এস্‌কলারদের বিদ্যার সাউণ্ডনেস কত বেশী। যে হ্যায়ার এডুকেসন্ শিখিবার পাত্র হইবে, সে নিজে তার উপায় করে নিবে, সাধারণের মধ্যে হ্যায়ার এডুকেসন্ হইবার কারণ ভাষার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, সাউণ্ডনেসের পালা উঠিয়া গিয়াছে, এই ভাষাই ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশের মূল হয়। ভাসা দ্রব্য স্রোতের অনুগামিনী হয়, নিজের কিছুই নাই, স্রোত যে রকমে লইয়া খেলা করিবে, ভাসা দ্রব্য সেই রকমে খেলা করিবে। দেখনা, ইদানীং ভারতবর্ষের এই ভাষাতে কি শ্রাদ্ধ গড়াইতেছে, যদি ভাষা অভাব হইত, তাহা হইলে অসময়ে স্বজনবর্গেরা কাঁদিয়া বুক্ ভাসাইত না, যদি ইংরাজ বাহাদুরেরা এই ভাষার উপর চক্ষু না দেন, তাহা

হইলে বন্যা আসিবার সম্ভাবনা। ভাষাওয়ালারা ভাসিয়া যাবে, ভাষা বিহীনেরা সরকার বাহাদুরের আইনের এক্করেতে বাঁচিবে। ভারতবর্ষে ভাষার প্রাদুর্ভাব হইবার কারণ, বিলাতের ইংরাজ বাহাদুরদের মাথার গোলমাল দাঁড়াইয়াছে, কারণ বিলাতবাসী ইংরাজ বাহাদুরেরাত ইণ্ডিয়ার ভাত ভিক্ষা জানেন না। বিলাত-বাসী ইংরাজ বাহাদুরেরা যাহা কাগজে কিম্বা দরখাস্তে দেখেন, তাহাই ভারতবাসীদের দুঃখ বলিয়া জানেন, এবং সেই দুঃখ মোচ-নের দরুণ সিংহের মতন লড়েন, কিন্তু সেটী যে খালি ভাষাওয়ালা-দের দরুণ তাহাত বিলাতবাসী ইংরাজ বাহাদুরেরা জানিলেন না। ভারতবর্ষে রাজত্ব করা আর সমস্ত পৃথিবীতে রাজত্ব করা সমান, এক দল অপর এক দলের সহিত মিল না, ভারতবর্ষে দল এত বেশী যে, যত লোক সংখ্যা তত দল বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

কন্সেণ্ট্ বিলেতে ভাষাওয়ালারা জয় লাভ করিল, কিন্তু ড্যাম্ব্ মিলিয়ান্ যে বিপক্ষ রহিল, তাতো বিলাতবাসী ইংরাজ বাহাদুরেরা জানিলেন না। ড্যাম্ব্ মিলিয়ান্ তো ভাষা জানে না যে, বিলাতের কাগজে গোলমাল করিবে, এবং উহাদের পার্লিয়া-মেণ্টের মেম্বরদের সহিত আলাপ পরিচয় নাই, যে পার্লিয়ামেণ্টে এই কথা আন্দোলন করিবে। মিটীং, মাস্ মিটীং করিয়া প্যাম্-ফ্লেট ছড়াইয়া সেন্সেশন্ করিবে, তাহাত তারা জানে না, ভাষাওয়ালাদের দরুন্ ড্যাম্ব্ মিলিয়ান্ বরাবর সাফারার হইয়া সকল বিষয় সাফার করিতেছে। কন্সেণ্ট বিল স্বভাব সিদ্ধ হয় নাই, যদি চৌদ্দ বৎসরের ন্যূন কিম্বা ষোল বৎসরের

অধিক নয় করিতেন, তাহা হইলে কার্য্য সিদ্ধ হইত। সত্য কি মিথ্যা চিন্তা-রহস্যতে বিবাহ পড়িলে বিশেষরূপে জানিতে পার। যাহারা বিলাতে যায়, তাহারা বিলাতে যাইয়া, পড়িয়া, শুনিয়া ও বাস করিয়া বিলাতের ঢং লইয়া ভারতে আসে, একলা করিলে ভয়েস্ ঠিক হইবেনা, উহারা বেস জানে, ইহার কারণ দশজনকে জড় করে, ভারতবাসীরা হুজুগে, হুজুগ্ পেলে আর কিছুই চায় না, হুজুগ্‌টা যে কি, তা লেজ তুলে দেখে না, হৈ চৈ করে, শেষকালে যখন জানিতে পারে যে, আমি আমার নিজের বিপক্ষ দলে আছি অমনি ছাড়িয়া দেয়, যত কিছু গোপনীয় কথা থাকে, সকলকার সামনে এবং ভাষাওয়ালাদের পিছনে ঢাক পিটে।

শিষ্য। ভারতবর্ষের জাতীয় সমিতিটী ভাল না মন্দ?

গুরু। পুত্র, আমি বরাবর বলিতেছি যে, ভারতবাসীদের জাতি নাই, যদি জাতি থাকিত, তাহা হইলে জাতীয় নামটী শোভা পাইত। ন্যাসনল্ কথাটীতে বাহিরের লোককে মিস্মেরাইজ্ করে, ইহার কারণ ভাষাওয়ালারা এই কথাটী ব্যবহার করিয়াছে। যে কেহ উক্ত সমিতির প্রোসিডিং পড়িবে (বিশেষতঃ বিলাতবাসী ইংরাজ,) সেই জানিবে ভারতবর্ষের অপিনিয়ণ এই হয়, কিন্তু পুত্র, সেটী কি ঠিক, কখনই না। এক দিন ভারতবর্ষের জাত, কুল, ধর্ম্ম, খাদ্য, রং ও পোষাক হইয়া টক্ করুক দেখি, তার পর দিন দেখিবে, ভারতবর্ষের জাতীয় সমিতিটী নিল, অর্থাৎ শূন্য। ভারতবর্ষের জাতীয় সমিতি নাম উঠাইয়া যদি ভারতবর্ষের রাজ-নীতি সমিতি নাম দেওয়া হয়, তাহলে পুত্র, নামে ও কার্য্যে ঠিক

শোভা পায়। সমিতির ছবি দেখিলেই পুত্র জানিতে পার, সকলেই এক জাত কি না। আর পুত্র, বঙ্গদেশের ছবিতে রগড় বেশী, কারণ নানা পোষাক ও নানা রং পৃথিবীর আর কোন জাতীয় সমিতিতে এত দেখিতে পাবে না। ভারতবর্ষের জাতীয় সমিতিটী এক আছে খালি ইংরাজীভাষার দরুণ, এবং ইংরাজী-ভাষাজ্ঞই এই সভার সর্ব্বে সর্ব্বা হয়। আইনবাজ, দোকানদার ও কতকগুলি জমিদার এই সমিতির সভ্য হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দুই চারিজন ইংরাজী ভাষাওয়ালা ইহার কর্ত্তা, উহারা যাহা বলে ও করে তাহাই হয়, অন্য সকলে মিটীং গুল্‌জার করে আর কিছুই নয়।

পাব্‌লিক্ মিটিং ও মাস মিটিং কল্ ফোর্থ্ করা ও তাতে যাওয়া আজকাল একটী ম্যানিয়া হইয়াছে, কাগজে নামের ঢাক পিটা ও বড় কম নয়। যত কিছু দেখিতেছ সমস্তই নিজের নামের ও ব্যবসার উন্নতির দরুণ, কারণ যত নাম ছুটিবে তত রোজগার বাড়িবে। যেখানে স্বার্থপরতা ও জাতীয় হিংসা আছে, যেখানে ছোট ও বড় আছে, কিম্বা পরের সুখে ও দুঃখে নিরানন্দ ও আনন্দ অনুভব আছে, সেখানে কোথায় প্রকৃত উন্নতি হয়, বরং অধোন্নতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সম্ভাবনা, অতএব পুত্র, ভারতবর্ষের জাতীয় সমিতিটী এখন ভাল নয়। সময়েতে ফলে বৃক্ষ, অসময়েতে কষ্ট রিক্ত। যদিও কথা আছে, কিলিয়া কাঁঠাল পাকান, কাঁঠাল নাই তা কিলিয়ে পাকাবে কি, যদি বাতাসকে কাঁঠাল মনে করিয়া কিলান হয়, তা হলে কোন ক্ষতি নাই, কারণ নিজের হাত ভারি-লেই নিজে ঠাণ্ডা হইবে।

শিষ্য। আমাদের, গুরুদেব! কালা বলে কেন, যখন আমাদের ভিতর অনেক ধলা আছে?

গুরু। পুত্র, এটী নূতন নয়, আবহমান চলিয়া আসিতেছে। শূরেরা ধলা ছিল ইহার কারণ কালাদের অশূর কহিত, কিম্বা যাহারা সূর্য্য উপাসক ছিল না তাহাদিগকে অশূর কহিত। শূর অর্থাৎ ধলা, অশূর অর্থাৎ কালা। পূর্ব্বে ভারতবাসীরা সকলেই কাল ছিল, ধলার আগমনে কাল ও ধলার ডিষ্টিংসন্ হয়। ধলারা কালদের প্রভূত্ব উচ্ছেদ করিতে চেষ্টা করে, কালরা ধলাদের প্রভূত্ব যাহাতে না হয়, তাহার চেষ্টা করে, কিন্তু কালক্রমে কালার উপর ধলার প্রভূত্ব জাঁহির হইল, ধলা ও কালার মিশ্রনে ভারতে অনেক রং হইল, কিন্তু জাত কাষ্ঠ অর্থাৎ ধলা বড় রহিল। আর দেখ পুত্র, আর্য্যবর্ত্তের বাহিরে যাহারা বাস করিত, তাহাদের অন্ত্যজ বলিত। অন্ত্যজ অর্থ অন্তে জাত অর্থাৎ কুচ্‌কুচে কাল, কারণ বিন্ধ্যাচলের-দক্ষিণবাসীদের সহিত তখন ধলাদের চলন হয় নাই। ভারতে মুশলমান আগমনে কালার আর একটী নাম জাহির হয়, অর্থাৎ হিন্দ্। হিন্দ্ অর্থ কাফের-কাল, যাহারা মুশলমান ছিল না, মুশলমানেরা উহাকে হিন্দ্ বলিত। কালার ও বিধর্ম্মীর বাসস্থানের নাম হয় হিন্দ্-আস্থান, যাহা হইতে ভারতবর্ষের হিন্দুস্থান নাম হইয়াছে। আর দেখ পুত্র, পাশ্চত্য জগতের লোকেরা আমাদের ব্ল্যাক্‌ম্যান্ বলে, মিশ্রিত ধলা হইলেও আঁকর যায় না, ফিট্ ধলা রং আমাদের দেশে অভাব হয়। মিশ্রিত সভ্যতাতে সভ্য হয় না, যদিও দুই চারিটী সভ্য থাকিতে পারে, কিন্তু সমস্ত সভ্য না হইলে

সভ্য হয় না। যতদিন আমাদের দেশে এক রং, এক খাদ্য, এক পোষাক, এক ধর্ম্ম, এক পুত্রে বিষয় ভোগ না হয়, ততদিন আঁকরের টান ভোগ করিবে. অর্থাৎ অপর সকলেই কাল ও অসভ্য বলিবে। পুত্র, যতকিছু বলা হইল ইহাতে কিছুই হইবে না, খালি পণ্ডশ্রম মাত্র, কারণ আঁকর যাবে কোথায়। পুত্র, তবে একটা গল্প বলি শুন ঃ—

শুঁড়ির দোকানে একটী মাতাল পড়িয়া আছে, মাতালটার মুখে কানা মাছী ভ্যান্ ভ্যান্ করে মধু পান কচ্ছে। একটা ভদ্রলোক ইজ্জতের খাতিরে মুখে কাপড় দিয়া ভোঁ করে ঢুকিল, ঘোঁমটার ভিতরে খেমটা নাচ, বোধ হয় পুত্র শুনিয়া থাকিবে, এটা তাই বৈ আর কিছুই নয়।

ভদ্রলোক বলিল। মামা কেমন আছ ?

মামা উত্তর করিল। উপযুক্ত ভাগ্না হয়ে সব সরে পড়েছ, আর কি মামা ভাল থাকে, মামা তোমাদেরই নিয়ে, মামার আর কি কেউ আছে, তোমরাই সব, তা কি হয়ে ছিল বল দেখি ?

ভাগ্না বলিল। মামা, আজ কাল বড় আইন কড়া হয়েছে, মুখে মদের গন্ধ পেলেই ধরে নিয়ে যায়. শ্যামদিন্‌কে কত খাতির করে বেঁচে আছি, দুই একটা দুর্গতি দেখে ভয় হয়েচে, পাছে আমার আবার কোন দিন হয়, তাই মামা, প্যালাকে রোজ পাঠিয়ে দিতুম্, প্যালা কি কিছু বলেনি ?

মামা। প্যালা ফ্যালার কি কর্ম্ম, তোমাদের মুখ না দেখ্‌লে কি মামা বাঁচে। আচ্ছা, তুমি যে বল্লে, মুখে গন্ধ পেলেই ধরে

নিয়ে যায়, এত আইন নয়, তুমি মিথ্যা কথা বলছ। হ্যাঁ এটী চির-কালই আছে, মাতাল মাটীসাৎ হলে, কিম্বা রাস্তায় ডোয়া টান্‌লে, কিম্বা ঝগড়া-দাঙ্গা, গোলমাল কল্লে কোম্পানির লোক শান্তি রক্ষার জন্যে ধরে নিয়ে যায়, এবং মাতালের ও প্রাণ রক্ষা হয়, এটা ভাল বৈত মন্দ নয়।

ভাগ্‌না। মামা, তুমিত ভাল বল্লে, জরিবানা দিতেও ভয় করিনি, আর পুলিসে যেতেও ভয় করিনি, সকলে যে আমায় মাতাল বল্‌বে এতে বড় ভয় করি, আর রুলের গুঁতাটা ও বড় কম নয়। তা মামা এটা মনে করনা যে, তোমার ভাগ্‌না কাউয়ার্ড, পরবে মাতাল। দেখনা আর থাকতে পাল্লুম না, অম্‌নি এসে হাজির হয়েছি, তা এখন ওসব যাউক, আজকে ভাল করে মাল্‌টা দেও দেখি, আর মামা, যাবার সময় একটা লোক সঙ্গে দিও।

মামা বোতলের মাঝে বুড় আঙ্গুল দিয়ে, আলোতে বোতলকে উলট্‌ পালট্‌ করে, মাপ ঠিক করে, ভাগ্‌নার হাতে বোতল দিল, ভাগ্‌নাও বোতল নিয়ে মাচার উপর উঠিল। বয়্‌এসে ছত্রিশ বর্ণের কুলীনসিদ্ধ গলায় দড়ে হুঁকা দিল।

ভাগ্‌না বলিল। কিরে হরে, তুই আমার বার্ষিক আনিস্‌নি, দিনকতক না আসাতে সব ভুলে গেছিস্‌।

হরি জড়সড় হইয়া বলিল। ভাগ্‌নে বাবু, আমি চিন্‌তে পারিনি, বৌ সেজে রয়েছ, কি করে জান্‌ব বল, তা আমি যাই।

ভাগ্‌না বাবু বোলাবিবিকে পাঁইট হইতে তুলিয়া, চৌদ্দ পুরুষের পিগ্‌মী গ্লাসে, সুরধনিকে একটু একটু করে নামাইয়া পান করিতে

লাগিল, এমন সময়ে হরি বার মেসে লবণ ও ভিজা ছোলা আনিয়া দিল, হরির সহিত দুই একটী রঙ্ তামাসাও চলিল, এদিগে সুরধনিকে অর্থাৎ বাঁক্‌কে সমস্ত উদরসাৎ করিল, ভাগ্‌না বাবু গোলাপী অর্থাৎ টীপ্‌সি হইল, মুখের পুরু ঘোমটা ছুটিল, আওয়াজ বাড়িল, প্রমোনেডে—হাওয়াখানাতে পা চলি চলি চলিল, ডেকো হেঁকো বন্ধু জুটিল, এমন সময় শ্যামদিন্ ঝোলা আনিয়া উপস্থিত করিল। ভাগ্‌না বাবু. শ্যামদিনকে দেখিবার মাত্রই আধুলি বক্‌সিস দিল, শ্যামদিনের পাগ্‌ড়ি ভাগনা বাবুর মাথায় উঠিল, ভাগ্‌না বাবুর আমোদ কত ও অহঙ্কার কত, কেননা, শ্যামদিন আদর করিয়াছে। শ্যামদিন্ লাশ তুলিতেই অস্থির, ভাগ্‌না বাবু শশব্যস্ত হইয়া শ্যামদিনের সাহায্য করিল, আর শ্যামদিন্‌কে বলিল, "লাশ বড় বজ্জাৎ হায়, উস্‌কো আচ্ছা কর্‌কে বাঁধ, তা না হোনে সে, ভাগ্ জানে স্যাক্‌তা"। মামার বৈঠকখানাতে তিলাৰ্দ্ধ স্থান নাই, সকলেই আপনার কার্য্যে বিজি, আস্‌বাব্‌ও অদ্ভূত, যাহা অন্যত্রে সহজে পাবার যো নাই।

শ্যামদিন্ মুর্দ্দাফরাশদের বলিল। লাশ তোল, উহারা তাহাই করিল।

ভাগ্‌না বাবু ও অন্য লোকেরা আনন্দের সহিত একবার হরি-বোল দিল, ভাগ্‌না বাবু, মামার নিকট আসিয়া সারফরাজি করিল। মামা, আজ আমি না থাক্‌লে, লাশ পাছার কর্‌তো কে, গায়ে বড় ব্যথা হয়েছে, মামা ওর পয়সা, আমার পয়সা নয়, আমার বেলা খালি ফিকে, এবার যদি না কড়া দাও, তা হলে তোমার সঙ্গে খারাপ হবে।

মামা, যা দেবার তাই দিল, কিন্তু বলিল, এবার বড় ঠিক্ দিয়েছি।

ভাগ্না বাবুর আনন্দের পরিসীমা নাই। চুকু চুকু করিতে করিতে ক্যমটোজ্ অবস্থা প্রাপ্ত হইল।

পুত্র, যতই বল যাহা হইবার তাহাই হইবে।

"স্বভাব যায়না মরিলে, ইজ্জত যায়না ধুইলে"।

যখন ক্যমটোজ্ হইবে তখন আপনি যাইবে।

শিষ্য। গুরুদেব! ঐহিক ও পারত্রিকের দরুণ কি করা উচিত?

গুরু। শিষ্য, চিন্তা-রহস্য ও প্রেম-রহস্যতে বিস্তর বলা হইয়াছে। র থেকে স অবধি বলা হইয়াছে, শেষে অন্তস্থ য যাহা ফাঁকে ছিল তাহাও যোগ করা হইয়াছে, এখন বর্ণ সাজাইয়া কথা তৈয়ার করিলেই হয়, আর উঠিতে চাও কথা সাজাইবার নিয়ম দেখ, আর উঠিতে চাও চারিধারে দৃষ্টি ফেল, আর চাও দর্শন খোল, আর চাও পাগল হও, আর চাহিবার ক্ষমতা নাই, কারণ যাহা দ্বারা চাহিবে তাহার অভাব। অভাবে অভাবে সন্ধি হয়, সন্ধি হইলে বন্ধু হয়, বন্ধু হইলেই প্রেম হয়, প্রেম হইলে সব অভাব হয়, অভাব হইলেই শান্তি। মৃত্যুর সময় ঠাকুরের নাম শুনান বোধ হয় আর কিছুই নয়, খালি সমস্ত স্বভাবকে অভাব করিয়া দেওয়া, অভাব হইলে আর জন্ম হয় না, জন্ম না হওয়াই আর্য্যদের শেষ দর্শন, ইহার কারণ জন্ম ও মৃত্যুকে এক কহে, কারণ তিনিই সব, রূপান্তর তাহারই গতি, আর অন্য কিছুই নয়।

শিষ্য। গুরুদেব! আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, আপনি কি র, স, য বলিলেন, আর উঠিতে চাও, আর উঠিতে চাও, আমি কিছু বুঝিতে পারিলাম না, অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া ঘোর ফির ছাড়িয়া স্পষ্ট করিয়া বলুন, যাহাতে আমি ঐহিক ও পারত্রিক কার্য্য করিতে পারি।

গুরু। পুত্র, ঘুরে ফিরে তাই, তাই, তাই, অর্থাৎ রামায়ণ পড়িয়া সীতা কাহার ভার্য্যা। বর্ণ পরিচয়ের প্রথম কর শব্দের র, অর্থাৎ কর, কিনা পুরুষকার, হংস শব্দের হ ও স, অর্থাৎ শ্বাস কিনা জ্ঞানের আবাস, ত্যাজ্য শব্দের য, অর্থাৎ ত্যাজ্য ন গ্রাহ্য কিনা তাঁর লীলা আশ্চর্য্য। বুঝ্‌লে কি, না পুত্র ঘোরে ফিরে তাই।

শিষ্য। আপনি অত্যন্ত ঘাটে বল্‌ছেন, কিছুতেই প্রবেশ করিতে পারিতেছি না।

গুরু। আচ্ছা তবে মাঠে চল, তা হইলে বোধ হয় বুঝিতে পারিবে। সরুদানা কাটা সেতারে হবে না, রদ্যাফোঁ চাই।

শিষ্য। আরও গুলিয়া দিলেন।

গুরু। পুত্র, পুরুষকারের দ্বারা ক্রিয়াকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড সমাধা কর। প্রেমকাণ্ডের দ্বারায় অন্তস্থ য অর্থাৎ ত্যাগকাণ্ড সমাধা কর। এই তিন কাণ্ড ব্যতীত কাণ্ড নাই। ক্রিয়াকাণ্ড স্মৃতি ব্যবহার ব্যতীত আর কিছু নয়, যদি স্মৃতি অভাব হয় স্মৃতি কর, অর্থাৎ সমাজ ধর্ম্মের অভাব হয়, সমাজ ধর্ম্ম কর, অর্থাৎ এক খাদ্য, এক পোষাক, এক রং, এক পুত্রে বিষয় ভোগ, এক ধর্ম্ম প্রচারক, অর্থাৎ এক অবতার, এক জাতি ও এক মূর্ত্তি কর।

জ্ঞান, দর্শন ব্যতীত আর কিছুই নয়, সমস্তই এক কর, অর্থাৎ জগতে যত রকম খাদ্য পোষাক রং ওয়ারিসন্ ও ধর্ম্ম প্রচারক আছে, এক কর। ভারতবর্ষে জ্ঞানকাণ্ডের অভাব নাই, অর্থাৎ এত পুস্তক আছে, যাহা অন্য জগতে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। প্রেমকাণ্ডটী ক্রিয়াকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের বাহির, ইহার অদ্ভূত লীলা, অদ্ভূত প্রেমকাণ্ডই জানে, অপরে কিছুই জানিতে পারে না। জ্ঞান, বিজ্ঞান, যুক্তি ও বিচার থৈ পায় না। ক্রিয়া কাণ্ডটী স্থূল লইয়া চলে, জ্ঞানকাণ্ডটী সুক্ষ্ম লইয়া থাকে, প্রেম কাণ্ডটী স্থূল ও সুক্ষ্মেতে সমভাবে আছে, আবার কোনটীতে নাই।

শিষ্য। গুরুদেব। প্রেমকাণ্ডটী মেজে ঘসে হবেত হয় না।

গুরু। না পুত্র, আপনি আপনি হয়, যার হবার তারই হয়, অন্যের হয় না, প্রেমকাণ্ডটী কোথায় ধায় তার কোন ঠিক নাই। জ্ঞান, বিজ্ঞান, যুক্তি, বিচার, ও নিয়ম কিছুই নাই। একবার মার পিট্ করিয়া কোটী কোটী লোকের প্রাণ নষ্ট করেন, এক-বার পিপীলিকা মারিয়া চক্ষুর জলে বুক ভাসাইয়া মরেন, একবার ক্রিয়াকাণ্ডের নৈবিদ্যের একটী কলাও ছাড়েন না, একবার শ্রৌত সূত্রের নাম ও লন না. একবার সুক্ষ্ম ধরে সব ফাঁক দেখেন, একবার স্থূল ধরে কাক জড়াজড়ি করেন, একবার সিংহাসনে বসিয়া রাজনীতির পরাকাষ্ঠের পরিচয় দেন, একবার বনে গিয়া বৈরাগ্যের চরম সীমায় যান, একবার বিদ্যালয়ে যাইয়া তর্ক বিতর্কের চূড়ান্ত করেন, একবার অন্দরে যাইয়া রতি শাস্ত্রের ষোড়শ কলা

পূর্ণ করেন। যত কিছু আছে সমস্ততেই আছেন, আবার কোন-টাতেই নাই, আশা নাই, ভরসা নাই, আবার আশা ভরসা পূর্ণ আছে। পুত্র, এইটী যে কি ব্যাপার, যিনি ব্যাপারী তিনিই জানেন।

হরগৌরী, রামসীতা, কৃষ্ণরাধিকা, ইঁহারাই প্রেমকাণ্ডের প্রকৃত নায়ক নায়িকা, আর দুই একটী যাঁহারা আছেন, তাঁহারা নিম্ন দরজার হন, যথা কপিল, দত্তাত্রেয়, আত্রেয়, দুর্ব্বাসা, শুকদেব, ইঁহারাও ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। লক্ষ্মণ, ভীষ্ম ও অর্জ্জুন, বড় কম নয়, ইহারাও ত্যাগ ও গ্রহণে বড় ফেল্‌না নয়, কিন্তু ইঁহারা উহাদের অপেক্ষা কিছু কম।

শিষ্য। জ্ঞানকাণ্ডটা কি তবে ?

গুরু। পুত্র, জ্ঞানকাণ্ড সূক্ষ্ম লইয়া থাকে। জ্ঞানী স্থূলকে অনিত্য বলেন, কিন্তু সূক্ষ্মস্থূল সেবা করেন। স্থূল, সূক্ষ্মস্থূল সেবা করিতে করিতে সূক্ষ্মে যান, সূক্ষ্মে যাইয়া নিজে সূক্ষ্ম হন, কিন্তু প্রেমকে ধরিতে না পারিয়া উচ্চ দরজার পাগল হন, এবং তিনি স্থূল ও সূক্ষ্ম লইয়া জগতে বিচরণ করেন, এই পাগল্‌রাই প্রেমিক-দিগের প্রকৃত বন্ধু হন। প্রেমিকেরা উপাস্য দেবতা হন, পাগলেরা উপাসক হন, যথা বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, যাগ্যবল্ক, বাল্মীকি, ব্যাস ও শঙ্করাচার্য্য ইঁহারা প্রকৃত মহাজ্ঞানী, ইঁহাদিগের আলোতে ভারত-বর্ষ চলিতেছে, ইঁহারা স্থূলের সময় প্রকৃত প্রেমিকের আশ্রয় লন, এবং সূক্ষ্মের আশ্রয় লন, একধারে আশা ভরসাতে স্বর্গে পাঠান, অপর ধারে নৈরাশ্যতে হাত ও পাঁ ছড়ান, আবার বলেন, তিনি ব্যতীত কিছুই নাই, সমস্তই তিনি।

শিষ্য। ক্রিয়াকাণ্ড কি?

গুরু। ক্রিয়াকাণ্ড স্থূল লইয়া থাকে, ক্রিয়াবান স্থূলের সেবা করিয়া স্বর্গে যান, স্থূল স্মৃতি শাস্ত্র বিহিত কার্য্য হয়, সামাজিক লোকের স্থূলের সেবা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। স্থূলের সেবা না করিলে জাতি হয় না, জাতি না হইলে সমাজ হয় না, সমাজ না হইলে একতা হয় না, একতা না হইলে চক্ষু ফুঁটে না, চক্ষু না ফুঁটিলে দেখিতে পায় না, দেখিতে না পাইলে জ্ঞানী হয় না, জ্ঞানী না হইলে সূক্ষ্ম আসেনা, সূক্ষ্ম না আসিলে প্রেমিক হয় না, প্রেমিক না হইলে সদানন্দ হয় না, সদানন্দ না হইলে সূক্ষ্ম ও স্থূল ত্যাগ হয় না, সূক্ষ্ম ও স্থূল ত্যাগ না হইলে সদানন্দ হয় না, সদানন্দ না হইলে প্রেমিক হয় না, প্রেমিক না হইলে সূক্ষ্মদর্শী হয় না, সূক্ষ্ম দর্শী না হইলে জ্ঞানী হয় না, জ্ঞানী না হইলে চক্ষু ফুঁটে না, চক্ষু না ফুঁটিলে দেখিতে পায় না, দেখিতে না পাইলে একতার অভাব হয়, একতার অভাব হইলেই সমাজের অভাব হয়, সমাজের অভাব হইলে জাতির অভাব হয়। জাতির অভাব হইলে স্মৃতি অভাব হয়, স্মৃতির অভাব হইলে স্থূলের অভাব হয়, স্থূলের অভাব হইলেই ক্রিয়াকাণ্ডের অভাব হয়, ক্রিয়াকাণ্ডের অভাব হইলেই ধর্ম্মের অভাব হয়, ধর্ম্মের অভাব হইলেই জ্ঞানের অভাব হয়, জ্ঞানের অভাব হইলেই প্রেমিকের অভাব হয়। পুত্র দেখিলে, ঘুরে ফিরে তাই, তাই, তাই।

গোলাকার পৃথিবী একস্থান হইতে ছাড়িয়া ক্রমান্বয়ে ঘুরিলে যেমন পুনরায় সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়, তেমন স্থূল হইতে

ক্রমান্বয়ে উঠিলে সূক্ষ্ম পার হইয়া পুনরায় স্থূলে আসিয়া উপস্থিত হয়, অথবা এটা ওটা।

কিন্তু পুত্র, যদি চলা ফিরা বন্ধ করিয়া গোলাকার পৃথিবীকে দেখা হয়, অর্থাৎ দেখিবার কিছুই নাই, যেইখানে আছি সেইখানেই সব আছে, অন্যত্র নুতন কিছুই নাই, তা হইলে পুত্র, হস্তামলক হয়, অর্থাৎ হস্তের আমলকীতে সমস্ত গোলাকার পৃথিবী দেখা হয়, প্রেমিকেরা সমস্ত মায় এক পর্য্যন্ত প্রেম পদার্থেতে দেখে। প্রেম পদার্থ ব্যতীত দ্বিতীয় কিছুই নাই, শয়নে স্বপনে জাগরণে তাই, তাই, তাই। নিজেও তাই, তাই, তাই। ঘুরে ফিরে যোতে তাতে তাই, তাই, তাই॥ একোণ, ওকোণ, চতুষ্কোণ, অনন্তকোণ গোলাকার বলি শুন, অখণ্ড খণ্ডকার, নিরাকার, নিরাকরণ নাকর মন। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, রাবণ, পরশুরাম, দুর্য্যোধন, ইঁহারা ক্রিয়াকাণ্ডের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, ইঁহারা পুরুষকারকে এত বড় করিয়াছেন যে, অন্তে জ্ঞানান্ধ হইয়া দুঃখভোগ করিয়াছেন, ইঁহাদের অহঙ্কার এত বেশী যে, পৃথিবীস্থ সমস্ত প্রাণীকে তৃণ জ্ঞান, যদিও যৌবনে সাজিয়াছিল, কিন্তু জ্ঞানান্ধ হেতু বৃদ্ধকালে অন্যকে তৃণ জ্ঞান করিতে গিয়া নিজে তৃণ হইলেন, পুত্র, যদি উঁহারা জ্ঞানী হইতেন তাহা হইলে বৃদ্ধের ও যৌবনের বল সমান করিতেন না। বৃদ্ধে বৃদ্ধে, যৌবনে যৌবনে শোভা পায়, বৃদ্ধে যৌবনে, যৌবনে বৃদ্ধে শোভা পায় না। মহাপুরুষদের উচিত হয়, দ্বন্দ যুদ্ধের পূর্ব্বে দ্বন্দীর বল পরীক্ষা করা, যদি সন্দেহ উপস্থিত হয়, সন্ধি বিধেয়, তাহা না হইলে বহুদিনের বহু-

কষ্টের উপার্জ্জিত মান্য আত্মহত্যার মতন শীঘ্রই বিসর্জ্জন দিতে হয়।

পুত্র, প্রেমিক শ্রীরামচন্দ্রকে দেখ, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত কোনবিষয়ে কাহার নিকট পরাজীত হন নাই, সর্ব্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন। বালী বধ অন্যে করিলে তাঁহার চরিত্রে কতলোক কত রকম দেষারোপ করিত, কিন্তু অদ্যাবধি কোন বিজ্ঞলোক প্রেমিক শ্রীরামচন্দ্রকে বালীবধের দরুণ দোষারোপ করেন না, কারণ তিনি বালীর স্ত্রী তারাকে ও বালীর পুত্র অঙ্গদকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। জগতে মানবের কত অধিক গুণ সঞ্চয় হয়, তাহা অন্যে ঠিক করিতে যদি পারিত, তাহা হইলে শ্রীরামচন্দ্র দুস্তর বালী বধ কলঙ্ক সমুদ্র হইতে অনায়াসে অদ্যাবধি সমস্ত জন সমাজকে নিজে ভেলা হইয়া পার করিতে পারিতেন না। পুত্র, অন্যে দোষা-রোপ করিলেও গ্রাহ্য নয়, কারণ শ্রীরামচন্দ্রের সমসাময়িক কোন লোক বালীবধ বিষয়ে কোন দোষারোপ করেন নাই। সমসাম-য়িক লোক সমুহ না করিতে পারেন, কারণ উহারা বোধ হয় বালীবধে শান্তি লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু পুত্র, যখন বালীর স্ত্রী তারা ও বালীর পুত্র অঙ্গদ দোষারোপ করেননি, তখন শ্রীরাম চন্দ্রের বালীবধ অন্য কেহই দোষারোপ করিতে পারেনা।

তারার প্রশ্ন ও শ্রীরামচন্দ্রের উত্তর এত উচ্চ, যাহা পাঠ করিলে সমস্ত সামাজিক লোকের জ্ঞান উদয় হয়, সকলের উচিত হয় পুনঃ পুনঃ পাঠ করা।

শ্রীরামচন্দ্রকে সুগ্রীবের সহিত আলাপের সময় পরীক্ষা

দিতে হইয়াছিল, ইহাতে শ্রীরামচন্দ্রের দুই কার্য্য সমাধা হয়, এক কার্য্য নিজের বল দেখাইয়া সুগ্রীবের উপর প্রভূত্ব স্থাপন, অপর কার্য্য বালীর বল পরীক্ষা। শ্রীরামচন্দ্রের বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ, তিনি পরীক্ষার দ্বারা ঠিক করিলেন, যদি বালীর সহিত আমার দ্বন্দযুদ্ধ হয়, হার ও জীত সংশয়, অতএব এই স্থানে ছল বিধেয়, কারণ, বালী রাবণের বন্ধু হয়, যদি দুই বল এক হয়, সীতা উদ্ধার অসম্ভব। এদিগে সুগ্রীবের নিকট শপথ করিলেন, আমি তোমায় কিষ্কিন্ধাধিপতি করিব, সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধাধিপতি করাও যা, আর কিষ্কিন্ধার বল আমার করিব ও তা, কারণ, শ্রীরামচন্দ্রের সীতা উদ্ধারের দরুণ তখন বলের অত্যন্ত আবশ্যক। পুত্র, রাজনীতির দৌড়্টা দেখ।

আর দেখ পুত্র শ্রীরামচন্দ্র নীতি শাস্ত্র ঠিক করিবার কারণ, চতুর্দ্দিগে প্রচার করিলেন বালী একটী মহাঅত্যাচারী, আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীকে হরণ করিয়া সুখ ভোগ করিতেছেন। দেখ পুত্র, এই প্রচারের দরুণ, সকলকার বালীর উপর ঘৃণা জন্মিল, শ্রীরামচন্দ্রের ভীরুতা জনসমাজে প্রচার না হইয়া বরং বীরত্ব প্রকাশ হইল, কারণ সকলে বলিল, অত্যাচারীর মৃত্যু সকলের বাঞ্ছনীয়, অতএব শ্রীরামচন্দ্র যাহা করিয়াছেন অতীব প্রসংশনীয়, পুত্র, নীতি শাস্ত্রের সার দেখিলেত।

তারা শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন, আপনি আমার স্বামীকে কপট যুদ্ধে হত করিয়াছেন, আপনার মতন বীরের উচিত হয়না এই রকম কার্য্য করা, যদিও করিয়া থাকেন তাহাতেও ক্ষতি নাই, কিন্তু

আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আপনাকে বেশী বলিতে হইবেনা, স্ত্রীলোকের স্বামীই গতি, স্বামী বিহীনা হইলে গতি বিহীনা হয়, অতএব যে বাণেতে বালীকে বধ করিয়াছেন, আমাকে উহার দ্বারাই নষ্ট করুন্।

শ্রীরাম উত্তর দিলেন, তারে! কেন বৃথা আমায় দোষারোপ করিতেছ, যিনি মারিবার তিনিই মারিয়াছেন্, আমি কিছুই নয়, কেহ কাহাকে মারেনা, স্ত্রীলোক বধ করা বিধেয় নয়।

তারা। শ্রীরামচন্দ্র! আপনি বলিলেন, কেহ কাহাকে মারে না, তবে কেন স্ত্রীলোক বধ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন।

শ্রীরামচন্দ্র। তারে! আমি তোমায় মারিতে কুণ্ঠিত নাই, কিন্তু আমি বলিয়াছি যে, আমি কিছুই নয় যিনি মারিবার তিনি মারিয়াছেন। যিনি আমার ঘটে আসিয়া মারিয়াছেন, আবার তিনি আমার ঘটে আসিলেই মারিতে পারেন।

তারা। শ্রীরামচন্দ্র! তবেত আপনার স্ত্রীলোক মারিতে কোন দোষ নাই, যখন তিনি মারিতেছেন। যিনি আপনার ঘটে আসিয়া আমার প্রভুকে মারিয়াছেন, আবার তিনি আপনার ঘটে আসিয়া আমাকে মারুন্, তবে কেন আপনি দেরি করিতেছেন, তথায় আমার প্রভু প্রত্যেক মুহূর্ত্ত আমার যাওয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন, তিনি অনেক দূর গেলেন, আর অবলাকে কষ্ট দিবেন না, শীঘ্র পাঠান, আর দেরি সহ্য হয় না।

শ্রীরামচন্দ্র। তারে! আমায় বৃথা বলিতেছ, যিনি মারিয়াছেন আবার তিনি বলিতেছেন, মারিও না। তারে! সমস্তই তাঁর খেলা, তিনি বলিলেই মারিতে পারি। বালীর সময় তিনি

বলিয়াছিলেন, এবং তিনিই বধ করিয়াছেন, তোমার সময় তিনি বধ করিতে নিষেধ করিতেছেন, এবং তিনি বধ করিতেছেন না। তারে! তুমি বুদ্ধিমতী, কেন বৃথা প্রলাপ বাক্যের মতন বলিতেছ। জন্ম ও মৃত্যু জীবের খেলা, খেলা শেষ হইলেই আর খেলা করে না, বালীর খেলা শেষ হইয়াছিল, ইহার কারণ খেলা বন্ধ হইয়া গেল। কে কার, তুমি কার, কারে বল আপন আপন। তোমাদের দেবর বিবাহ প্রথা প্রচলন আছে। দেবরকে বিবাহ করিয়া রাণী হইয়া সুখ ভোগ কর, আর তোমার পুত্র অঙ্গদ যুবরাজ হইবে, সুগ্রীবের পুত্র হইবেক না। তারে! বীর পত্নীর প্রধান কার্য্য স্বামীর অন্তেষ্টি ক্রিয়া নিষ্পন্ন করা, তোমাদের রাজপ্রথা অনুসারে তোমার স্বামীর শবদাহ সংস্কার সমাধা কর, বিলম্ব করিও না। সুগ্রীব! তারাকে শান্তনা কর, এবং রাজপ্রথা অনুসারে শীঘ্র জেষ্ঠ ভ্রাতার শেষ কার্য্য সমাধা কর। পুত্র, গুপ্তনীতির ঠেলাটা দেখিলে।

শ্রীরামচন্দ্র যখন চিত্রকুটে বাস করেন, তখন ভরত, বশিষ্ঠ, রাণী, ও অন্যান্য রাজপুরবাসিনীরা শ্রীরামচন্দ্রকে পুনরায় দেশে আনিবার জন্য তথায় গিয়াছিলেন। বশিষ্ঠ, শ্রীরামচন্দ্রকে যুক্তিদ্বারা দেশে ফিরাইতে পারিলেন না। কৌশল্যা, শ্রীরামচন্দ্রকে মাতৃ স্নেহেতে মুগ্ধ করিতে পারিলেন না। আচার্য্য ও মাতা অপেক্ষা শ্রীরামচন্দ্র পিতাকে বড় রাখিলেন। জাবালি অত্যুচ্চ ও অতি সূক্ষ্ম মতে শ্রীরামচন্দ্রকে জড়সড় করিতে চান, শ্রীরামচন্দ্র জড়-সড় হইবার পাত্র নন, তিনি তৎক্ষণাৎ ব্যবহার কাণ্ড আনিয়া

ফেলিলেন, জাবালিকে নাস্তিক বলিয়া কথোপকথন বন্ধ করিলেন, বশিষ্ঠ, জাবালি অপেক্ষা অনেক উচ্চ, কারণ তিনি ঝট্ মীমাংসা করিয়াদিলেন। শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন, দেখ শ্রীরামচন্দ্র, জাবালি নাস্তিক নন্, উনি ষোল আনা আস্তিক, তোমার পেটে কি রকম মাল আছে, তাই ব্যোমা দিয়া পরীক্ষা করিতে ছিলেন।

শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন, চন্দ্র হইতে যদি শোভা বিচলিত হয়, হিমালয় যদি শৈত্য পরিত্যাগ করে, সাগর যদি বেলাভূমি অতিক্রম করে, তথাপি আমি পিতার নিকট যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা অন্যথা করিতে পারিব না। যখন সকলে জানিলেন, শ্রীরামচন্দ্র অসময়ে দেশে ফিরিবেন না, তখন ভরত শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকা শিরোপরি ধারণ করিয়া স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন। পুত্র, সমাজ নীতির হেঁপাটা দেখিলে।

শ্রীরামচন্দ্র প্রেমময় ছিলেন, তাঁহার পায়ের বুড়া অঙ্গুলের মুড়ি হইতে মাথার চুলের ডগা পর্য্যন্ত প্রেম মাখা ছিল, যিনি যে বিষয়ে যতবড় হউকনা কেন, শ্রীরামচন্দ্রের মুখ শ্রী দেখিলেই মুগ্ধ হইতেন, মুগ্ধ হইলেই শ্রীরামচন্দ্রে ঢুকিতেন, ঢুকিলেই শ্রীরামচন্দ্র হইতেন, অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র যাহা বলিতেন তাহাই গ্রাহ্য করিতেন। প্রেমের কি আকর্ষণ শক্তি, যাহা প্রেমিক ব্যতীত অন্যে জানে না।

পুত্র। গুরুদেব! বশিষ্ঠ কি শ্রীরামচন্দ্রের অপেক্ষা ন্যূন হন।

গুরু। পুত্র, শ্রীরামচন্দ্র অপেক্ষা ক্রিয়া ও জ্ঞানকাণ্ডে

উচ্চ হন, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র প্রেমকাণ্ডে বশিষ্ঠ অপেক্ষা উচ্চ হন, যদি ও শ্রীরামচন্দ্র বশিষ্ঠ হইতে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র প্রেমিক হইবার কারণ, এত প্রবেশী ও দূরদর্শী হইয়াছিলেন, যে সকলে প্রেমিক শ্রীরামচন্দ্রের নিকট মাথা হেঁট করিতেন, এবং সকলে বিনা সন্দেহে ও তর্কে শ্রীরামচন্দ্রকে পূর্ণাবতার বলিতেন, যদিও শ্রীরামচন্দ্র ক্ষত্রিয় ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র চৌকোষ অর্থাৎ এস্কয়্যার ছিলেন, সকলকার বিদ্যা, বুদ্ধি, যুক্তি ও বল শ্রীরামচন্দ্রের মাটামের—প্রেমের নিকট চোস্ত হইয়া যাইত। এঁকা ও বেঁকা থাকিতে দিতেন না, অর্থাৎ লেভ্যাল্ করিয়া দিতেন।

পুত্র, শ্রীরামচন্দ্রের মানসিক তেজ ও চরিত্র দেখ। পম্পা নদীর তীরে যখন শরতের পূর্ণিমার শশী ও সপ্ত ছদা ও কুমদিনী প্রকাশমানা দেখিলেন, যখন দিবাভাগে কেঁকা ও জলচরের কেঁকা রব শুনিলেন, যখন কোকিলের কুহু কুহু রব কর্ণ বিবরে প্রতিধ্বনি হইতেছে জানিলেন, যখন মৃগের নয়নবান অবিরত ছুরিত হইতেছে নয়ন গোচর করিলেন, যখন মন্দ মন্দ গন্ধবহ ত্বকে মন্দ মন্দ রূপে আঘাত করিতেছে টের পাইলেন, যখন চারিদিকে বনগন্ধী নায়ক অন্বেষণে ছুটিতেছে, এবং গুন্ গুন্ রবে মধুপানে গ্রেপ্তার হইতেছে ইন্দ্রগোচর করিলেন, তখন শ্রীরামচন্দ্র মর্য্যাদা হারাইলেন, এবং লক্ষ্মণকে বলিলেন ;—

ভাইরে লক্ষ্মণ, আর সীতার বিরহ যন্ত্রণা সহ্য হয় না, নায়ক নায়িকা সকলেই আনন্দ ভোগ করিতেছে ; আমি এমনই হতভাগ্য

যে, নায়িকা থাকিতেও সমস্ত অন্ধকার দেখিতেছি। আমার সীতা কোথা বল, শীঘ্র বল, শীঘ্র বল, আর সহ্য হয় না, আর সহ্য হয় না, (নিস্তব্ধ)।

লক্ষণ বিধিমতে বুঝাইতে লাগিলেন, এবং বলিলেন, পুরুষের উচিত হয় বিপদে ধৈর্য্য অবলম্বন করা, উৎসাহ গুণের দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি হয়, নিরুৎসাহ গুনের দ্বারা কার্য্য নষ্ট হয়।

অমনি শ্রীরামচন্দ্র লক্ষণকে বলিল। লক্ষণ, দেখত ঐ পাহাড় হইতে কে উঁকি মারিতেছে। লক্ষণ ধাইল, শ্রীরামচন্দ্র পুরুষভাব পাইল।

আর দেখ পুত্র, শ্রীরামচন্দ্র যখন দুর্মুখের নিকট কুৎসা শুনিলেন, অমনি দশমাস গর্ব্ভবতী সীতাকে বনবাস দিলেন, শ্রীরামচন্দ্র যখন দুর্ব্বাসাকে সম্মুখে দেখিলেন, অমনি প্রাণের ভাই লক্ষণকে বর্জ্জন করিলেন, শূদ্র অর্থাৎ মূর্খ—পরাধীন্ যখন যোগাভ্যাস করিতেছে শুনিলেন, অমনি স্বহস্তে উহার মুণ্ড দ্বিখণ্ড করিলেন। চণ্ডাল যখন দরখাস্ত করিল, ব্রাহ্মণ আমাকে অকারণ বেত্রাঘাত করিয়াছে, শ্রীরামচন্দ্র অমনি ব্রাহ্মণকে চণ্ডাল করিলেন, অর্থাৎ শাস্তি দিলেন। পুত্র, শ্রীরামচন্দ্রের পদধুলি লইতে চেষ্টা কর।

শিষ্য। গুরুদেব! শ্রীরামচন্দ্র নাই, তাহা হইলে পা থাকে কি করে?

গুরু। পুত্র, শ্রীরামচন্দ্র নাই সত্য, স্ত্রীলোকেরা বলে থাকে "অমুকের বালাই যেন আমি পাই," কোন সচ্চরিত্রা স্ত্রীলোক মরিলে, পুত্র, স্ত্রীলোক ত তাহার পর পঞ্চভূতে মিশিল, তার

বালাই পায় কি করে, তা নয় পুত্র, জীয়ন্তে সচ্চরিত্রা স্ত্রীলোক যে রকম জগতে ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, আমিও সেই রকম ব্যবহার করিয়া জগতের লীলা শেষ করি, তেমনি পুত্র, শ্রীরাম-চন্দ্রের পদধুলি লওয়া আর কিছুই নয়, শ্রীরামচন্দ্র যে প্রকার লীলা করিয়া অন্তে দেহত্যাগ করিয়াছেন, আমিও সাধ্যমতে পুরুষকারের দ্বারা সেই পথের পথিক হই অর্থাৎ নকল করি। পুত্র, শ্রীরামচন্দ্রের কার্য্য জগতে রহিয়াছে, অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্রের জীবন চরিত রহিয়াছে, ঐ পুস্তক পাঠ করিয়া, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও যুক্তির দ্বারা তন্ন তন্ন করিয়া নিজে যত গ্রহণ করিবার অধিকারী হয়, অধিকার করিয়া জগতে বিচরণ কর, তাহা হইলেই পুত্র, শ্রীরাম-চন্দ্রের পদধুলি লওয়া হইল।

শিষ্য। গুরুদেব। পদধুলি লইতে লইতে অর্থাৎ অনু-শীলন করিতে করিতে অর্থাৎ চরিত পাঠ ও কার্য্য করিতে করিতে আদত হইতে পারি ত?

গুরু। না পুত্র, নকল নকলই থাকে, কখনও আদত হইতে পারে না। মহাত্মা র‍্যাফেল্ এত উৎকৃষ্ট নকল করিয়াছেন, হঠাৎ দেখিলে আদত বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু পুত্র, আদত করিতে পারিয়াছেন কি। প্রকৃত নকল করাও একটী মহা গুণ, যাহা কোটী লোকের ভিতর একটী পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। পুত্র, যত মহাত্মারা দেহত্যাগ করিয়াছেন, যদি নকলের আর্ট না থাকিত, তাহা হইলে আজ অনেক মহাত্মা লোপ হইতেন। পুত্র, প্রকৃত নকলওয়ালা-দেরও পদধুলি লইতে বাঁধা নাই। আদত চিরকালই আদত আছে,

পুত্র, চিন্তা-রহস্যতে ও প্রেম-রহস্যতে অনেক বলা হইয়াছে। ক্রিয়া ও জ্ঞান পড়ে দেখে শুনে সংসর্গে হইতে পারে, কিন্তু ইহারও মিহিদানা হওয়া দুর্লভ, কিন্তু পুত্র, প্রেম কিছুতেই হইতে পারে না। যাহার হয় তাহারই হয়, অর্থাৎ আপ্না আপ্নি হয়, জ্ঞান, বিজ্ঞান, ও যুক্তি থৈ পায় না। প্রেমিকেরা যত প্রবেশী ও সূক্ষ্মদর্শী হন, মেজেঘসাওয়ালারা তত হয় না। পুত্র, তুমি কি বিভীষণকে মূর্খ বল ?

শিষ্য। না।

গুরু। তবে বলি শুন, শ্রীরামের শিবিরে বিভীষণ প্রত্যহ প্রতিমুহূর্ত্তে শ্রীরামচন্দ্রের ও লক্ষণের ভ্রাতৃভাব দেখিতেন, এবং উভয়ের অভেদ ভ্রাতৃভাব থাকাতে কি উপকার উভয়ে লাভ করিতেন্ তাহাও দেখিতেন, এবং গাঢ় ভ্রাতৃভাব থাকাতে কি শান্তি হয়, তাহাও বিলক্ষণ জানিতেন, তবে কেন পুত্র, দুর্জ্জয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাবণের পদ প্রহরাকে অপমান মনে করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের পদ সেবা করিলেন। যে রাক্ষসকুল, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব হরণ করিয়া জগতের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল, সেই রাক্ষসকুল এক বিভীষণের অনুগ্রহে ও নিগ্রহে জগতে নিকৃষ্টত্ব লাভ করিল। যদিও বিভীষণ রাজা হইল, কিন্তু পরাধীনতা স্বীকার করিল, এবং রাক্ষসকুলের আর সে তেজ রহিল না। যাঁহারা তেজীয়ান ছিলেন, তাঁহারা নিজের তেজে যুদ্ধক্ষেত্রে দেহত্যাগ করিলেন। পুত্র দেখ, জ্ঞানীর জ্ঞান কোথায়।

কিন্তু পুত্র শ্রীরামচন্দ্রের দেখ, রাজা দশরথ অকারণে কৈকে-

য়ীর বশতাপন্ন হইয়া, যে রামচন্দ্র রাজা হইবেন সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত, সেই রামচন্দ্রকে চতুর্দ্দশ বৎসর বনে দিলেন। সমস্ত প্রজাবর্গেরা বিনা অনুরোধে শ্রীরামচন্দ্রের দলে হইল, এমন কি লক্ষ্মণ পিতাকে দোষারোপ করিয়া রাজ্যচ্যুত করিতে মানস করিলেন। শ্রীরামচন্দ্র মনে করিলে বিনা যুদ্ধে ও বিনা কষ্টে পিতাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া রাজা হইতে পারিতেন, কিন্তু পুত্র, শ্রীরামচন্দ্রের উদারতা দেখ, তিনি অনায়াসে মহানন্দের সহিত পিতার আজ্ঞা পালন করিলেন। পুত্র, এই সূক্ষ্ম জ্ঞান মেজে ঘসে হয় না। যাঁহার হইবার তাঁহারই হয়, অন্যের হয় না। প্রেমিক ব্যতীত প্রবেশী ও সূক্ষ্মদর্শী হয় না. যেখানে যেটী প্রয়োজন সেইখানে সেইটী লাগান দেব দুর্ল্লভ, খালি প্রেমিকের সুলভ। পুত্র, চিন্তারহস্য ও প্রেমরহস্য ও কথোপকথন-রহস্য এই রকম জানিবে। পূর্ব্বে শুঁড়ির দোকানের গল্প যাহা বলিয়াছি, সেই রকম জানিবে। যত বল, লেখ কিছুই কিছু নয়, তা যদি হইত তাহা হইলে নিজে মাতালকে ঝোলায় তুলিয়া দিয়া আর শুঁড়িকে বলিত না যে, “ফিকে দিওনা কড়া দাও” পুত্র, কার্য্য না থাকিলে যেমন বুড়া মাকে গঙ্গা যাত্রা করা, সেই রকম চিন্তা-রহস্য, প্রেম-রহস্য ও কথোপকথন-রহস্য বুঝিবে, অর্থাৎ পাগ্‌লামী বৈ আর কিছুই নয় জানিবে।

শিষ্য। গুরুদেব! আপনি একবার সূক্ষ্মকে বড় করিতেছেন, একবার স্থূলকে বড় করিতেছেন, আবার ওলট পালট করিতেছেন, আবার সূক্ষ্ম ও স্থূলকে প্রেমেতে নির্ম্মূল করিতেছেন। আমিত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, একটা ধরিতে একটা ফস্‌কে যায়,

শেষকালে খিচুড়ি পাকাইয়া যায়। ভাষাওয়ালা, জ্ঞানী, ও বৈজ্ঞানিকেরা যখন পড়িবে, তখন পাগ্‌লামি বৈ আর কিছুই নয়, ইহা বলিবে।

গুরু। পুত্র, ভাষাওয়ালা, জ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিকের দরুণ করা হয় নাই। পাগল অর্থাৎ মূর্খের দরুণ হইয়াছে।

শিষ্য। আমাদের দেশে মূর্খ কেহই নাই, সকলেই ভাষাওয়ালা, জ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিক, তবে গুরুদেব! আপনার পুস্তক কেহই পড়িবে না।

গুরু। পুত্র, যখন কাল অনন্ত পড়িয়া রহিয়াছে, বিপুলা পৃথিবী রহিয়াছে, তখন কেহনা কেহ কোন সময় পড়িবে।

শিষ্য। গুরুদেব! আপনার ফেরে আমি ঢূকিতে পারিলাম না, যদি অনুগ্রহ করিয়া ফের্ কমান হয়, তাহা হইলে আনন্দ, আর তাহা না হইলে, যে পাততাড়ী বগলে গোড়ায়, এখনও সেই।

গুরু। আমি বরাবর বলিতেছি, গোড়ায় যা, মধ্যেও তা, ডগায় অর্থাৎ শেষেতেও তা, খালি দেশ, কাল, পাত্র, বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিলেই হইল।

শিষ্য। আপনি আরও সিদে করে বলুন, তাহা না হইলে কিছুই হইল না।

গুরু। পুত্র, **এককে** স্থূলের সহিত মিশাইওনা, খালি জান সমস্তই **এক**। শ্রীফল যেমন খোলা, শাস ও বীজ লইয়া শ্রীফল হয়, পাথর ও উহার খুদিত মূর্ত্তি এবং পাথর ও উহার উপর খুদিত পদ্ম যেমন এক অর্থাৎ অভেদ, সেই রকম এই সমস্ত জগৎ

জানিবে। আবার দুগ্ধ হইতে দধি যেমন হয়, কিন্তু দধি আর দুগ্ধতে ঠিক মিশে না, এই জগৎকে সেই রকম জানিবে, অর্থাৎ সূক্ষ্মে এক, স্থূলে বহু। সমস্তই মাথার খেলা অর্থাৎ মনের খেলা, ইহার কারণ প্রেমিকদের অন্তরে সমস্ততে অভেদ জ্ঞান, কার্য্যতে সমস্ত ভেদ জ্ঞান, কারণ দুই সমান, করাও যা, না করাও তা, তবে কেন না কার্য্য করি, যখন দেহের স্বভাব কার্য্য করা, যার যা স্বভাব তার তাই করা বিধেয়। চক্ষুর স্বভাব দেখা, চক্ষু থাকিলে দেখিতে হইবে। যদি অন্য মনস্ক হইয়া জানিতে না পার, কিন্তু ছায়া পড়া বন্ধ হইতে পারে না, যদি চক্ষুর মনি ঠিক থাকে। সূক্ষ্ম ও স্থূল হইতে প্রেম ধারণা করা অতি দুরূহ, ইহার কারণ, গোঁড়া অর্থাৎ জন্ম হইতে এক রকম শিক্ষা বিধেয়। পৃথিবীর সর্ব্ব স্বাধীন প্রদেশে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত এক বিধি, ইহার কারণ, স্বাধীন লোকেরা কোন দিন প্রেমিক হইতে পারে।

এক পোষাক, এক খাদ্য, এক রং, এক ধর্ম্ম, এক পুত্রে বিষয় ভোগ, স্বাধীন দেশের লোকেরা জন্ম হইতে শিক্ষা করে, শিখিতে শিখিতে স্বভাব আসিয়া পড়ে, স্বভাব আসিলে আর বিচারের প্রয়োজন থাকে না। মতির সহিত পোষাকের, খাদ্যের, রঙের, এবং ধর্ম্মের এত নিকট সম্বন্ধ, যাহা বলিয়া ফুরান যায় না। অগ্নির দাহিকা শক্তি যেমন স্বাভাবিক হয়, পোষাক, খাদ্য, রং, ও ধর্ম্মের স্বাভাবিক শক্তি মতির সহিত তেমন হয়। মতি ঠিক না থাকিলে, সকলই অঠিক হয়, ইহার কারণ বোধ হয়, দশহাত কাপড়ে ন্যাংটারা বলে থাকে "যেমন মতি, তেমন গতি"। পুত্র,

মতি ঠিক একূলা হয় না, যাহা চিন্তারহস্যতে অনেক বলা হইয়াছে। বঙ্গবাসীরা গোঁড়াতে অর্থাৎ জন্মতে ভ্যাস্তা, ইহার কারণ জগতের কোন কার্য্যেতে আস্তা নাই, খালিই সস্তা, সস্তা, সস্তা, অর্থাৎ দো কড়িমে উল্টাতা। যত বড় জ্ঞানী, গুণী, ধনী ও মানী হউক না কেন, দুই দিন আমড়াগেছে করিলে, আর যদি নিজের স্বার্থ থাকে, তা হইলেত কোন কথাই নাই, যা করিতে বল, তাহাতেই রাজী, খালি বলিবে দেখ, তোমার জন্যে আমি কত করিতেছি।

পুত্র, এই সব লোক বঙ্গের রত্ন বলিয়া কথিত হয়। নিজের নামটা কিসে হয়, নিজের আয়টা কিসে হয়, নিজের মানটা কিসে হয়, এই পলিসি নিয়ে অস্থির, ইহার কারণ কেহই নয় সুস্থির। যদি উপরকার ঢাকা খুলিয়া দেখা হয়, তাহা হইলে মহাত্মা শ্বেত পুরুষ যাহা বলিয়াছেন, তাহার এক বিন্দু বিসর্গও অঠিক নয়, খালি আইন বাঁচাইয়া চলা, আর কিছুই নয়।

খারাপ লোকের সহায় বেশী, কারণ খারাপের সংখ্যা বেশী, আইন কিছুই করিতে পারে না, কারণ সাক্ষী ও নিজের প্লিডিং হুজুরের কাছে প্রমাণ করিল, সাধু, খারাপ সাধু হইল, সাধুর সাক্ষী ও প্লিডিং বিহনে হুজুরের কাছে সাধু অসাধু বনিল, আর মোক্তার যিনি একার্য্য করিল, তিনি আনন্দে বৃহস্পতি হইল। পুত্র, হোমরা চোমরা কত লোক আছে, কিন্তু কোন দিন শুনিয়াছ যে, কেহ বলিয়াছে এক পোষাক কর, এক খাদ্য কর, এক রং কর, এক ধর্ম্ম কর, এক পুত্রে বিষয় ভোগ কর, সামাজিক উন্নতির কথা কেহ বলিবে না, কারণ হোমরা চোমরারা পলিটীসিয়ান, কাহাকেও চটাইতে

চায় না, নিজের মন্তব্য কিসে সিদ্ধি হয়, ইহারই চেষ্টা খালি, রাজনীতি লইয়া ব্যতিবস্ত কারণ ইহাতে কাহারই আঘাত লাগে না। যদি কেহ দেশের রাজার কুৎসা করিল, সকলেই বাহোবা দিল, আর যদি নিমক্ হারাম্ না হইয়া গুণ গাইল, সকলেই বলিল এটা কি খয়ের খাঁ. রাজা হবে তার চেষ্টা, কেহই তাকে ভাল বলিল না। পুত্র, রাজনীতি ও গুপ্তনীতি মাথা হইতে একবারে ফেলিয়া দাও, নীতি ও সমাজনীতি কিসে উন্নতি হয়, ইহার চেষ্টা কর, অনেক হোম্‌রা চোম্‌রা দাঁত খিচিবে, ভয় পাইও না, এমন কি সকলে চেষ্টা করিয়া যদি তোমায় মহা বিপদে ফেলে, সেও আশীর্ব্বাদ মনে কর, তত্রাচ নিজের প্রিন্সিপল্ ছাড়িও না।

কোন মহাত্মা শিষ্যকে তাঁহার মত প্রচার করিতে অন্যত্র পাঠান, শিষ্য তথায় মহাত্মার মত প্রচার করিলে পর, গ্রামবাসীরা শিষ্যকে গাধায় চড়াইয়া ও জুতার মালা গলায় দিয়া গ্রাম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। শিষ্য মহাত্মার নিকট আসিয়া বলিল, গুরুদেব! আপনি আর আমায় কোথাও পাঠাইবেন না, কারণ যেখানে পাঠাইয়াছিলেন, সেইখানকার লোকেরা আমায় বেহাল করিয়াছে।

গুরু শুনিয়া হাঁসিতে হাঁসিতে বলিলেন, শিষ্য, গ্রামবাসীরা যে আমার মন্তব্য শুনিয়াছে, ইহাই যথেষ্ট, কারণ, যদি উহারা না শুনিত তাহা হইলে তোমার এই দুর্দ্দশা ঘটিত না, যাহা হউক, ক্রমান্বয়ে করিতে করিতে ঠিক হইবে। পুত্র, কালক্রমে সেই মত পৃথিবী ব্যাপিল।

নীতির, সমাজনীতির অর্থাৎ এক পোষাক, এক খাদ্য, এক রং, এক ধর্ম্ম, এক পুত্রে বিষয়ভোগ, অভাব হইলে, অন্য সমস্ত নীতির অধিকারী হয় না। অন্য নীতির অধিকারী না হইলে, জ্ঞানের অধিকারী হয় না, জ্ঞানী না হইলে প্রেমিক হয় না, প্রেমিকের নিকট চারি নীতিই পূর্ণ অভাব হয়, আবার চারি নীতিই পূর্ণ স্বভাব হয়। অর্থাৎ নী ও দা অর্থাৎ লওয়া ও দেওয়া কিছুই থাকে না, আবার সমস্তই থাকে। ঐহিক ঠিক না হইলে পারত্রিক ঠিক হয় না, ঐহিকের ফল পারত্রিক ভোগ করে, ঐহিকে অর্থাৎ বর্ত্তমানে বিষবৃক্ষ রোপন করিল, পারত্রিকে অর্থাৎ ভবিষ্যতে বিষফল ভোগ করিল। ঐহিকে অর্থাৎ বর্ত্তমানে অমৃত বৃক্ষ রোপন করিল, পারত্রিকে অর্থাৎ ভবিষ্যতে অমৃত ফলভোগ করিল। অতীতে যে বৃক্ষ বিষ কিম্বা অমৃত রোপন করিয়াছিল, বর্ত্তমানে বিষ কিম্বা অমৃত ফল ভোগ করিল। চিন্তা-রহস্যতে পূর্ণ মীমাংসা করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

পুত্র, আফ্রিকার নিগারদের এক পোষাক, এক খাদ্য, এক রং, এক ধর্ম্ম আছে, কিন্তু যদি উঁহাদিগের মাথা আর্য্যদের কিম্বা ব্যাস, বশিষ্ঠ, ও বিশ্বামিত্রের মাথার সহিত তুলনা করা হয়, তাহা হইলে চাঁদের আলোকের সহিত প্রদীপের আলোক তুলনা করিলে যে রকম হয় ঠিক সেই রকম, কারণ আফ্রিকার নিগারদের পুস্তক অভাব হয়। আফ্রিকার নিগার্‌রা ভাষা শিখিলে, ইণ্ডিয়্যান্ ব্ল্যাক্‌ম্যান্ অপেক্ষা অনেক অংশে উচ্চ হইবেন, কারণ উহাদের মতির ঠিক আছে, মতি ঠিক থাকিলে বিশ্বাসঘাতক ও নিমক্

হারাম্ হয় না। শিকদের, গুরখাঁদের এক পোষাক, এক খাদ্য, এক রং, ও এক ধর্ম্ম আছে বলিয়া, উঁহারা বিশ্বাসঘাতক ও নিমক্ হারাম্ নন, ইহার কারণ ইংরাজ বাহাদুরেরা শিখ ও গুরখাঁদিগকে অত্যন্ত ভাল বাসেন। ইংরাজ বাহাদুর আফ্রিকার কোন কোন অংশ লইয়াছেন, ইংরাজ বাহাদুরের দ্বারা উহারা আর পঞ্চাশ বৎসর শিক্ষিত হইলে, ইণ্ডিয়ার ব্ল্যাক্‌ম্যান্ অপেক্ষা অনেক সার্‌ভি সেভিল্ হইবেন, ইংরাজ বাহাদুরদের ন্যাভিতে উঁহারা ইহার মধ্যে ঢুকিয়াছেন জানিবেন। পুত্র, যদি কৃপা আশা কর, এবং ইংরাজ বাহাদুরদের উপকারের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে চাও, তাহা হইলে রাজনীতি ও গুপ্তনীতি ছাড়। নীতি ও সমাজনীতি উন্নতির চেষ্টা কর।

শিষ্য। নীতি কাহাকে বলেন।

গুরু। ধর্ম্ম-নীতি ও নীতি এক। ধর্ম্ম পুস্তকে যাহা লিখিত হয় তাহাই নীতি জানিবে।

শিষ্য। আপনি এক ধর্ম্ম লইতে বলিয়াছেন, ভারতবর্ষে কোথাও এক ধর্ম্ম নাই। যাঁহাদের আছে, তাঁহারা অন্যকে লইতে ইচ্ছা করেন না। খালি ব্রহ্ম বলিলে এক হয়, তবে কি ব্রহ্ম ধর্ম্ম অবলম্বন করিব।

গুরু। পুত্র, চিন্তা-রহস্যতে এক কাহাকে বলে অনেক বলা হইয়াছে, এক অর্থাৎ ব্রহ্ম যে ধর্ম্ম হইতে পারে না, তাহাও ঢের বলা হইয়াছে। বস্তু অর্থাৎ বিষয় না হইলে গুণ হয় না, গুণ না থাকিলে ধর্ম্ম হয় না, মানব না হইলে ধর্ম্ম কোথায়, যদি

সব এক বল, তবে মুসলমান বলিলে চট কেন, খ্রীষ্টান বলিলে রাগ কর কেন, মসীদে ও চার্চ্চে যাইয়া কেন না উপাসনা কর, অসতী বলিলে ডিফামেসন্ আন কেন, গালাগালি দিলে পুলিশ কোর্ট কেন, পেটের জন্য দাসত্ব কেন। আর দেখ পুত্র, মানব যদি সকলই এক তবে ব্যাস, বশিষ্ঠ. ও বিশ্বামিত্রের আদর কেন, গুরু ও শিষ্য কেন, এক প্রচারকের বার্ষিক উৎসব কেন। গুণের আদর সকলেই করে থাকে, যদি ব্রহ্মাকে মানব বল, এবং তাঁহার কথিত ধর্ম্ম বিধি লইয়া চল, তাহা হইলে কোন ক্ষতি নাই, আর তা না হইলে খিচুড়ির উপর খিচুড়ি চড়ান হয়।

বেদান্ত ও উপনিষদ প্যারটীকিউলারদের কিম্বা জ্ঞানীদের কিম্বা বানপ্রস্থাবলম্বীদের পক্ষে ভাল, সাধারণের পক্ষে বিষবৎ জানিবে. বেদান্ত ও উপনিষদ যত শীঘ্র সাধারণের হাত হইতে যায় ততই মঙ্গল। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্ট পড়িলে কিম্বা রেভারেণ্ড ম্যাকডোলণ্ড সাহেবের ডিক্লাইন অফ্ হিন্দু ইযুম্ কাগজ যাহা তিনি সম্প্রতি কলিকাতা মিসনারি কন্ফারেন্সের সম্মুখে পাঠ করিয়াছেন, পড়িলে জানিতে পার যে, ৫০ পঞ্চাশ বৎসরের বেদান্ত ও উপানিষদের ঢেউয়ে কত লোক হিন্দু সেণ্টার হইতে স্খলিত হইয়াছে। যেখানে এক পোষাক, এক খাদ্য, এক রং এক ধর্ম্ম, এক পুত্রে বিষয় ভোগ অভাব হয়, সেই খানে সমস্তেরই অভাব জানিবে, খালি বেদান্ত ও উপনিষদের শ্রাদ্ধে শ্রদ্ধান্বিত পাইবে।

যদি ইংরাজ বাহাদুরেরা ও খ্রীষ্টান্ আচার্য্যেরা ইউরেসিয়ানের

ডেফিনেশ্যান পরিষ্কার করেন, অর্থাৎ এসিয়া ফ্যাদার ও ইউরোপ মাদার কিম্বা ইউরোপ ফ্যাদার ও এসিয়া মাদারের ইষুকে ইয়ুরে-সিয়ান্ বলেন, এবং উক্ত ইষুরা যদি ইউরোপিয়ান নাম, আচার ও ব্যবহার ও ধর্ম্ম লন, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রাইমোজিনিচ্যার আইন ঐ সব ইষুদের উপর ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে বোধ হয়, পঞ্চাশ বৎসরের ভিতর ভারতের গুণী মানী ও ধনী, খ্রীষ্টান ধর্ম্ম অবলম্বন করে। কেন যে ইংরাজ বাহাদুরেরা ও খ্রীষ্টান আচার্য্যেরা করেন না বলিতে পারি না। পুত্র, প্রেম-রহস্য পড়িলে জানিতে পারিবে যে, এক পোষাক, এক খাদ্য, এক রং, এক ধর্ম্ম, এক পুত্রে বিষয় ভোগ এই আচার কিছুই প্রয়োজন নাই, দর্শন পূরাণ ও স্মৃতির প্রয়োজন নাই, খালি এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই ইহাই প্রয়োজন হয়, যাহা মেজে ঘষে হয় না। পূর্ব্বে অনেক বলা হইয়াছে. ঐহিক ঠিক না করিলে পারত্রিক ঠিক হইবে না; যখন ঐহিকের ফল পারত্রিকে যায়।

শিষ্য। তবে আমি কি করি, যখন সমস্তই গোলমাল।

গুরু। পুত্র, করিবার কিছু নাই, যখন বঙ্গদেশে কিছুই নাই। ইংরাজ বাহাদুরের উপর প্রগাঢ় ভক্তি রাখ, ইংরাজী বিদ্যা ভাল রকম করিয়া শিখ, সংস্কৃত ভুলিয়া যাও, কাহারও সহিত মিশিও না, নিজের কার্য্যের খাতিরে বাটীর বাহিরে যাও, আর তাহা না হইলে ঘরের কোণে চুপ্ করে বসে থাক, হোম্‌ন্যোডি খুব কর, এক পোষাক, এক খাদ্য, এক রং, এক ধর্ম্ম, এক পুত্রে বিষয় ভোগ, এই ব্রতে ব্রতী হইয়া ধন, মন, প্রাণ সমর্পন কর, কাহার

উপর অত্যাচার করিও না, এলো মেলো নামের খাতিরে দান করিও না। কাহাকেও স্বর্গে পাঠাইও না, এবং নিজের স্বর্গে যাইবার খাতিরে কোন কার্য্য করিও না। চারিটী কার্‌ডিন্যাল্ ভারচু অহরহ মনে জাগরূক রাখ, ইষ্ট দেবতাকে মনে স্মরণ লও, সুবিধা পাইলেই ইংরাজ বাহাদুরকে লম্বা সেলাম কর, নড্ করিও না, ইহাতে অহঙ্কার প্রকাশ পায়, ইংরাজ বাহাদুরের সহিত একাসনে বসিবার জন্য মনে স্থান দিও না, যদি ইংরাজ বাহাদুর নিজের গুণের দরুণ তোমায় সমান আসন দেন, ইংরাজ বাহাদুরের খাতির রক্ষার কারণ আসনে বসিও, কিন্তু খুব নম্রভাবে, ইংরাজ বাহাদুরদের সাক্ষাৎ দেবতা বলিয়া জানিবে।

যদি বেদান্ত, উপনিষদ্, হস্তামলক, অবধুত গীতা, সুখদেব সংহিতা, অষ্টাবক্র সংহিতা, বিবেক চিন্তামনি পড়িতে চাও, এবং বৈরাগী ও বৈষ্ণব হইতে চাও, তাহা হইলে বিবাহ না করিয়া বনে যাও, যদি বিবাহ করিয়া থাক সস্ত্রীক বনে যাও, এবং তথায় যাইয়া গুরুর নিকট শিক্ষা পাইয়া এবং প্রবেশী হইয়া বনে মহানন্দ ভোগ কর। দুই চারিটী বুক্নী শিখিয়া দেশে অবতার কিম্বা রিফরমার্ হইয়া আমাদের খিচুড়ি সামাজিক নিয়মের উপর আর খিচুড়ি পাকাইও না। আর যদি আপনা আপনি প্রেমিক হও, তাহা হইলেত কোন কথাই নাই, যাহা ভাল বুঝিবে তাহাই করা বিধেয় জানিবে। পুত্র, ভাব ভাব কদম্ব ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, এইটী কি বুঝিতে পার।

শিষ্য। না।

গুরু। তবে বলি শুন :—

কদম্বের ফুল গোল, উপর গোল, মধ্য গোল এবং অন্ত গোল, কোষ যাহার দ্বারা কদম্ব ফুলটী আবৃত তাহাও গোল, কিন্তু ভিতরের নেবুলি-বীজ গোল নয়, ঠিক ভ্রূণের মতন এঁকা বেঁকা, কদম্বে মধুভুক্ যত লীন এত অন্য কোন ফুলে নয়, যদিও পদ্ম থাকিতে পারে, সেও এই রকম জানিবে। পুত্র, কদম্বের উপর থাকে কে বলিতে পার?

শিষ্য। না।

গুরু। শিখি, যাহা নীলকণ্ঠ বলিয়া কথিত হয়। শিখি বিষধরদের ভক্ষণ করে। কদম্ব ফুলের শোভাই শিখি, কদম্ব ফুলের উপর শিখি না বসিলে শোভা বৃদ্ধি পায় না, যেমন হর-নীলকণ্ঠ আর্য্য সংসারের উপর না থাকিলে আর্য্য বলিয়া কথিত হয় না, শিখি কদম্বের বিষ ভক্ষণ করিয়া প্রচুর পরিমাণে মধু দিয়া মধুভুক্‌দের প্রতিপালন করিতেছে এবং কদম্বের উপরে বসিয়া কদম্বকে রক্ষা করিতেছে, হর-নীলকণ্ঠ ও আর্য্য জগতের অসভ্যতা নাশ করিয়া আর্য্যবাসীদিগকে সভ্য করিয়া সতত রক্ষা করিতেছেন, এবং আর্য্যবাসীরা ও মধুভুকেরা মনের আনন্দে কদম্বের একের মধুপান করিয়া অন্তে স্বর্গ লাভ করিতেছে। উপরে শিখি-নীলকণ্ঠ নীচে কৃষ্ণ অর্থাৎ অন্ধকার জগৎ, পার্শ্বে শ্বেত বলকর হলধারী অর্থাৎ মাটী কর্ষণকারী কিনা জ্ঞান, বিজ্ঞান সমাচারী। পুত্র, কদম্ব বৃক্ষের গোড়া ফাঁক, উপর ফাঁক অর্থাৎ যুক্তির আঁক, মধ্য জমাট অর্থাৎ ডাল পালা যুক্ত ফুলের গাঁট,

এই মধ্যতেই যত কিছু আঁট। মধুভুক্ হইলেই মধ্য চাই, মধ্য না থাকিলে জীব অভাব হয়, এই মধ্যই বিচার ও আনন্দের স্থান, উর্দ্ধ ও অধ দুই সমান, পুত্র, ভাব ভাব কদম্ব ফুল ফুটে রহিয়াছে, অর্থাৎ ভাবের ভাব যে কদম্ব স্বরূপ গোল-এক, ফুল-সংসার ফুটে রহিয়াছে, বুঝিতে পারিলে।

শিষ্য। আপনার চিন্তা-রহস্য, প্রেম-রহস্য ও কথোপকথন-রহস্যকে, কেরাণীর দপ্তর ও আস্তাবলের বানর বলে কেন।

গুরু। মাছী মারা কেরাণীর ও পরের বালাই লওয়া লোকের দল বেশী, যদি নিজের ঘট থাকিত, তাহা হইলে বলিত না, যাহা হউক, পুত্র, তুমি ভাল করিয়া উহার মধ্যে ঢুক অনেক মধু পাবে, যদি পথ না পাও আমার কাছে আসিলেই আলো পাবে, এবং মহানন্দে মধু পিবে, ইহাতে খালি ভাব নাই, ভাবের ভাব দর্শন ও যুক্তি কদম্ব-এক ফুটে রহিয়াছে, অর্থাৎ প্রকাশ পাইতেছে।

শিষ্য। সমাজের ইষ্ট দেবতা কে তাহা ত আপনি বলিলেন না।

গুরু। সমাজ নাই, আমি কি করিয়া সাধারণের ইষ্টদেবতার নাম করিব। যাহার যা ইষ্ট অর্থাৎ ন অনিষ্ট সেই তার ইষ্ট দেবতা জানিবে। ঘর্ ঘর্ রাড়ী, ঘর্ ঘর্ গাড়ী, ঘড়্ ঘড়্ শব্দকারী, পুত্র, এই স্থানে আমি কি বলিব।

শিষ্য। গুরুদেব! আপনার ইষ্টদেবতা কে?

গুরু। পুত্র, মহা বিপদে ফেলিলে, সে যাহা হউক, তবে একটী আইমার কথা বলি শুন:—

কোন স্ত্রীলোককে অপর কোন স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিল, তোমার অমুক কেমন আছেন, স্ত্রীলোকটী উত্তর করিল, পদ্ম পাতায় ভাস্‌ছেন, পুত্র, এটীও সেইরকম জানিবে। পুত্র, পূর্ব্বে একটী বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, যেটী সব্‌গুণের আকর হয়।

শিষ্য। আপনি অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

গুরু। অকৃতজ্ঞ হইওনা, কারণ এটীতে পরাধীনেরা বড় মজবুত, ইতিহাস ও প্রত্যেক দিনের ব্যবহার ইহার আদর্শ হয়। যে যত বিশ্বাস ঘাতকতা করুক, তুমি এক কণা উপকার পাইলে, কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবে, অকৃতজ্ঞের নরকেও স্থান অভাব হয়। পিতামাতা ও গুরুজনের নিকট প্রকাশ্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই, কারণ উঁহাদিগের নাম রাখিতে ও মুখোজ্জ্বল করিতে পারিলেই যথেষ্ট। পুরীষ না পড়িয়া সুগন্ধি পুষ্প ও পঞ্চ পত্রের বিল্বপত্র পড়িলে যথেষ্ট, অন্যের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ্যরূপে স্বীকার করিবে; কারচুপি করিবে না।

শিষ্য। আপনি কাহার নিকট কৃতজ্ঞ পাশে বদ্ধ।

গুরু। সমস্ত জগতের নিকট বিশেষত ইংরাজবাহাদুরের নিকট, যাহা পুরুষানুপুরুষক্রমে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলেও, শোধ হয় কিনা সন্দেহ।

শিষ্য। আপনি কাহারও নাম করিলেন না।

গুরু। পুত্র, যদি একের কৃপায় দেহ থাকে, তাহা হইলে অন্যত্র বিশেষ করিয়া বলিব। সম্প্রতি দেশ পর্য্যটনের দরুণ মন অত্যন্ত উচাটন হইয়াছে, আমায় অবসর দাও।

শিষ্য। আপনি কোন দেশে যাইবেন।

গুরু। টেম্‌স নদীর উপর যে বিলাতপুরী আছে, সম্প্রতি সেই দেশে যাইব মনন্ করিয়াছি।

শিষ্য। ভারতবর্ষে এত পূন্যদেশ থাকিতে বিলাত পুরিতে যাইবেন কেন ?

গুরু। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যে অর্থে পূণ্য দেশ কথিত হইত, আপাতত সেই সব পূণ্য দেশে, সেই সব্ অর্থের অভাব হয়, বিলাত্পুরিতে ইদানীং সেই সব অর্থ পূর্ণ হয়। যে স্থানে সর্ব্ব বিষয়ের পূর্ণ অবস্থা থাকে, সেই স্থানকে পূণ্য স্থান বলে, কারণ পূর্ণ না হইলে তারণ হয়না, কিঞ্চিৎ দিন পূর্ব্বে যেমন দিল্লি পূণ্য দেশ ছিল।

শিষ্য। পুনরায় কোথায় দেখা হইবার সম্ভাবনা।

গুরু। বিলাতপুরির ভিতর ফ্লীট ষ্ট্রীট আছে, তথায় তোমার সহিত আবার দেখা করিব, যদি বেঁচে থাকি।

শিষ্য। গুরুদেব ! তবে আমি আসি।

গুরু। আইস বাছা, এক তোমার মঙ্গল বিধান্ করুন্।

সূক্ষ্মে হইওনা ব্যতিব্যস্ত,
স্থূলে হইওনা অতিব্যপ্ত।
জান সমস্ত চরাচরাপ্ত।
রহস্যটী হইল সমাপ্ত॥